বিজ্ঞাপন।

এক্ষণে ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত আমাদিগের এমত নিকট সম্বন্ধ হইয়াছে যে, অনেকাংশেই উভয় জাতির সুখ, দুঃখ, সমৃদ্ধি, হ্রাস, গৌরব ও অপমান একই কারণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং উভয়েরই উভয়ের গুণ দোষ পরিচিত হওয়া সবিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন দেশীয় লোকের জাতীয় প্রকৃতি তজ্জাতীয় ইতিবৃত্ত দ্বারা যেমন স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে, আর কোন উপায়ের দ্বারাই তেমন হয় না। বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় ইতিহাস পাঠদ্বারা যে রাজনিয়ম ও রাজ্যশাসনের সুপ্রণালী সমস্ত সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তৎসংক্রান্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয়ও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, এবং তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক।

যে সকল জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গের প্রযত্নে ইংলণ্ডীয় ভাষা ইহার আধুনিক পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—যে সকল ক্ষমতাবান এবং বুদ্ধিজীবি ব্যক্তি ব্যূহের কৌশলে ইংলণ্ডের শিল্পকার্য্য অন্য সর্ব্বদেশের শিল্পকার্য্য অপেক্ষা সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছে—যেরূপে কালক্রমে ক্রমশঃ ইংলণ্ডীয়দিগের বৈদেশিক অধিকার সমস্ত সম্বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই সকল বিষয়ের প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুমাত্র বর্ণন করিতে পারা যায় নাই বলিলেই হয়। ফলতঃ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের রাজকার্য্যসংক্রান্ত কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনামাত্রের সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু ইহা পাঠ করিলেও ইতিহাস পাঠের অন্ততঃ প্রথমোল্লিখিত উদ্দেশ্যটী সাধন হইতে পারিবে, এই আশয়ে পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করা গেল।

পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন।

ইংলণ্ডের ইতিহাস সংশোধিত এবং দুইটী নূতন অধ্যায়ের সংযোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে ঐতিহাসিক বিবরণ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, এক্ষণে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আসিল।

ষষ্ঠবারের বিজ্ঞাপন। [১২৯৮]

ইংলণ্ড ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনার সমসাময়িক ভারতবর্ষী। এবং অপরাপর দেশীয় কতকগুলি বিবরণ টীকাকারে নিবেশিত এবং শেষ ভাগে ১৮৮৬ হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের বিবরণ সংযুক্ত করিয়া এই পুস্তক ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইল। মূল্য ১৲ টাকা হইতে ॥০ আনা করা গেল।

সপ্তম বারের বিজ্ঞাপন। [১৩২৪]

এবারে ১৮৯২ হইতে মার্চ্চ ১৯১৭ পর্য্যন্ত বিবরণ সঙ্কলন করাইয়া উনবিংশ অধ্যায়টী সংযুক্ত করা হইল। (প্রকাশক।)

সাম্রাজ্য বিস্তার করে তখন তাহাদিগের সেনাপতি জগদ্বিখ্যাত জুলিয়স সীজর সমুদায় গলদেশ * জয় করিয়া ৫৬ † পূঃ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আইসেন। তিনি কেণ্ট ‡ প্রদেশের উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, তদ্দেশবাসিগণ পদাতি, অশ্বারোহী এবং রথারূঢ় সৈন্য লইয়া নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছে। কিন্তু সীজরের রণপাণ্ডিত্য এবং তাঁহার সৈন্যগণের সুশিক্ষাগুণে ঐ আদিম নিবাসীদিগের সকল প্রযত্ন এবং সাহস ব্যর্থ হইয়া গেল। সীজর উহাদিগকে পরাজয় করিয়া প্রতিগমন করিলেন। ইহার পর তিনি আর একবার ইংলণ্ডে আইসেন এবং রোমকাধিকার পূর্ব্বাপেক্ষাও সুবিস্তৃত করিয়া যান।

যে সময়ের কথা হইতেছে সেই সময়ে ইংলণ্ড দ্বীপের নাম বৃটেন ছিল এবং তদ্দেশবাসীদিগকে বৃটন § বলিত। সীজর ও অপরাপর রোমক গ্রন্থকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, তখন বৃটন দ্বীপ নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল এবং তথাকার লোক সকল অত্যন্ত অসভ্য ছিল। তাহারা বৃক্ষের ত্বক্ বা বন্য পশুর চর্ম্মদ্বারা যথা কথঞ্চিৎরূপে আপনাদিগের শরীর আবরণ করিত; গাত্রে রক্ত, কৃষ্ণ, পীত, হরিতাদি বর্ণ-বিলেপ করিয়া সংগ্রাম স্থানে ঘোর রূপ ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইত; এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড চর্ম্মাবৃত করিয়া সরিৎ ও জলাকীর্ণ ভূমি সমস্ত উত্তীর্ণ হইবার উপযোগী ভেলক প্রস্তুত করিত। বস্তুতঃ কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা যে সকল প্রয়োজনীয় এবং সুখোপভোগের সামগ্রী প্রস্তুত এবং সমাহৃত হয়, বৃটনদিগের মধ্যে তাহার কিছুই ছিল না। কিন্তু তখনও বৃটনেরা সর্ব্বত্র এক প্রকার ছিল না। দক্ষিণ ভাগে, বিশেষতঃ কেণ্ট প্রদেশে যাহারা বাস করিত তাহাদিগের মধ্যে পাশুপাল্য, কোথাও কোথাও কৃষি এবং যৎকিঞ্চিৎ বণিক্‌বৃত্তির প্রথাও প্রচলিত হইয়াছিল। তখন বৃটেনের যত অন্তর্ভাগে যাওয়া যাইত ততই অসভ্যতার তিমির ক্রমশঃ গাঢ়তর বোধ হইত এবং যত উপকূল ভাগে আগমন করা যাইত, ততই সভ্যতার অপরিস্ফুট আলোক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ

* ফ্রান্সের পূর্ব্ব নাম।

† ভারত-সম্রাট বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার নবরত্নেরা এই সময়ে প্রাদুর্ভূত ছিলেন।

‡ এই প্রদেশ ইংলণ্ডের অগ্নিকোণে অবস্থিত।

§ প্রথিত আছে ব্রুট্ বা ব্রিট নামক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রথমে এই দ্বীপে মনুষ্যের [illegible]কার হয়।

দৃষ্টিগোচর হইত। এমন বন্যদশাপন্ন লোকের মধ্যে যে কিরূপ শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল তাহা সুনিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় না। এই পর্য্যন্ত অবগতি আছে যে, বৃটনেরা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া এক একটী জাতি এক একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে বাস করিত। ইহাদিগের ধর্ম্ম প্রণালীও অন্যান্য তাদৃশাবস্থ জাতির ধর্ম্মপ্রণালী হইতে অধিক ভিন্ন ছিল না। ইহাদিগের মধ্যে ড্রুইড্ নামে একটী যাজক সম্প্রদায় ছিল। তাহারা রাজাদিগের অপেক্ষাও সমধিক পরাক্রমশালী হইয়া যাহা মনে করিত তাহাই করিতে পারিত। ড্রুইডেরা পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্ম স্বীকার করিতেন; পরমেশ্বর এক এবং তাঁহার অধীনে অসংখ্য দেবদেবী আছেন ইহাও মানিতেন; এবং কখন কখন যুদ্ধধৃত হতভাগ্য বন্দিগণকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ঐ দেবতাগণের পূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই নিবিড় অরণ্যমধ্যে কেবল জপ তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্ন চিত্ত হইয়া থাকিতেন। ড্রুইড্দিগের শক্তি অদ্বিতীয় ছিল। ইঁহারা যদি কোন রাজাকেও অভিশপ্ত করিতেন, তবে আর কেহই তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিত না, কেহই তাঁহার কোন সাহায্য করিত না। যাহার ইচ্ছা সেই তাঁহার প্রাণবধ করিতে পারিত, এবং বহুস্থলে সেই হতভাগ্য ব্যক্তি অন্নজল অভাবেই প্রাণত্যাগ করিত। ফলতঃ বৃটনেরা সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগের যাজক-বর্গেরই অধীন হইয়াছিল। কিন্তু যখন রোমকেরা প্রবল হইয়া সম্রাট ক্লডিয়স্ এবং নিরোর * সময়ে ওয়েলস্ দেশ † পর্য্যন্ত অধিকার করিল, অনেকবার অনেক বিদ্রোহ দমন করিল, বহুসংখ্যক নগর এবং উপনিবেশ সংস্থাপিত করিল, ও "সুটোনিয়স্ পলিন্স" নামে তাহাদিগের একজন সেনাপতি 'মোনা' ‡ দ্বীপে গিয়া আরাধনা স্থান সমস্তকে ভস্মসাৎ করিলেন, তখন বৃটনেরা সর্ব্বতোভাবে বশতাপন্ন হইল। ইহার পর 'আগ্রিকোলা' নামে একজন শাসনকর্ত্তা বৃটনে আগমন করিয়া উত্তরে স্কটলণ্ডের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন এবং কতকগুলি রণতরী প্রস্তুত করিয়া ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় জলদস্যুগণের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিলেন। ফলতঃ ঐ সময় অবধি বৃটনে

* রোমের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সম্রাট।
† ইংলণ্ডের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বতীয় দেশ।
‡ আইরিস সাগরান্তর্গত অঙ্গলুসিদ্বীপ।

রোমকাধিকারের দোষ গুণ দুইই ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মাধিকরণ উত্তম হইল, শাসন প্রণালী উৎকৃষ্টতর হইল, নগর * পুর সমস্ত নির্ম্মিত হইতে লাগিল, রাজবর্ত্ম সকল প্রস্তুত হইল, এবং কৃষি ও বাণিজ্যকার্য্যের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়াতে দেশে ধনসম্পত্তির আধিক্য হইতে লাগিল। কিন্তু রোমকেরা বৃটনদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাইয়া কখন স্বদেশে অবস্থান করিতে দিতেন না। যে সকল বৃটন যুদ্ধশিক্ষা করিত তাহাদিগকে কোন দূরদেশ রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া অপর দেশীয় সৈনিকগণের দ্বারা বৃটন রক্ষা করিতেন। আর যে সকল লোক সৈনিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহাদিগের সকলকেই নিরস্ত্র হইয়া থাকিতে হইত। সুতরাং রোমকেরা একবার বৃটন ত্যাগ করিয়া গেলে তদ্দেশীয়েরা যে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে তাহার কোন উপায়ই রহিল না।

যেমন মৃত্যু আসন্ন হইলে হস্তপদাদির প্রান্তভাগ অগ্রেই শীতল হয় এবং তথায় রক্তের গমনাগমন নিবৃত্ত হওয়াতে আর সেই সকল স্থলে নাড়ীর গতি বোধ হয় না, শরীরের মধ্যভাগেই ক্ষণকাল পর্য্যন্ত নাড়ীর সঞ্চার বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ যেমন রোম সাম্রাজ্যের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অমনি তাহার দূর প্রদেশ সমুদায় হইতে রোমক সৈন্যগণ প্রস্থান করিল, আর তথায় প্রত্যাগমন করিল না এবং ক্রমে সংকুচিত বৃত্ত হইয়া রোমের সন্নি-ধানেই চতুর্দ্দিক রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছুকাল সচেষ্ট হইতে লাগিল। ৪০৯ খৃঃ অব্দে রোমকেরা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করে। তখন স্কট্‌লণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলবাসী 'স্কট' এবং 'পিক্‌ট' জাতীয়েরা বৃটনদিগকে অত্যন্ত বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিল। বৃটনেরা যুদ্ধে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা রোমে পত্র প্রেরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করত এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিল যে, "ভীষণাকার অসভ্য লোকেরা আমাদিগকে সমুদ্রের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে; সমুদ্রও আবার ঐ রাক্ষসদিগের সমক্ষে প্রতিহত করিতেছে; আমরা কোথায় যাই কি করি কিছুই বুঝিতে পারি না"। কিন্তু রোমকেরা আপনাদিগের দুঃখের সময়ে বৃটনদিগের বিশেষ উপকার করিতে পারিলেন না। উহারা অগত্যা উত্তরাঞ্চলীর

---

* লণ্ডন এবং ইয়র্ক এই দুই নগর এবং কাষ্টর বা চেষ্টর এই দুই শব্দ যে সকল নগরের নামের অন্তে দৃষ্ট হয় সেই সকল নগর রোমকদিগের নির্ম্মিত।

জলদস্যুদিগের নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করিল। 'রাইন' * নদীর মুখ হইতে 'এল্ব' † নদীর মুখ পর্য্যন্ত যে ভূভাগ তাহাতেই ঐ জলদস্যুদিগের বাসস্থান ছিল। উহারা 'জুট' 'আঙ্গল' এবং 'সাকসন্' ইত্যাদি বিবিধ নামে প্রসিদ্ধ হয়। 'হেঞ্জিষ্ট' এবং 'হর্সা' নামক ভ্রাতৃদ্বয় নিমন্ত্রণ পাইয়া বৃটনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অতি স্বল্পায়াসেই স্কট ও পিক্টদিগকে পরাভূত করিয়া সমুদায় দেশ নিরুপদ্রব করিল। কিন্তু তাহারা দেশের শোভা ও দেশবাসীদিগের অক্ষমতা দর্শনে আপনারা লোভপরবশ হইয়া বৃটেন ত্যাগ করিয়া যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইল। প্রত্যুত উহারা স্বদেশীয় অপরাপর লোক সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল একং সকলে মিলিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় দেশটী আপনাদিগের অধিকৃত করিয়া লইল।

বৃটনেরা কেল্ট-জাতীয় ছিল; সাক্সনেরা টিউটন্ ‡ জাতীয় লোক ছিল। উহাদিগের সহিত যুদ্ধে বৃটনেরা প্রায় নির্ম্মূলিত হইয়া যায়। কেবল পশ্চিম ভাগে যে পর্ব্বত শ্রেণী আছে তাহাতে কতক লোক প্রস্থান করিয়া রক্ষা পায়। আর কতক ব্যক্তি গল্‌দেশে পলাইয়া বৃটানি ¶ নামক প্রদেশ বিশেষে বাস করে।

সমুদায় দেশ সাক্সন্‌দিগের অধিকৃত হইলে উহা প্রথমতঃ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং সেই সময়ে পোপ § 'গ্রীগরী' প্রেরিত 'অগষ্টিন্' নামক একজন সাধু আসিয়া উহাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। সাক্সন্‌রা অনেক দেবদেবী মানিত এবং স্বর্গ নরক স্বীকার করিত, কিন্তু উহাদিগের মতে দেবতা ‖ মাত্রেই রণোন্মত্ত— সর্ব্বদা যুদ্ধ এবং মধ্যে মধ্যে তীব্র মদিরা পান করাই স্বর্গের সুখ; আর যুদ্ধে পলায়ন করিলেই নরকের দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যতদিন

---

* এই নদী সুইজরলণ্ডের পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া ফ্রান্সের পূর্ব্বদিক দিয়া আইসে এবং হলণ্ড দেশের মধ্য দিয়া জর্ম্মন সাগরে পতিত হয়।

† এই নদীর মুখ ডেন্‌মার্ক দেশের নৈঋতকোণে দৃষ্ট হইবে।

‡ টিউটন জাতীয়েরাও ককেসীয় বর্ণ সভূক্ত। ইহারা এক্ষণে প্রায় ইউরোপের সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভ করিয়াছে।

¶ ফ্রান্সের বায়ুকোণে অবস্থিত।

§ রোম নগরীয় যাজকেরা এই উপাধি গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ প্রায় সমুদায় খ্রীষ্টমতাবলম্বীদিগের প্রতি ধর্ম্মশাসন বিস্তার করেন।

‖ ওডিন, থর প্রভৃতি।

উহারা অসভ্য ছিল এবং দস্যুবৃত্তিদ্বারা আপনাদিগের জীবনোপায় করিত তাবৎকাল এইরূপ ধর্ম্মই প্রবল রহিল। কিন্তু যখন উহাদিগের বৃটেন দ্বীপে বাস হইল, কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা সুখোপভোগের সামগ্রী উৎপন্ন হইল এবং অন্যান্য প্রকারে অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াতে মনও একটু কোমল এবং প্রশান্ত হইয়া উঠিল, তখন পূর্ব্বোক্তরূপ কেবল সংগ্রামপর ধর্ম্মপ্রণালী আর [illegible]ার পদার্থ হইতে পারিল না। সাক্সনেরা অতি অল্পকালের মধ্যেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহারই কিয়ৎকাল পরে তাহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আটটী রাজ্য ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হইয়া একত্রীকৃত হয় এবং 'এগবর্ট' নামক কোন মহাত্মা ঐ মিলিত রাজ্যের রাজা হন।

এই সাক্সনেরাই বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির পূর্ব্ব পুরুষ। উহাদিগের অসভ্যাবস্থাতে যে সকল রীতি নীতি ছিল তাহাই এক্ষণে পরিণত হইয়া ইংরাজদিগের সুসভ্য রীতি নীতি হইয়াছে। উহাদিগের রাজা যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না; কতকগুলি সুবিজ্ঞ বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রাজকার্য্য করিতে হইত। রাজার ঐ সভার নাম 'উইটিনা গিমট' ছিল; ঐ সভাই বর্ত্তমান 'পার্লিয়ামেণ্ট' সভার মূল স্বরূপ বলিতে হইবে। সাক্সনদিগের ধর্ম্মাধিকরণ এক প্রকার 'পঞ্চায়েতের' দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত; তাহা হইতেই ইংরাজদিগের মধ্যে 'জুরি' নিয়োগের ব্যবহার উৎপন্ন হইয়াছে। সাক্সনেরাই প্রথমে সমুদায় ইংলণ্ড দেশকে সাইয়র, কাউন্টী, হণ্ড্রেড্ ইত্যাদি নানাভাগে বিভক্ত করে এবং প্রজাদিগকে পরস্পরের আচার ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখাইয়া যাহাতে আপনারাই অনেকাংশে আপনাদিগের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে এমত উপায় করিয়া দেয়; ইংরাজেরা সেই অবধি স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী সংস্থাপনে যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই সেরূপ হইতে পারেন নাই। সাক্সনেরা জলযান প্রস্তুত করণে বিলক্ষণ নিপুণ, সামুদ্রিক যুদ্ধে অতিশয় কুশল, আর জলপথে দূরদেশ গমনে একান্ত নির্ভয় হৃদয় ছিল—ইংরাজেরাও এই সকল গুণের নিমিত্ত বিশিষ্ট রূপে গৌরবান্বিত হইয়া আছেন।

কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই ইংলণ্ডে আর একটী জাতির প্রবেশ হইয়াছিল। রোমক ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, রোম সাম্রাজ্য যে সকল অসভ্যজাতির স্রোতে প্লাবিত হইয়া যায়, সেই সকল অসভ্যজাতি একেবারে বা এক সময়ে

উক্ত সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে নাই। যেমন সমুদ্রের উর্ম্মি একটী একটী করিয়া কূলের দিকে আসিতে থাকে তেমনি বিবিধ নামধেয় * অসভ্য জাতির দল এক একটী করিয়া রোম সাম্রাজ্যের উপর পতিত হইয়াছিল। সাক্সনেরা যে দেশ হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহার উত্তর দিকস্থ ডেনমার্ক, স্কাণ্ডিনেবিয়া † প্রভৃতি ভূভাগ হইতে আর একটী ভয়ঙ্কর দল বাহির হইয়াছিল। উহারা 'ডেন' বা 'নরমান' নামে প্রসিদ্ধ হয়। প্রথমে দস্যুবৃত্তিই উহাদিগের একমাত্র ব্যবসায় ছিল। উহাদিগের ন্যায় নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়হৃদয়, স্বৈরাচারী লোক, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন দেশে কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। উহারা এক একজন বিক্রমশালী অধিপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অর্ণবযান আরোহণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি নানা দেশের উপকূলে অবতীর্ণ হইত এবং যেখানে যাইত তথাকার গৃহ, দেবালয়, উদ্যান, শস্যক্ষেত্র সকলই ভগ্ন ও ভস্মসাৎ করিয়া সমুদায় দেশ বিলুণ্ঠিত এবং তত্রত্য জন সমূহকে বন্দীকৃত করিয়া লইয়া যাইত। ইহারা সাক্সনদিগের আধিপত্যের সময় পুনঃ পুনঃ ইংলণ্ডে আগমন করে। সাক্সন রাজারা ইহাদিগের দৌরাত্ম্যে অতি ত্রস্ত এবং উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ মহাত্মা আলফ্রেড একদা সংগ্রামে পরাভূত হইয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্য মধ্যে প্রস্থান করেন। কিন্তু তিনি পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া শত্রুসমূহকে পরাভূত করেন এবং তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ইংলণ্ডের এক প্রদেশে ‡ বাস করিতে দেন।

ইহার পর আর একজন সাক্সন রাজা নিতান্ত মূঢ়তার কর্ম্ম করিয়া স্বদেশবাসী তাবৎ ডেন জাতীয় লোককে বিনাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে ডেনমার্ক রাজ 'সোএন্‌' মহাক্রোধে আসিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করেন § এবং অক্লেশে ইহার সিংহাসন অধিকার করিয়া আপনি, আপন পুত্র কেহুট এবং পৌত্র হার্ডিকেহুট এই তিন পুরুষ অব্যাহতরূপে এই দেশের রাজদণ্ড ধারণ করেন। পরিশেষে পূর্ব্বগত সাক্সন ভূপাল বংশীয় এডওয়ার্ড নামক একটী শান্ত-প্রকৃতিক ব্যক্তি পুনর্ব্বার ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি ধার্ম্মিক ছিলেন বটে,

* গথ, ভাণ্ডল, হন, সুইভি, আলেমান, বর্গণ্ডিয়ান, প্রভৃতি।

† নরওয়ে এবং সুইডেন।

‡ নর্থম্বরলণ্ড।

§ ভারতবর্ষে এই সময়ে গজনবি মামুদের আক্রমণ চলিতেছিল।

কিন্তু যে সময়ে লোকের জ্ঞানচর্চ্চার আধিক্য না থাকে, তৎকালের ধর্ম্ম প্রায় বিশুদ্ধ যুক্তিসংস্কৃত হইতে পারে না; তখন ধর্ম্মবুদ্ধি নিতান্ত জড়ীভূত এবং বহু-বিধ কুসংস্কারে পরিপূর্ণ থাকে। এডওয়ার্ডের মনেও নানা প্রকার কুসংস্কার ছিল। তিনি নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার রাজ্যাধিকার লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল।

যে সময়ে নর্ম্মান এবং ডেন্ জাতীয়েরা ইংলণ্ড আক্রমণ করে, সেই সময়ে তাহাদিগের আর এক দল 'রোলো' নামক কোন যুদ্ধবীরের অধীন হইয়া ফ্রান্স-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। ফ্রান্সরাজ * নিতান্ত অক্ষম ছিলেন। তিনি রোলোকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের বায়ুকোণে কিয়দ্ভাগের অধিকার প্রদান করিলেন। ঐ প্রদেশ নর্ম্মানদিগের নিবাসভূমি হওয়াতে তাহার নাম নর্ম্মাণ্ডি হইল। রোলো এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ ডিউক্ উপাধি গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত বৈচক্ষণ্যসহকারে স্বদেশ শাসন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ফ্রান্স-দেশবাসী সচেতা ব্যক্তিবর্গের সংস্রবে ভীষণপ্রকৃতিক নর্ম্মান লোক সকল অত্যল্প-কাল মধ্যেই বিবিধ সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া ক্রমে সভ্য পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিল। এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজা হইবার পূর্ব্বে ঐ নর্ম্মাণ্ডির রাজ সভাতেই থাকিতেন; সুতরাং নর্ম্মানদিগের রীতি চরিত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি জন্মিয়াছিল। অতএব যখন তিনি লোকান্তর গমন করেন, তখন নর্ম্মাণ্ডির ডিউক উইলিয়মকেই আপন রাজ্যাধিকার প্রদান করিবার মানস প্রকাশ করিয়া যান। কিন্তু সাক্সনেরা নর্ম্মানদিগের অতিশয় দ্বেষ করিত। তাহাদিগের এমত ইচ্ছা ছিল না যে, নর্ম্মানজাতীয় কোন ব্যক্তি তাহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। সুতরাং যখন মৃত রাজার শ্যালক 'হারল্ড' আপনি রাজা হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন সাক্সনেরা সকলেই মহাতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। ইতঃপূর্ব্বে হারল্ড একদা নর্ম্মাণ্ডিতে পর্য্যটনচ্ছলে গিয়াছিলেন। তখন উইলিয়ম তাঁহাকে আপনার দেশে পাইয়া সাতিশয় ধূর্ত্ততাচরণ দ্বারা এইরূপ শপথ করাইয়া লয়েন যে, তিনি উইলিয়মের রাজ্যাধিকারে প্রতিবন্ধকতা করিবেন না। এক্ষণে সেই হারল্ড আপনি রাজাসন গ্রহণ করাতে নর্ম্মাণ্ডির ডিউক তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া রোমনগরীয় ধর্ম্মশাস্তা পোপের নিকটে অভিযোগ করিলেন। পোপ

---

* চার্লস্ দি সিম্পল অর্থাৎ নির্ব্বোধ চার্লস।

ভাবিলেন, "স্বাধীনস্বভাব সাক্সনেরা আমাকে তাহাদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে দেয় না; অতএব উইলিয়মের জয় হইলে আমারও আধিপত্য বৃদ্ধি হইবে।" তিনি ইংলণ্ড অধিকার করিবার নিমিত্ত উইলিয়মের প্রতি অনুমতি প্রদান করিলেন, আর হারল্‌ডকে ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া অভিশপ্ত করিলেন। উইলিয়ম ইউরোপের যাবতীয় যোদ্ধৃবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লাগিলেন। অসভ্যদেশ মাত্রেই সংগ্রাম কামনার বাহুল্য থাকে, * সুতরাং অসভ্য দেশে অনন্যকর্ম্মা কেবল যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ যত লোক পাওয়া যায়, সভ্য-দেশে কখনই তত পাওয়া যায় না। উইলিয়মের রণ-পতাকা উড্ডীন হইবামাত্র শত শত সুবিখ্যাত যুদ্ধবীর চতুর্দ্দিক হইতে আগমন করিতে লাগিলেন।

এখানে হারলডের সোদর টষ্টি, আপনি রাজা হইবেন এই অভিপ্রায়ে নরও-য়ের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ সমূহ সৈন্য সমভি-ব্যাহারে আসিয়া রাজ্যের উত্তর ভাগ আক্রমণ করিলেন। হারলড কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। নরওয়ের সৈন্যগণ তৎ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত, পরাভূত এবং সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইল; কিন্তু এই অবকাশেই, উইলিয়ম সসৈন্যে 'সসেক্স' † প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইবার সময়ে ভূমিতে পড়িয়া যান। এই অমঙ্গল চিহ্নদর্শনে তাঁহার সৈন্যগণের ভয় সঞ্চারের উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার একজন প্রত্যুৎপন্নমতি পারিষদ রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি বড় সৌভাগ্যশালী পুরুষ; দেখুন এই দেশে পদার্পণ করিবা-মাত্র ইহার মৃত্তিকা আপনার হস্তগত হইয়াছে।' এই কথা বলিবামাত্র আর কেহ অমঙ্গল শঙ্কা করিল না। সকলেরই দৃঢ়প্রতীতি হইল যে, অচিরাৎ ইংলণ্ড-দেশ তাহাদের করকবলিত হইবে।

উইলিয়মের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র হারলড তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে দক্ষিণাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। ১০৬৬ খৃঃ অব্দের ১৪ই অক্টোবর হেষ্টিংস ‡ নামক নগরের সন্নিধানে উভয় প্রতিপক্ষ সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সাক্সনেরা যেমন সাহস, স্থৈর্য্য, বিক্রম এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল যদি তাহাদিগের

---

* প্রকৃতদর্শীর চক্ষে এই বিষয়ে ইউরোপ অদ্যাপি অসভ্য।

† কেণ্ট প্রদেশের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার প্রধান নগরের নাম চিচেষ্টর।

‡ লণ্ডন নগরের অগ্নিকোণে সমুদ্রকূলে অবস্থিত।

তাদৃশ যুদ্ধকৌশল থাকিত তাহা হইলে উইলিয়মের জয় হইত না। আর হারলড, জীবিত থাকিলেও বোধ হয়, ঐ এক যুদ্ধেই ইংলণ্ড একেবারে উইলিয়মের পদাবনত হইত না। কিন্তু যেরূপ ঘটিল, তাহাতে ঐ হেষ্টিংসের যুদ্ধেই সাক্সনদিগের স্বাধীনতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ইহার পরে যখন নর্ম্মাণ্ডির সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক, রহিত হইয়া গেল, যখন নর্ম্মান এবং সাক্সন এইরূপ জাতিভেদ আর রহিল না, তখন সতেজা, সচেতা ও তীক্ষ্ণধী নর্ম্মানদিগের গুণে, সাক্সনদিগের দৃঢ়তা, সাহসিকতা এবং স্বতন্ত্রপরায়ণতা সংযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান ইংরাজদিগের জাতীয় গুণ সমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[বিজেতা উইলিয়ম—সৈনিকভূম্যাধিকার প্রণালী—উইলিয়ম রক্তকেশ—ক্রূসেড্—রবর্ট—হনরীসুপণ্ডিত—ষ্টেফেন—হনরীপ্লাণ্টাগেনেট—পোপের' প্রাদুর্ভাব—রিচার্ড' সিংহমনা—ভূমিশূন্যজন—প্রকৃত ইংরাজ জাতির উৎপত্তি।]

সাক্সন্ এবং নর্ম্মান এই দুই জাতির মধ্যে যেরূপ পরস্পর দৃঢ়তর বিদ্বেষ ছিল তাহাতে যে, উইলিয়ম নিরুপদ্রবে ইংলণ্ড অধিকার করিতে পাইবেন তাহার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বস্তুতঃ সাক্সনেরা যাহাতে স্বাধীন হইতে পারে পুনঃ পুনঃ এরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা যেমন পূর্ব্বে সমুদায় ডেন্‌জাতীয় লোককে নষ্ট করিয়াছিল, সেইরূপ সকল নর্ম্মান লোককেও হত্যা করিবার নিমিত্ত এক্ষণে পরামর্শ করিল। কিন্তু তাহাদিগের ঐ দুর্মন্ত্রণা সফল হইল না, এবং উহা প্রকাশ হওয়াতে উইলিয়ম, সাক্সনদিগের প্রতি অনেকানেক সুকঠিন নিয়ম, প্রচারিত করিলেন। প্রথমতঃ তিনি ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারে এক নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। তদ্দ্বারা দেশের সকল ভূমিসম্পত্তি রাজার নিজস্ব হইল। রাজা ঐ সমস্ত ভূমির কিয়দংশ খাসে রাখিলেন। অপর সমুদায় ভাগ সৈন্য সংখ্যার অনুসারে বিভাগ করিয়া আপন সেনাপতিদিগকে অর্পন করিলেন। সেনাপতিগণ ঐ ভূমি সম্পত্তি গ্রহণকালে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহারা রাজার অধীন হইয়া থাকিবেন, এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহ এবং পাদাত সৈন্য লইয়া তাঁহার সহকারিতা করিবেন। এইরূপ করাতে প্রায় সাক্সন্ মাত্রেই ভূম্যধিকার বর্জ্জিত হইল। প্রধান প্রধান নর্ম্মান যোদ্ধৃপতিগণ স্ব স্ব অধিকারে এক একটী উপদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে

স্বাধীন হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। উহাঁরা পরস্পর বিবাদ করিতেন, প্রজাবর্গের বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করিতেন, এবং অপরাপর ব্যক্তিকেও ভূম্যধিকারের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিয়া আপনারা রাজার নিকট যেরূপ নিয়মে বদ্ধ, ঐ সকল ব্যক্তিকেও তদ্রূপে বদ্ধ করিতেন। ফলতঃ কোন জাতি বিজিত জনপদ মধ্যে বাস করিবার প্রয়াস পাইলেই প্রায় এইরূপ ভূম্যধিকারের নিয়ম প্রচলিত করিয়া থাকে। উইলিয়ম তাহাই করিয়াছিলেন এবং এই নিয়ম তৎকালে ইউরোপের সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইতেছিল *। কিন্তু ইহা ব্যতিরিক্ত তিনি আরও কতিপয় কঠিন নিয়ম সংস্থাপিত করেন। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে নগরে নগরে ঘণ্টার ধ্বনি হইত। সেই ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ মাত্র সকল প্রজাকেই স্ব স্ব গৃহের অগ্নি নির্ব্বাণ বা আচ্ছাদিত করিয়া অন্ধকারে থাকিতে হইত। যদি কোন নর্ম্মান কোথাও নিহত হইত তবে যে পল্লীতে তাহার শব পাওয়া যাইত, সেই পল্লীর সকল লোকে তাহার নিমিত্ত দায়ী হইত; এবং হত্যাকারীকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে না পারিলে সকলেরই বিলক্ষণরূপ অর্থদণ্ড হইত। উইলিয়ম আর এক নিয়ম করেন যে, রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহই মৃগয়া করিতে পারিবেন না। এই রূপ নানা প্রকার রাজপক্ষপাতী ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়াতে সাক্সনেরা অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু উইলিয়ম, বিজেতা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে অস্ত্রবলে হেষ্টিংসের যুদ্ধ জয় হইয়াছিল তাহারই বলে তাঁহার রাজ্য রক্ষিত হইল।

উইলিয়ম এমন সৌভাগ্যশালী, বুদ্ধিমান্ এবং প্রতাপান্বিত হইয়াও আপনার গৃহে সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রবার্ট অবাধ্য এবং উদ্ধতস্বভাব ছিল। উইলিয়ম তাহার প্রতি নর্ম্মাণ্ডি শাসনের ভারার্পণ করিয়া ইংলণ্ডে আইসেন। কিন্তু রবার্ট স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহ উত্থাপন করে। ইহাতে পিতাপুত্রে সংগ্রাম হয়। তৎকালে অশ্বারোহ প্রধান প্রধান যোদ্ধৃ কুলীনগণ † আপনাদিগের সমুদায় শরীর লৌহবর্ম্মে আবৃত করিত।

---

* এতদ্দেশে পঞ্জাবরাজ রণজিৎ সিংহ অধীনস্থ সরদ্দারদিগের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম করিতেন। পাঠানেরাও হিন্দুস্থান জয় করিয়া কোথাও উক্তরূপ ভূম্যধিকার প্রণালী সংস্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছিল।

† ইংরাজীতে ইহাদিগকে নাইট বলে। এক্ষণে বিশিষ্ট গুণশালী ব্যক্তি মাত্রেই রাজার স্থানে নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাঁহাদিগের নামের পূর্ব্বে 'সার' এই গৌরবসূচক শব্দ লিখিত হয়। যথা, সার রাজা রাধাকান্ত দেব।

রবার্ট এবং উইলিয়ম উভয়েই ঐরূপ বর্ম্ম ধারণ করিয়া পরস্পর দ্বৈরথ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুত্র পিতার প্রতি আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অশ্বচ্যুত করে। পরে নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে তাঁহার শিরশ্ছেদনের উদ্যম করিলে উনিই যে তাঁহার পিতা এই পরিচয় প্রাপ্ত হয়। রবার্ট তৎক্ষণাৎ অনুতাপযুক্ত হইয়া পিতার পাদমূলে নিপতিত হইল এবং অতি করুণবচনে তাঁহার স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ইহার কিয়ৎকাল পরে বিজেতা উইলিয়মের মৃত্যু হইল এবং তাঁহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য নর্ম্মাণ্ডি জ্যেষ্ঠ পুত্র রবার্টের এবং স্বোপার্জিত ইংলণ্ড রাজ্য মধ্যম পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়মের ভাগধেয় হইল। তৃতীয় পুত্র হনরী যথেষ্ট স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়াই তুষ্ট রহিলেন। দ্বিতীয় উইলিয়মের কেশ রক্তবর্ণ ছিল; এই জন্য ইতিহাসে ইহাঁকে 'রক্তকেশ' উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। রবার্ট কেবল নর্ম্মাণ্ডি পাইয়া তুষ্ট রহিলেন না। আর কূটবুদ্ধি উইলিয়ম রক্তকেশ ও মনে করিলেন যে, রবার্ট অতি নির্ব্বোধ, অতএব তাহার হস্ত হইতে নর্ম্মাণ্ডির অধিকার গ্রহণ করা নিতান্ত কঠিন হইবে না। উভয়ের মন এইরূপ হওয়াতে পরস্পর বিবাদের সূত্র সহজেই উপস্থিত হইল। উভয় ভ্রাতৃ সৈন্যে অনেক যুদ্ধ হইল এবং দিন দিন উইলিয়মেরই বিজয় হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এমত সময়ে সমুদায় ইউরোপখণ্ডে একটী অতি তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইল। রোম সাম্রাজ্য নাশের হেতুভূত নানা অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে তুরস্ক জাতীয়েরা অতি প্রধান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। তাহারা আল্টাই * পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে আগমন করত তত্তদ্দেশ প্রচলিত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সমুদায় আসিয়িক তুরস্ক অধিকার করিয়া লয়। যাহারা কোন নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগের যেমন উৎসাহ হয়, যাহারা পুরুষানুক্রমে সেই ধর্ম্মের শাসন মানিয়া আসিতেছে তাহাদিগের তত উৎসাহ হয় না। নব মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী তুরস্কেরা জুডিয়া দেশ জয় করিয়া তথাকার খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রিকদিগের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। পীটর নামক একজন সন্ন্যাসী জুডিয়া প্রদেশস্থিত খ্রীষ্টের সমাধিস্থান প্রভৃতি তীর্থদর্শন করিয়া ইউরোপে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তুরস্কদিগের ঐ সকল অত্যাচারের বিবরণ

* তাতার দেশের উত্তরসীমাবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী।

ব্যক্ত করিয়া দিলেন। বিধর্ম্মীদিগের হস্ত হইতে আপনাদিগের তীর্থস্থান মুক্ত করিতে কোন্ ধর্ম্মপরায়ণ জাতির সম্যক্ ইচ্ছা না হয়? বিশেষতঃ পোপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'জগদীশ্বর স্বয়ং এই যুদ্ধের প্রবর্ত্তক—অতএব এই ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইবে এবং পরিণামে স্বর্গ সুখলাভেরও উপায় হইবে।' ইউরোপখণ্ড তখন অনন্যকর্ম্মা সংগ্রামলোলুপ যুদ্ধবীরে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাতে আবার ধর্ম্মশাস্তার এই প্ররোচনাদেশ হইল; অতএব অতি অল্পকাল মধ্যেই সহস্র সহস্র যোদ্ধা নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া কতক পাদচারে, কতক পোতারোহণে জুডিয়া প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। এই জৈত্র যাত্রাকে 'ক্রুসেড' * বলে।

নর্ম্মাণ্ডির ডিউক রবার্ট, যেরূপ অপরিণামদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত এবং রণোন্মত্ত ছিলেন, তাহাতে তিনি যে সর্ব্ব প্রথমেই ক্রুসেডে গমন করিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইবেন তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে। কিন্তু তেমন দূরদেশে যাইতে হইলে সমধিক অর্থ সম্বলের প্রয়োজন হয়। অমিতব্যয়ী রবার্টের কিছুমাত্র ধন-সম্পত্তি ছিল না। তিনি দেশের রাজাছিলেন বটে, কিন্তু কখন কখন তাঁহার এমন দশা উপস্থিত হইত যে, ভৃত্যেরা এক একজন করিয়া রাত্রিকালে তাঁহার সকল পরিধেয়গুলি চুরি করিয়া লইত; প্রাতঃকালে পরিধান করিয়া শয্যা হইতে বাহির হন এমত বস্ত্র খণ্ডও তাঁহার থাকিত না। সুতরাং রবার্টের অর্থ প্রয়োজন হওয়াতে তিনি ইংলণ্ডপতি উইলিয়মের নিকট আপন অধিকার সমস্ত বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ করিলেন। উইলিয়ম, ইংলণ্ড এবং নর্ম্মাণ্ড উভয় দেশেই রাজ্য করিতে লাগিলেন। একদা উইলিয়ম মৃগয়া করিতেছেন এমত সময়ে 'ওয়াট টিরেল' নামক এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত শর দৈবাধীন কোন বৃক্ষে লাগিয়া প্রতিহত হইয়া একেবারে রাজার হৃদয় বিদীর্ণ করিল। কেহ কেহ বলেন যে, 'ওয়াট টিরেল' বুদ্ধিপুর্ব্বকই এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন—উহা দৈবাধীন হয় নাই।

যাহাহউক, উইলিয়মের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র তাঁহার অনুজ 'হনরী' রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি তৎকালপরিজ্ঞাত বিবিধ বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই হেতু লোকে তাঁহাকে 'সুপণ্ডিত' উপাধি

---

* যোদ্ধ্‌গণ স্ব স্ব অঙ্গাবরণে ক্রুসের (+) চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া যৈত্রযাত্রার ঐ নাম হইয়াছিল।

প্রদান করিয়াছিল। ইনি আপন পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় সাক্সন প্রজাবর্গের উৎপীড়ন না করিয়া যাহাতে উহারা সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করে এমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ নর্ম্মাণ্ডির ডিউক 'রবার্ট' জুডিয়া হইতে প্রত্যাগমন করত নিজ রাজ্যের অধিকার গ্রহণ করিলে পর ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গের প্রতিই ইহাঁর বিশিষ্ট স্নেহ এবং সদ্ভাব হইল। ইনি সাক্সনদিগের পূর্ব্ব রাজবংশীয়া মাটিল্‌ডা নাম্নী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে সাক্সনেরা আর আপনাদিগকে পরকীয় রাজার অধীন বলিয়া ভাবিল না—অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া হনরীর সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল। হনরী ঐ সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রবার্টের প্রতি যুদ্ধোদ্যম করিলেন। প্রথম উদ্যমে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। দ্বিতীয় উদ্যমে আর সন্ধি হইল না। রবার্ট যুদ্ধে ধৃত হইয়া ইংলণ্ডের কোন দুর্গ মধ্যে যাবজ্জীবন নিরুদ্ধ রহিলেন। হনরী সমুদায় নর্ম্মাণ্ডি এবং ইংলণ্ডের উপর একাধিপত্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তিনি শেষ দশায় অত্যন্ত মনোবেদনা পাইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সমুদ্রমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে, আপনি একদা অতি ভোজন দ্বারা পীড়াগ্রস্থ হইয়া পরলোক গমন করেন। হনরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভাগিনেয় 'ষ্টেফেন' রাজাসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের অন্তর্গত 'আঞ্জু' প্রদেশের অধিপতি হনরী নামা মৃত মহীপতির দৌহিত্রও সেই সময়ে মাতামহের সিংহাসন গ্রহণার্থে যত্নবান হয়েন। উভয় পক্ষে অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে প্রতিদ্বন্দীদিগের মধ্যে সন্ধিবন্ধন হইয়া এই নিয়মাবধারণ হইল যে, হনরী এক্ষণে যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিবেন; কিন্তু বয়োধিক ষ্টেফেনের মৃত্যু হইলে তিনিই রাজাসন পাইবেন। ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টেফেনের মৃত্যু হইল এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে হনরী ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। ইনিই 'প্লাণ্টাগেনেট' * বংশের প্রবর্ত্তক। অতএব ইহাঁকে 'হনরীপ্লাণ্টাগেনেট,' পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হনরী বলা গিয়া থাকে। তৎকালে হনরীর তুল্য প্রতাপশালী মহীপাল আর কেহই ইউরোপে ছিলেন না। ইংলণ্ড এবং নর্ম্মাণ্ডী তাঁহার মাতামহ রাজ্য, আঞ্জু পৈতৃক অধিকার, এবং ফ্রান্সের আরও অনেকানেক প্রদেশ বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার অধিকৃত হয়। এই

---

* হনরীর পিতা বৃক্ষবিশেষের পত্র দ্বারা আপন শিরস্ত্রাণ শোভিত করিতেন বলিয়া তিনিই প্রথমে এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

সকল ব্যতিরিক্ত তিনি অস্ত্রবলে 'আয়র্লণ্ড' দ্বীপ জয় করেন; 'স্কটলণ্ডের' রাজাকে বন্দী করিয়া আনিয়া অধীনতা স্বীকার করান, এবং ওয়েলসের অধিপতির স্থানে নিয়মিতরূপ কর লয়েন। কিন্তু এমত প্রতাপশালী হইয়াও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

বিজেতা উইলিয়মের ইংলণ্ডে আগমন হওয়া অবধি ধর্ম্মশাস্তা পোপ তদ্দেশে আপন আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছিলেন। তখন ইউরোপের সর্ব্বত্রই যাজকদিগের সমূহ ভূম্যধিকার ছিল। ঐ ভূম্যধিকার রাজদত্ত, সুতরাং তজ্জন্য যাজকবর্গকে রাজার অধীন থাকিতে হইত। কিন্তু যাজকেরা ক্রমে ক্রমে রাজশক্তির উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনারা যে, কেবল ধর্ম্মশাস্তা পোপেরই অধীন, এইভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা ইহাও বলিয়া উঠিলেন যে, আমাদিগের উপর রাজার কোন শক্তিই নাই। যদি কোন যাজক কোন দুষ্কর্ম্ম করে, রাজা তাহার শাসন করিতে পারিবেন না। ফলতঃ যাজক সম্বন্ধীয় কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন প্রকার মোকদ্দমাতেই রাজার কোন হাত নাই—সেই সকল মোকদ্দমা পোপের নিযুক্ত বিচারপতিদিগের নিকটেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। হন্‌রী দেখিলেন যে, এরূপ হইলে পোপই তাঁহার রাজ্যের রাজা হইয়া উঠেন। অতএব যাহাতে ইহা না হইতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা এবং চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'বেকেট' নামা সামান্য-বংশোদ্ভব কিন্তু অতি বিচক্ষণ এবং প্রগাঢ় বিদ্যাবান কোন ব্যক্তি রাজার পক্ষ হইয়া, এই বিষয়ে অনেক তর্ক করিয়াছিলেন। হন্‌রী তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া কাণ্টরবুরীর আর্চ বিশপের * পদ শূন্য হইলে বেকেট্‌কে সেই পদে অধিরূঢ় করিলেন। কিন্তু বেকেট্ স্বয়ং ইংলণ্ডের প্রধান যাজক হইয়া আর পূর্ব্বরূপ রহিলেন না। পূর্ব্বে রাজার তোষামোদ এবং বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইতেন। এক্ষণে একেবারে ধার্ম্মিক চূড়ামণি ও পরম তপস্বী হইয়া বসিলেন। তাঁহার পদ পরিবর্ত্ত হওয়াতে মতিরও পরিবর্ত্ত হইল। তিনিও বলিয়া বসিলেন, যাজকদিগের বিচারে রাজার কোন হাতই নাই। হন্‌রী বেকেটের এইরূপ অন্যায়াচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং কথায় কথায়

---

* ইংলণ্ডের যাজকশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চপদ প্রাপ্ত ব্যক্তি আর্চবিশপ উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের আর্চবিশপ দুইজন, একজন ইয়র্ক নগরে, অপর ব্যক্তি কেণ্টপ্রদেশীয় প্রধান নগর কাণ্টরবুরীতে অবস্থিতি করেন। এতদুভয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতর।

এক দিন বলিয়া ফেলিলেন 'আমি কি হতভাগ্য! আমার এমন একটীও আত্মীয় ব্যক্তি নাই যে, এই পাজি যাজকের হাত হইতে আমাকে মুক্ত করে'। প্রভুদিগের কখন কাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নয়। সহজেই লোকে তাঁহাদের মন বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে চাহে, আবার যদি তাঁহারা কাহারও প্রতি স্পষ্টরূপে আন্তরিক বৈরক্তি প্রকাশ করেন, তবে সেই ব্যক্তির রক্ষা হওয়া ভার। হনরীর পারিষদ চারি জন তাঁহার প্রমুখাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত কথা শ্রবণমাত্র আর কালবিলম্ব না করিয়া কাণ্টরবুরী নগরে আগমন করত বেকেটকে হত্যা করিয়া ফেলিল। বেকেট্ পরম ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন; অতএব তাঁহার হত্যায় দেশের অমঙ্গল শঙ্কা করিয়া সকল লোকে হাহাকার করিতে লাগিল। বেকেট সাধুমধ্যে * পরিগণিত হইয়া 'সেণ্ট টমাস' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং হনরীকে তাঁহার বধের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। তিনি রাজধানী লণ্ডন নগর হইতে অনাবৃত পদে কাণ্টরবুরী নগর পর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং সেণ্ট টমাসের মঠধারী সন্ন্যাসিগণ তাঁহার পৃষ্ঠে অশীতিবার বেত্রাঘাত করিল। হন্‌রী যত দিন এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াছিলেন, তাবৎকাল ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গ মহাশঙ্কান্বিত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মশাস্তা পোপ, মহারাজকে অভিশপ্ত করিবেন, এই ভয় দেখাইয়া রাখিয়াছিলেন।

হন্‌রীর আর এক মহা অসুখের কারণ তাঁহার রাজ্ঞীর ও তদ্গর্ভজাত সন্তান-দিগের দুর্ব্বৃত্ততা। ইহাঁর পুত্রেরা প্রথমে পরস্পর বিবাদ করিয়া পরিশেষে পিতার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করে। সেই দুঃখে, বিশেষতঃ প্রিয়পুত্র 'যন'ও সেই বিদ্রোহে মিলিত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া হন্‌রী অত্যন্ত মনোবেদনায় অত্যল্প কাল মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় হনরীর চারিপুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দুইজন পিতৃবর্ত্তমানেই লোকান্তর-গত হন। অবশিষ্ট দুইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'রিচার্ড' পিতৃ সিংহাসন অধিকার করিলেন। রিচার্ড অত্যন্ত বলবান, বিক্রমশালী, এবং সাহসী পুরুষ ছিলেন। তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে 'সিংহমনা' উপাধি প্রদান করিয়াছিল। ইহাঁর প্রধান

---

* অতি ধর্ম্মশীল কোন ব্যক্তির তিরোভাব হইলে রোমান কাথলিক যাজকেরা তাঁহাকে সেণ্ট অর্থাৎ সাধু উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা স্বজাতীয় তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে পীর বলিয়া সম্মান করেন।

কীর্ত্তি সহস্র য়িহুদীয় * লোকের প্রাণ বধ করা এবং ক্রুসেডে গমন করিয়া তাৎকালিক মুসলমান মহীপতি "সালে উদ্দীনের" সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করা †। অনন্তর জুডিয়া হইতে স্থলপথে প্রত্যাগমন কালে ইনি অষ্ট্রিয়ার ডিউক ‡ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হয়েন এবং পরে তাঁহার প্রজাগণ নিষ্ক্রয়স্বরূপে যথেষ্ট অর্থদান করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনে। রিচার্ড স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া স্বল্পকাল মধ্যেই ফরাশিদেশে সামান্য একটী যুদ্ধে নিহত হন।

রিচার্ডের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'যন' সিংহাসনারোহন করিলেন। যন অতিশয় মূর্খ এবং দুষ্টস্বভাব ছিল। ফ্রান্সের রাজা 'ফিলিপ,' § যনের অক্ষমতা দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন যে, এই সুযোগে ফ্রান্সের মধ্যে ইংলণ্ডাধিপের যত অধিকার আছে, সমুদায় আপনার হস্তগত করিবেন। এই পরামর্শ করিয়া তিনি যনের ভ্রাতুষ্পুত্র 'আর্থরকে' ইংলণ্ডের যথার্থ রাজা বলিয়া স্বীকার করত নর্ম্মাণ্ডি প্রভৃতি তাবৎ দেশ আক্রমন করিয়া আপন অধিকারসম্ভুক্ত করিলেন। প্রজাগণ যনকে 'ভূমিশূন্য' এই উপাধি প্রদান করিয়াছিল। ফলতঃ ফ্রান্সে 'যনের' অতি অল্প মাত্র স্থানই অধিকৃত রহিল। কিন্তু তিনি 'আর্থরকে' রণবন্দী করিতে পারিয়া ঐ শিশুর প্রাণবধ করিলেন।

যনের বিবিধ অত্যাচারে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারিগণ উত্যক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে 'মাগ্নাচার্টা' নামক প্রসিদ্ধ আধিকৃতিক পত্রীতে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। ¶ এই মাগ্নাচার্টা ইংরাজদিগের মহামান্য ব্যবস্থা। ইহা দ্বারা প্রজামাত্রের স্বাধীনতা নির্দ্দিষ্ট হইল,—রাজা সাধারণী সভার অনভিমতে প্রজাদিগের স্থানে কর সংগ্রহ করিতে পারিবেন না ইহাও নিরূপিত হইল,—আর অনেক লোকে অনেক

* য়িহুদীয়েরা খৃষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নষ্ট করে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা অনেকে ধনশালী হয়, এই দুই কারণে স্বধর্ম্মপরায়ণ ও ধনলোলুপ পূর্ব্বতন খৃষ্টানেরা তজ্জাতীয় লোকের-প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ করিত।

† ভারতবর্ষে এইটি পৃথ্বীরাজ এবং মহম্মদ ঘোরির সময়।

‡ অষ্ট্রিয়াদেশ পূর্ব্বে এক্ষণকার ন্যায় প্রবল ছিল না—বর্ত্তমান হাপ্সবর্গ বংশীয় রাজারা ইহাকে সাম্রাজ্য করিয়া তুলিয়াছেন এবং আপনারাও সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

§ ইনি অতিশয় বিচক্ষণ সদাশয় এবং প্রতাপান্বিত হইয়া অগষ্টস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

¶ ভারতবর্ষের সম্রাট আলতমাসের সময়।

প্রকার বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। ফলতঃ এই মহতী আধিকৃতিক পত্রী প্রস্তুত করা—ইহাকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করা—এবং ইহার পরিপক্কতা সম্পাদন করাই * যে, ইংরাজ জাতির চিরস্মরণীয় অদ্বিতীয় কীর্ত্তি, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

যন মূর্খতা করিয়া পোপের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাতে পোপ তাহার রাজ্য, ফ্রান্সরাজ ফিলিপকে অর্পণ করেন। যন তাহাতে ভীত হইয়া পুনর্ব্বার পোপের শরণাপন্ন হইল এবং বর্ষে বর্ষে তাঁহার নিকট কর প্রদান করিতে স্বীকার করিল। তদনন্তর পোপ তাহাকে নির্ভয় করিলেন এবং ফিলিপকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন। যন এইরূপ নীচতা এবং দুষ্টতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্র তৃতীয় হন্‌রী সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি সুশীল এবং ধর্ম্মকর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; কিন্তু ইহাঁর মন নিতান্ত নিস্তেজ ছিল। ইনি কাহারও পরামর্শ ব্যতিরেকে স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কোন কর্ম্মই করিতে পারিতেন না। প্রথমে তাঁহার ভগিনীপতি আর্ল অব্ পেম্ব্রোক নামা একজন প্রধান ভূম্যধিকারী সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যত দিন ইনি জীবিত ছিলেন তত দিন রাজ্যপালন নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু পেম্ব্রোকের পর অনেকে হনরীর পরামর্শী হইতে লাগিল। কেহ বা ভূম্যধিকারীদিগের সম্পত্তির প্রতি লোভ করাতে তাহাদিগের বিষ নয়নে পড়িল, কেহ বা ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হওয়াতে লোকের নিকট ধিক্কার প্রাপ্ত হইল, আর কেহ বা নিজ আত্মীয়বর্গের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া রাজকর্ম্মের বিতরণ আরম্ভ করাতে রাজকর্ম্মচারীদিগের মনে অতি প্রবলতর ঈর্ষা জন্মাইতে লাগিল। এইরূপে রাজ্যশাসনের যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে পরিশেষে রাজার বিধবা-ভগিনী পরিণেতা মণ্টফোর্ড নামা ফ্রান্সদেশীয় ভূম্যধিকারী ইংলণ্ডে আগমন করিয়া লীশেষ্টর † নাম পরিগ্রহ করত রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। লীশেষ্টর কখন রাজপক্ষ হইয়া ভূম্যধিকারীবর্গের দমন করিতে লাগিলেন—কখন বা ভূম্যধিকারী-

* ইংলণ্ডের রাজগণ অন্যূন ১৮ বার এই আধিকৃতিক পত্রী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

† ভূম্যধিকারীবর্গের প্রচলিত নাম তাঁহাদিগের অধিকারের নামানুসারে হইয়া থাকে।

বর্গের পক্ষতাবলম্বন করিয়া রাজশক্তি হরণ করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সাধারণ প্রজাবর্গের সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে রাজশক্তির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিতে থাকিলেন। লীশেষ্টরের যত্নেই ইংলণ্ডে 'হৌস অব কমন্স' নামক সভার প্রথম সৃষ্টি হয় (১২৬৫ খৃঃ) *। ইহার পূর্ব্বে কেবল প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী এবং যাজকবর্গ সাধারণী সভাস্থলে অবস্থান প্রাপ্ত হইতেন। এক্ষণে নাগরিক ও পল্লীগ্রামনিবাসী প্রজারাও "পার্লিয়ামেণ্ট" সভাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল।

লীশেষ্টরের যত্নেই এই মহৎকার্য্য সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু এত করিয়াও তিনি সকলের প্রিয় হইতে পারেন নাই। তিনি যে, তাহাদিগের রাজা ও রাজপুত্রকে বন্দীপ্রায় করিয়া রাখিয়াছিলেন, লোকে তাহাই দেখিল; তাঁহার দ্বারাই যে ভাবী মঙ্গল-গ্রাম দর্শনের প্রথম সোপান হয়, কেহই তাহা বিবেচনা করিল না। ফলতঃ সকল প্রধান লোকেরই এই এক মহৎ দুঃখ ভোগ করিতে হয় যে, তাঁহারা যাহাদিগের উপকারের নিমিত্ত যাবজ্জীবন চেষ্টা করেন, তাহারা প্রায়ই তাঁহাদিগের প্রতি বিরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কারণ মনুষ্যের কৃতঘ্নতা দোষ নহে। প্রধান ব্যক্তিরা স্বভাবতঃই দূরদর্শী হইয়া পরিণামে কিরূপে লোকের উপকার দর্শিবে, ইহাই চিন্তা করেন; অদূরদর্শী জনসাধারণ তাঁহাদের কার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে।

রাজপুত্র এড্‌ওয়ার্ড, পিতার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি কৌশলপূর্ব্বক একদা লীশেষ্টরের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ত্বরায় সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং সম্মুখ সংগ্রামে † লীশেষ্টরকে নিহত করিয়া পুনর্ব্বার পিতাকে সিংহাসন স্থাপনে করিলেন। ১২৭২ খৃঃ অব্দে তৃতীয় হনরীর মৃত্যু হয়। সেই অবধি দিন দিন ইংলণ্ডের প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। নর্ম্মান্ এবং সাক্‌সন্ বলিয়া পূর্ব্বে প্রজায় প্রজায় যেরূপ বিদ্বেষভাব ছিল, তাহা প্রায় সকলই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ইংরাজেরা প্রবলতর হইয়া অপরাপর জাতির প্রতি বল প্রকাশের উপক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন।

* ভারতবর্ষের সম্রাট বল্বনের সময়।

† এভ্‌সামের যুদ্ধে।

তৃতীয় অধ্যায়।

[নর্ম্মান্ ও সাক্সনদিগের সম্মিলন—রোমানকাথলিক ধর্ম্মের প্রভাব—
এড্ওয়ার্ড প্রথম বা দীর্ঘবাহু—স্কটলণ্ড আক্রমণ—ওয়ালেস্—ক্রস্—
দ্বিতীয় এড্ওয়ার্ড—তৃতীয় এডওয়ার্ড—
ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ—ব্লাক্প্রিন্স।]

পূর্ব্বে দুই অধ্যায়ে বর্ত্তমান ইংরাজজাতির উৎপত্তির বিবরণ কথিত হইয়াছে। সাকসন এবং নর্ম্মানদিগের পরস্পর সম্মিলনেই প্রকৃত ইংরাজজাতির উৎপত্তি হয়। সেই সম্মিলনের প্রধান কারণ এই যে, ঐ দুই জাতির বাস্তবিক মূল ভিন্ন ছিল না। উভয়ই টিউটন্ জাতীয় লোক ছিল; সুতরাং তাহাদিগের আদিম ভাষা, আদিম ধর্ম্ম এবং আদিম রীতি, নীতি একপ্রকার হওয়াতে, উহারা সহজেই মিলিত হইতে পারিল। কিন্তু উক্ত জাতিদ্বয়ের একীকরণ যে অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হয়, তাহার আরও একটী কারণ ছিল। তাহা এই যে, ইংলণ্ডের রাজারা অতি অল্পকাল মধ্যেই পৈতৃক অধিকারচ্যুত হইয়া কেবল ইংলণ্ডকেই সার করিয়া থাকিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের এবং তজ্জাতীয় কুলীন ভূম্যধিকারিগণের সন্তান সন্ততি ইংলণ্ডে জাত, শিক্ষিত, এবং সাকসন অনুচর ও সহচরবর্গ পরিবেষ্টিত হওয়াতে অতি শীঘ্রই সাকসনদিগের প্রতি ঘৃণা দ্বেষ বর্জিত হইয়া উঠিল।

এতদ্ব্যতিরিক্ত রোমানকাথলিক ধর্ম্ম-প্রণালীর একটী সুমহৎগুণ এই যে, ইহার শাসনাধীন প্রায়ই জাতিভেদ জনিত বিদ্বেষভাব অধিক প্রবল হইতে পারে না। রোমান কাথলিকদিগের মতে যাজক মাত্রেই অন্য সর্ব্বব্যবসায়ী লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং কোন ব্যক্তি যতই নীচবংশোদ্ভব হউন না কেন, তিনি যাজকের ব্যবসায় গ্রহণ করিলেই সকলের পূজনীয় হন। রোমান কাথলিক যাজকেরা এইরূপে কেবল ধর্ম্মজ্ঞানের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে অন্য সকল লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রবল হইতে দিতেন না। যজমানেরা সকলেই সমান, যাজক মাত্রেই তাহাদিগের মাননীয়, সেই আসুরিক কালে এই সংস্কার প্রবল করাই রোমান কাথলিক যাজকদিগের শুভ উদ্দেশ্য ছিল। *

* ভারতবর্ষের বৌদ্ধেরাও ঐরূপ কতক চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু এদেশের গাঢ়তর মৌলিক বর্ণ বিভেদ তাহাদিগের সেই চেষ্টাকে যথাপরিমাণে ফলবতী হইতে দেয় নাই।

যাহা হউক, প্রকৃত ইংরেজজাতি জন্মগ্রহণ মাত্রেই চতুর্দ্দিকে আপনার প্রাবল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড তাঁহার পিতার ন্যায় অক্ষম পুরুষ ছিলেন না। তিনি লীসেষ্টরকে নষ্ট করিয়া পিতাকে সিংহাসনাধিপতি করেন এবং আপনি ধর্ম্মযুদ্ধে নির্গত হইয়া জুডিয়া প্রদেশে যান। পিতার লোকান্তর গমন বার্ত্তা তথায় শ্রবণ করিয়া এডওয়ার্ড স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রথমেই ওয়েলস প্রদেশ জয় করিয়া আপনার রাজ্যসম্ভুক্ত করিলেন। রাজ্ঞী * এই যুদ্ধের পর ওয়েলস প্রদেশে অবস্থান করত এক নবকুমার প্রসব করেন, এই জন্য এডওয়ার্ড আপন পুত্রকে প্রিন্স অব ওয়েলস উপাধি প্রদান করেন এবং সেই অবধি ইংলণ্ডের যুবরাজ মাত্রেই ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। ওয়েলস জয় হইবার পর এডওয়ার্ড, স্কটলণ্ড দেশও নিজ অধিকারসম্ভুক্ত করিবার মানস করিলেন। † ঐ সময়ে স্কটলণ্ডের রাজাসন শূন্য ছিল, কে রাজাধিকারী হইবে তাহার নিশ্চয়তা হয় নাই। প্রতিদ্বন্দিগণ এডওয়ার্ডকে মধ্যস্থ মানিলে পর তিনি বলিলেন, তোমাদিগের মধ্যে যে আমার নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে আমি তাহাকেই রাজ্য দিব। বেলিয়ল নামক এক ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু স্কটলণ্ডের প্রজাসমূহ আপনাদিগের জন্মভূমির অগৌরব সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা অত্যল্প কাল মধ্যেই বিদ্রোহ উত্থাপন করিল। এডওয়ার্ড সসৈন্যে গমন করত স্কটদিগকে দমন করিয়া আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। ইহার পর ফ্রান্সের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে তদ্দেশে গমন করিতে হইল। এই অবকাশে ওয়ালেস্ নামা সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা স্কটলণ্ডে আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে অতি অল্পমাত্র সহচর লইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রতি উদ্যমেই জয়লাভ

* এই রাজ্ঞীর নাম ইলিয়ানর ছিল। ইনি স্বামি-সমভিব্যাহারে জুডিয়া প্রদেশে গিয়াছিলেন এবং তথায় কোন মুসলমান এডওয়ার্ডের প্রাণ সংহারার্থ বিষাক্ত অস্ত্রদ্বারা তাঁহার শরীরে আঘাত করিলে, পতিব্রতা পত্নী নিজ জীবন প্রত্যাশা পরিহারপূর্ব্বক মুখদ্বারা ক্ষতভাগ চোষণ করিয়া স্বামীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহারও অমূল্য জীবনের কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

† ভারতবর্ষে এই সময় খিলিজি বংশীয় সম্রাটেরা দাক্ষিণাত্য অধিকার করিতেছিলেন।

হওয়াতে তাঁহার দল পুষ্ট হইতে লাগিল এবং এডওয়ার্ড ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া না আসিতে আসিতেই সমুদায় স্কটলণ্ড দেশ পুনর্ব্বার স্বাধীন হইয়া উঠিল। কিন্তু ইংলণ্ডরাজ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলে আর ওয়ালেসের প্রভুত্ব থাকিল না; স্কটদিগের সৈন্যগণ পরাভূত হইল। ওয়ালেস প্রথমতঃ ইতস্ততঃ পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কোন জঘন্যাধম ধনলুব্ধ বন্ধু কর্ত্তৃক এডওয়ার্ডের হস্তে সমর্পিত হইলে লণ্ডন নগরে আনীত ও বিদ্রোহী বলিয়া ঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। এই কার্য্যটী বীর প্রকৃতিক এডওয়ার্ডের নিতান্ত অযোগ্য হইয়াছিল।

কিন্তু আবার কিছুকাল পরে ব্রুস * নামা একজন বীর পুরুষ ওয়ালেসের পথাবলম্বী হইয়া নিজ জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধনার্থ পুনর্ব্বার যত্নবান হইলেন। এডওয়ার্ড তদ্দমনার্থ গমন করিয়া পথিমধ্যে লৌকিক লীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় এডওয়ার্ড রাজ্যাধিকারী হইয়া আপনার মূর্খতায় ব্রুসের নিকট † যুদ্ধে পরাভূত হইলেন এবং তাঁহার দুঃশীলা রাজ্ঞী ‡ ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূতঃ করতঃ রাজকার্য্যে অক্ষম বলিয়া বন্দীকৃত করিয়া রাখিল। পরিশেষে অবক্তব্য যন্ত্রণাসহকারে দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের প্রাণবধ হয়। ইহাঁর পুত্র তৃতীয় এড্ওয়ার্ড, পিতৃসত্ত্বেই রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যতদিন অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন তাবৎকাল তাঁহার মাতা ও তদুপপতি 'মর্টিমর' নামক একজন ভূম্যধিকারী সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পরে এডওয়ার্ডের পক্ষীয় ভূম্যধিকারিগণ মর্টিমরকে নষ্ট করিয়া রাজমাতাকে কারানিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এডওয়ার্ড প্রথমেই স্কটলণ্ড আক্রমণ করেন। সম্মুখ সংগ্রামে তাঁহার জয় হইল। কিন্তু তিনি নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবামাত্র স্কটলণ্ডের প্রজাগণ পুনর্ব্বার স্বাধীনতা গ্রহণ করিল। এদিকে ফ্রান্সের রাজাসন শূন্য ¶ হওয়াতে এড্ওয়ার্ড বলিলেন যে, আমার মাতা ফ্রান্সরাজ দুহিতা; অতএব আমিই ফ্রান্সের রাজ্যাধিকারী

* আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল লর্ড এলগিন বাহাদুর এই মহানুভবের বংশসম্ভূত।
† বানকবর্ণের যুদ্ধ।
‡ ফ্রান্সরাজ চতুর্থ ফিলিপের দুহিতা ইসেবেলা।
¶ চতুর্থ চার্লসের মৃত্যুর পর।

হইব। কিন্তু ফরাসীদিগের দেশীয় ব্যবস্থানুসারে * স্ত্রীলোক মাত্রেরই রাজাসনে অধিকার ছিল না। ইংলণ্ডরাজ ঐ ব্যবস্থা মানিলেন না, কিন্তু ফরাসীরা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া 'ভালোয়া' বংশীয় 'ফিলিপ' † নামক প্রকৃত রাজ্যাধিকারী-কেই রাজাসন প্রদান করিল। এইরূপে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে বহুকালস্থায়ী বিবাদের প্রথম সূত্রপাত হয়। এডওয়ার্ড ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সরাজ্য আক্রমণ করিয়া 'ক্রেসী' নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট একদা তুমুল সংগ্রাম করেন। তাহাতে ত্রিংশৎ সহস্র ইংলণ্ডীয় সৈন্য কর্ত্তৃক লক্ষাধিক ফরাসী সেনা পরাভূত হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রথমে কামানের ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জয় কামানের গুণে অথবা লৌহবর্ম্মধারী অশ্বারোহ ভূম্যধিকারী সৈনিকগণের বিশেষ বিক্রমে হয় নাই। অশ্বারোহ সৈন্য ফরাসী-দিগেরও যেমন সাহসিক, রণদক্ষ এবং বিক্রমশালী ছিল, ইংরাজদিগেরও তদ্রূপই ছিল। কিন্তু ফরাসী পাদাত সৈন্যে এবং ইংলণ্ডীয় পাদাত সৈন্যে অনেক প্রভেদ হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় সাধারণ প্রজাগণ আর তাহাদিগের ভূম্যধিকারিবর্গের 'নিতান্ত দাসস্বরূপ' ছিল না। উহারা স্বাধীনতার সুখভোগ করিয়া স্বদেশের হইয়াই যে যুদ্ধ করিতেছে এমত ভাবিতে লাগিল; সুতরাং প্রাণপণ করিয়া সংগ্রাম করিল। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের যুবরাজও বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। তিনি সচরাচর ঘোর তিমিরবর্ণ বর্ম্মধারণ করিতেন; এই হেতু সকলে তাঁহাকে ব্ল্যাক্‌প্রিন্স (কৃষ্ণকুমার) উপাধি প্রধান করিয়াছিল। যখন ফরাসি এবং ইংরাজ সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে এবং ব্ল্যাক্‌প্রিন্স সকলের অগ্র-বর্ত্তী সৈন্যচয় লইয়া সংগ্রাম করিতেছেন, তখন এক জন সৈনিক পুরুষ রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া 'মহারাজ! রাজকুমারের সাহায্যার্থে কিছু সৈন্য প্রেরণ করুন' এই বলিয়া ব্যগ্রতাপূর্ব্বক অনুরোধ করিলে রাজা বলিলেন 'কেন আমার পুত্র জীবিত আছে ত?' ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল 'হাঁ, তিনি কুশলে আছেন—কিন্তু সংগ্রাম অতিশয় ভয়ঙ্কর হইতেছে।' রাজা বলিলেন 'তবে আর অধিক সৈন্যের প্রয়োজন নাই, যুবরাজকে বল যে, তাঁহাকে এই যুদ্ধেই 'নাইট্‌' উপাধি গ্রহণের যোগ্যতা দর্শাইতে হইবে। 'ব্ল্যাক্‌প্রিন্স' বিনা সহায়-

* ইহাকে 'শালিক্‌ল' বলে।

† ইহাঁকে ষষ্ঠ ফিলিপ বলে এবং ইনি ৪র্থ চার্লসের পুল্লতাত পুত্র ছিলেন।

তাতেই যুদ্ধবিজয় করিলেন। এই যুদ্ধের পর এডওয়ার্ড কালিস * নগর অবরোধ করেন। নাগরিকেরা একাদশ মাস তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে। পরে যখন তাহারা নিতান্ত অক্ষম হইয়া তাঁহার নিকট শরণ প্রার্থনা করিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির প্রাণ-নাশ না করিলে আমি ক্ষান্ত হইব না।" মহাত্মা 'য়ুষ্টেস্‌ডি সেণ্ট পীয়র,' প্রথমেই নিজ জীবন দানপূর্ব্বক নাগরিকবর্গের নিষ্কৃতিসাধনে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া আরও কতিপয় উদার চরিত ব্যক্তি স্ব স্ব গলদেশে শৃঙ্খল বন্ধনপূর্ব্বক এড্‌ওয়ার্ডের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এডওয়ার্ড উহাঁদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, এমত সময়ে রাজমহিষী 'ফিলিপা' স্বামীর পদাবনত হইয়া তাঁহার স্থানে ঐ ব্যক্তিদিগের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। রাজা সেই গুণবতী ধর্ম্মপত্নীর করুণপ্রার্থনায় অসম্মত হইতে পারিলেন না। নাগরিকদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং কালিস্ নগরে আপন সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া উহা আপন অধিকার সম্ভুক্ত করিলেন।

যে সময়ে ফ্রান্সে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল সেই কালে ফ্রান্সের মিত্র রাজা, স্কটলণ্ডের অধিপতি, উত্তরদিক্ হইতে ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী অবিলম্বে সসৈন্যে গমন করিয়া তাঁহাকে পরাভূত ও বন্দীকৃত করিয়া আনিলেন। এডওয়ার্ড ব্ল্যাক্‌প্রিন্সের হস্তে ফ্রান্সের যুদ্ধকার্য্য সমর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। এবং ইহার অত্যল্পকাল মধ্যে ফ্রান্সরাজ ফিলিপের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা 'যন' তদ্দেশের সিংহাসনারোহণ করিলেন। যনের সহিত ব্ল্যাক্‌প্রিন্সের একটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। তাহাতেও অত্যল্প ইংরাজ-সৈন্য কর্ত্তৃক তাহার পঞ্চগুণ ফরাসী সৈন্য 'পইটীয়র্স' গ্রামের নিকট সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ফ্রান্সরাজ স্বয়ং ধৃত হইয়াছিলেন। সুশীল 'ব্ল্যাকপ্রিন্স' বন্দীকৃত রাজাকে সবিশেষ গৌরব করিয়া তাঁহাকে পিতৃসদনে আনয়ন করিলেন। অতএব স্কটলণ্ড এবং ফ্রান্স দুই দেশের দুইজন রাজা তখন ইংলণ্ডে বন্দীভূত হইয়া রহিলেন। ব্ল্যাকপ্রিন্স ইহার কিছুকাল পরে স্পেন দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং 'নাজারার' যুদ্ধে জয়ী হইয়া শরণাপন্ন স্পেনীয় ভূপতিকে তাঁহার সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু স্পেনে গিয়াই যুবরাজ

* ডোবর প্রণালীর তীরবর্ত্তী কালিস্ (কালে) নগর।

পীড়াগ্রস্ত হন এবং অচিরকাল মধ্যে লৌকিক লীলা সম্বরণ করেন। এডওয়ার্ড তাদৃশ গুণশালী সুধার্ম্মিক পুত্রের মরণে মর্ম্মান্তিক দুঃখানুভব করিয়া ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

ইংরাজেরা এডওয়ার্ডের সময়ে যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, উহাদিগের দ্বারা পুনর্ব্বার সমুদায় ইউরোপে রোমকাধিকারের ন্যায় একাধিপত্য সংস্থাপিত হইতে পারিত। তৎকালে তাহারা বল ও বুদ্ধি উভয়েতেই প্রধান হইয়াছিল। "চসর" নামক মহাকবি ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কাব্য রচনা করেন। "উইক্লিফ্" নামক অপর এক ব্যক্তি রোমানকাথলিক ধর্ম্মপ্রণালীর দোষাদ্ঘোষণ করিয়া 'বাইবলের' কিয়দংশ ইংরাজিতে অনুবাদিত করেন। ইহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের আদালতে ফরাসী ভাষার ব্যবহার হইতে, এক্ষণে তাহা রহিত হয়। অতএব এই সময়ই ইংরাজদিগের বল, বিক্রম, শিল্পনৈপুণ্য এবং কাব্যশাস্ত্রাদি রচনার প্রথম অভ্যুদয় কাল। কিন্তু অন্তর্ব্বিবাদেই উহাদিগের সমস্ত বল পর্য্যবসিত হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহারা যেরূপ উদ্যম করিয়া উঠিয়াছিলেন, ইউরোপ খণ্ডে তদনুরূপ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিলেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

[২য় রিচার্ড—ওয়াটটাইলর—৪র্থ হেন্‌রী—৫ম হেন্‌রী—ষষ্ঠ হেন্‌রী—
গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধ—৪র্থ এডওয়ার্ড—৫ম এডওয়ার্ড—
৩য় রিচার্ড—টিউডর বংশ।]

তৃতীয় এডওয়ার্ডের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ তিন জন পিতা থাকিতেই লোকান্তর গমন করেন। তন্মধ্যে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ ব্লাক্‌প্রিন্সের এক পুত্র এবং তৃতীয় পুত্র লাইওনেলের এক কন্যা সন্তান থাকে। ব্লাক্‌প্রিন্সের পুত্র দ্বিতীয় রিচার্ড নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক পিতামহ রাজ্যে রাজা হইলেন। এবং তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত চতুর্থ খুল্লতাত 'ডিউক অব লাঙ্কাষ্টর' রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

রিচার্ডের রাজ্যকালে ইংলণ্ডের সাধারণ প্রজাগণের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উত্থাপিত হইয়াছিল। তাহার মূল কারণ এই যে, রাজা ও ভূম্যধিকারী সকলেই উহাদিগের পীড়ন করিতেন। পূর্ব্বে সাক্সনদিগের মধ্যে কৃষকগণ যে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হয় নাই। কোথাও

কোথাও ভূম্যধিকার বিক্রয় কালে সেই ভূমিনিবাসী কৃষকেরাও বিক্রীত হইত এবং নাগরিকেরা কোন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর শরণাপন্ন হইয়া না থাকিলে তাহাদিগের প্রতিও যথেষ্ট অত্যাচার হইত। কিন্তু ইংলণ্ডের বাণিজ্যবিস্তার হওয়াতে জনসাধারণের মধ্যে ধন ও বিবিধবিষয়জ্ঞতার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা আর দাসত্বদশায় পরিতুষ্ট থাকিতে পারিল না। উল্লিখিত বিদ্রোহের ইহাই প্রকৃত কারণ বটে; কিন্তু অপর একটী ব্যাপার উপস্থিত হওয়াতেই ইহা তৎকালে উদ্রিক্ত হয়। তখন ইংলণ্ডে কর আদায় করিবার এই রীতি ছিল যে, পার্লিয়ামেণ্ট সভার অনুমতিক্রমে কোন কর নির্দ্দিষ্ট হইলে রাজা আপনার লোক দিয়া ঐ কর আদায় করিতেন না। তহশীলদারদিগের স্থানে ইচ্ছানুরূপ পণ লইয়া ঐ কারাদায়ের ভার তাহাদিগেরই হস্তে সমর্পণ করিতেন। এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের মতে একটী 'পোল টাক্স' * নিরূপিত হইয়াছিল। ঐ পোল টাক্সের তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চদশবর্ষের অধিক বয়স্ক পুরুষমাত্রকেই সমপরিমাণে কর প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে কর নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত অন্যায্য। কারণ ইহাতে আঢ্য এবং দুঃস্থ সকল প্রজাকেই তুল্যমূল্য করা হয় এবং তাহা করিতে গেলেই দুঃখী লোকের সমূহ কষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, ঐ পোল টাক্সের আদায় হইবার সময়ে সকলেই মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু মুখে কেহই কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। এমত সময়ে 'ওয়াট' নামক এক ব্যক্তির নিকট উক্ত কর আদায়ের নিমিত্ত যাইলে সে আপনার নিমিত্ত যথোচিত কর প্রদান করিয়া বলিল "আমি বই আর আমার বাটীতে পুরুষ নাই; আমার পরিবারে কেবল একটী কন্যা সন্তান মাত্র।" করাদায়ী কহিল "কৈ তোমার সে কন্যা কোথায়? আমি দেখিতে চাই।" ওয়াট তৎক্ষণাৎ আপন যুবতী কন্যাকে বাহির করিয়া দেখাইল। কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া বলিল, এইটী স্ত্রীলোক কি পুরুষ তাহা বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক। এই বলিয়া সে ঐ যুবতীর বস্ত্রহরণের উদ্যম করিলে পিতা ক্রোধসম্বরণে অসমর্থ হইয়া তাহার মস্তকে মুদ্গার প্রহার করিলেন। এক আঘাতেই দুরাত্মার পঞ্চত্ব হইল।

* হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি 'জিজিয়া' নামক যে কর আরঙ্জেব (ঔরংজেব) ও অন্যান্য মুসলমান বাদসাহদিগের দ্বারা নিরূপিত হইত তাহার প্রকৃতি এইরূপ। ব্রহ্মদেশে এবং অন্যান্য দেশেও এইরূপ মাথা গুনিয়া করগ্রহণ প্রচলিত ছিল।

ওয়াটের প্রতিবাসিগণ এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সকলেই তুষ্ট হইল এবং তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত না হইতে হয়, এই অভিপ্রায়ে তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কতিপয় দিবস মধ্যেই নানা অস্ত্র শস্ত্রধারী সহস্রাধিক ব্যক্তি ওয়াটের দলে নিবিষ্ট হইল। তখন তিনি প্রজাসাধারণের যাবতীয় দুঃখ এক ঘোষণাপত্রীতে লিপিবদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিয়া দিলেন এবং আপনি লণ্ডন নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা আপন মন্ত্রিবর্গ সমবেত হইয়া ওয়াটের সমক্ষে উপনীত হইলে সে অগ্রসর হইয়া রাজাকে আপনাদিগের তাবৎ দুঃখবিবরণ বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। ওয়াট সাহস প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব সে মুক্তকণ্ঠে রাজার ও ভূম্যধিকারিবর্গের দৌরাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে হস্তোত্তোলনাদি বাগ্মি-সমুচিত অঙ্গভঙ্গীও করিতে আরম্ভ করিল। তাহার অশিষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া একজন রাজপারিষদ্ হঠাৎ তাহার প্রতি আক্রমণ করিলেন এবং অবিলম্বে সকলে মিলিয়া তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। প্রজাগণ তদ্দর্শনে মহা কুপিত হইল এবং রাজা স্বয়ং সাতিশয় প্রত্যুৎপন্ন-মতির কার্য্য না করিলে, বোধ হয় অতি ভয়ঙ্কর অনর্থ ঘটিত। কিন্তু রিচার্ড, ওয়াটের মৃত্যুদর্শন মাত্র প্রজাদিগের নিকটে ধাবমান হইয়া গেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "হে প্রকৃতিবর্গ। তোমাদিগের নায়ক হত হইলেন বলিয়া তোমরা দুঃখিত হইও না, আমি স্বয়ং তোমাদিগের পরিচালকতা গ্রহণ করিলাম, এবং যাহাতে তোমাদিগের সকল দুঃখ বিমোচন হয় অবশ্যই এমত করিব।" জনগণ রাজার এইবাক্যে তুষ্ট হইয়া ওয়াট টাইলরকে বিস্মৃত হইয়া গেল এবং "মহারাজের! জয় মহারাজের জয়!" এই বলিতে বলিতে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। রিচার্ড, পার্লিয়ামেণ্টের অভিমত করাইয়া প্রজাসাধারণের প্রতি দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ কতকগুলি ব্যবস্থা নিরূপিত করিলেন। প্রজাবর্গ তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিল। ঐ সময়ে রিচার্ডের বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ মাত্র হইয়াছিল; সুতরাং সকলেই অনুমান করিল, যখন তরুণ বয়সেই রাজার এমত বুদ্ধি, তখন বয়োধিক হইলে ইনি একজন প্রধান ব্যক্তি হইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার ঠিক বিপরীতই ঘটিয়া উঠিল। রিচার্ডের যত বয়স বাড়িতে লাগিল, তিনি ততই দুষ্টাচার এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইলেন। প্রজামাত্রেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ তিনি অনেকানেক

ভূম্যধিকারীকে বিবাসিত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তাঁহার খুল্লতাত লাঙ্কাষ্টরের পুত্র হন্‌রীও অকারণে নির্ব্বাসিত হন। একদা রিচার্ড, আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ দমনার্থ তদ্দেশে গমন করিলে, হন্‌রী ঐ সুযোগে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। অনেকানেক ভূম্যধিকারী তাঁহার সহিত মিলিত হইল—রিচার্ডের সৈন্যগণও সেই পক্ষ আশ্রয় করিল—এবং তিনিও অত্যল্পকাল মধ্যে হন্‌রীর করকবলিত হইয়া পড়িলেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার সদস্যগণ একমত হইয়া অনতিকাল মধ্যে রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হন্‌রীকে রাজপদাভিষিক্ত করিল। রিচার্ড কোন উপদুর্গ মধ্যে নিরুদ্ধ রহিলেন। * কিন্তু যিনি রাজাসন হইতে অবতারিত হন, তিনি সমাহিত না হইলে শত্রুবর্গের মনস্তুষ্টি হইতে পারে না। রিচার্ড কারাগার মধ্যে অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন।

'চতুর্থ হন্‌রী' অতি সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজা হইয়া একদিনও মনের সুখে থাকিতে পারেন নাই। অন্যায়োপার্জ্জিত রাজ-মুকুট তাঁহার মস্তকে কণ্টকমুকুটবৎ বিদ্ধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ যে সকল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীগণ তাঁহাকে রাজাসনে উন্নত করিয়াছিলেন, তাঁহারা উঁহার অবাধ্যতাচরণ করাতে অতি ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। হনরী অস্ত্রবলে সেই সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইলেন বটে † কিন্তু নিরন্তর দুশ্চিন্তায় তিনি অকালে জীর্ণ হইয়া পড়িলেন। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে হনরীর মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র 'পঞ্চম হন্‌রী' যৌবনাবস্থায় অতি দুর্দ্দান্ত এবং নীচসঙ্গপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ রূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি অতি বিচক্ষণ মন্ত্রিবর্গের সহায়তায় সুন্দররূপে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ‡ ইংলণ্ড যেমন প্রবল ফ্রান্স তেমনি দুর্ব্বল হইয়াছিল। ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লস রাজকার্য্যে অশক্ত হইয়াছিলেন এবং অর্লীন্স ও 'বর্গণ্ডী' এই দুই প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারের § ডিউকেরা কে রাজার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্যশাসন করিবেন, এই বিষয় লইয়া অতি ঘোরতর বিবাদ করিতেছিলেন। পরিশেষে

* ভারতবর্ষে তৈমুরলঙ্গের আগমন কাল।

† শ্রুসবুরীর যুদ্ধে তাঁহার অতিপ্রবল প্রতিপক্ষ উগ্রচেতা পার্সি হটস্পর প্রাণত্যাগ করেন।

‡ ভারতবর্ষে সৈয়দ বংশীয়দের রাজত্ব কাল।

§ অর্লীন্স (অর্লায়) এবং বর্গণ্ডী প্রদেশ ক্রমান্বয়ে ফ্রান্সদেশের পশ্চিম এবং পূর্ব্ব ভাগে সংস্থিত।

বর্গণ্ডির ডিউক ফ্রান্স আক্রমণেচ্ছু ইংলণ্ডের রাজাকে সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। হন্‌রী তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একদা অসংখ্য ফরাসী সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাহাতে সকলে ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধবীর হন্‌রী, ক্রেসী এবং পইটিয়স স্মরণ করিয়া সাহসপূর্ব্বক সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন। 'আজিনকুরের' যুদ্ধে ফরাসীরা সর্ব্বতোভাবেই পরাজিত হইল। ইহার কিছুকাল পরে ফ্রান্সরাজদুহিতার সহিত হনরীর বিবাহ হইল এবং তিনিই তাৎকালিক রাজার মৃত্যু হইলে রাজ্যাধিকারী হইবেন, ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল।

যদি হনরী ইহার পর অধিক কাল জীবিত থাকিতেন তবে, বোধ হয়, ফ্রান্সরাজ্যেই ইংরাজদিগের রাজধানী সংস্থাপিত হইত এবং তাহা হইলে ইংরেজেরা বাস্তবিক বিজয়ী হইয়াও কদাপি সুখী হইতে পারিতেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকেও বাধ্য হইয়া ফরাসীদিগের রীতি নীতি গ্রহণ করিতে হইত— তাঁহাদিগের জন্মভূমি, প্রদেশাধিকারের ন্যায় রাজপ্রতিভূদ্বারা শাসিত হইত— ইংলণ্ডের সমুদায় ধন ফ্রান্সে গিয়া পড়িত—এবং ফ্রান্সের নিকটবর্ত্তী অরিরাজ্য সমস্তের সহিত যে সকল যুদ্ধ ঘটনা অনুক্ষণ ঘটিত, ইংরাজদিগকেও তাহাতে বিলিপ্ত হইতে হইত। তাহা হইলে ইংরাজদিগের বল ঐ সকল যুদ্ধেই পর্য্যবসিত হইয়া যাইত। উহাঁরা এক্ষণে যে প্রকার পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিস্তার করিয়াছেন, বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশও ঘটিয়া উঠিত না।

যাহা হউক, পঞ্চম হন্‌রী একটী শিশুসন্তান রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি 'ডিউক অব্ বেডফোর্ডকে' ফ্রান্স রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করেন ও 'ডিউক অব্ গ্লসেষ্টরকে' ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্বদেন, আর 'ডিউক অব ওয়ারিককে' নিজ সন্তানের শিক্ষা ও লালন পালনের ভারার্পণ করেন। ষষ্ঠ হনরী অবিলম্বে ইংলণ্ডের এবং ফ্রান্সের রাজা বলিয়া পরিঘোষিত হইলেন। পূর্ব্বফ্রান্সরাজের পুত্র 'সপ্তম চার্লস' রাজ্যের দক্ষিণভাগে কতিপয় সহস্র স্কট-জাতীয় বৃত্তিভুক সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোন রাজশক্তিই রহিল না। 'ডিউক অব্ বেডফোর্ডের' ইচ্ছা হইল যে, একবারেই তাঁহার সমুদায় বল বিনষ্ট করেন, এই ভাবিয়া তিনি একদল সৈন্য লইয়া লইয়র

নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং অন্য একদল সৈন্য তাঁহার আদেশানুসারে অর্লীন্স নগর অবরোধ করিয়া রহিল। ফলতঃ ফ্রান্সরাজ্য যে ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ রূপেই অধিকৃত হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহই রহিল না।

এ পর্য্যন্ত ফরাসী প্রজাগণ এই যুদ্ধে বিশেষ মনোযোগ করে নাই; ভূম্যধিকারীবর্গই ইহাতে মনোযোগী হইয়াছিল। কিন্তু যখন প্রকাশিত হইল যে, ইংলণ্ডের রাজা ফ্রান্সের রাজ্যাধিকারী হইলেন, তখন ভয়, লজ্জা এবং ক্রোধ সর্ব্বসাধারণের মনোমধ্যে যুগপৎ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। যে সময়ে কোন জাতীয় লোকের মনোমধ্যে একটী প্রবলতর ভাবের আবির্ভাব হয়, তখন কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ হইয়া থাকে। যাঁহার দ্বারা উহা প্রকাশিত হয়, তিনিই সেই সময়ে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন এবং জনসাধারণে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। ফ্রান্সদেশীয় সমস্ত জনগণের তাৎকালিক মনোগত অভিপ্রায় 'জোয়ান্ অব্ আর্ক' নাম্নী একটী যুবতীর প্রমুখাৎ ব্যক্ত হইয়াছিল। সে মনে মনে রাজ্য সম্বন্ধীয় তাবদ্বিবরণ আন্দোলন করিতে করিতে এমনি অনন্যমনা হইয়া পড়িল যে, জন্মভূমির উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যেন তাহার প্রতিই দৈবাদেশ হইয়াছে, এমত নিশ্চয় জ্ঞান করিল। সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। চার্লসের নিকটে গিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। চার্লস তখন নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব অনন্যোপায় ভাবিয়া ঐ কন্যার কথাতেই আপনার বিশ্বাস খ্যাপন করতঃ প্রকাশ করিয়া দিলেন, "জোয়ান বাস্তবিক দেবানুগৃহীত হইয়াছে; উহার দ্বারাই আমার নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইবে।" ইংলণ্ডীয় সৈন্যে অর্লীন্স নগর অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। জোয়ান সেই সমুদায় ইংরাজ সৈন্য ভেদ করিয়া অর্লীন্সে খাদ্য সামগ্রী এবং অনেক নূতন সৈনিক প্রবিষ্ট করিয়া আসিল। আর তাহার খ্যাতির পরিসীমা রহিল না। সকলেই তাহাকে 'অর্লীন্সের কুমারী' বলিয়া আখ্যাত করিল। কুমারী যেখানে উপস্থিত হন, সেই খানেই জয়লাভ করেন। ইংরেজেরা পূর্ব্বে ফরাসীদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় জ্ঞান করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই ঐ কুমারীর রণপতাকা দর্শন করিলে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। চার্লস রীমস্ * নগরে যাইয়া রাজমুকুট গ্রহণ করিলেন।

* ফ্রান্সের প্রথম রাজা ক্লোভিস রাজধানী পারিসের (পারির) নিকটবর্ত্তী এই নগরে

জোয়ান এই পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়া রাজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন না, তাঁহার দ্বারা আরও অধিক উপকার সম্ভাবনা বোধ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ কার্য্যেই নিযুক্ত রাখিলেন। পরন্তু ইহার কিয়ৎকাল মধ্যে জোয়ান ইংরাজদিগের হস্তগত হইলেন এবং নৃশংস ইংরাজেরা তাঁহাকে 'ডাকিনী' বলিয়া জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিল। কিন্তু জোয়ানের মৃত্যু হইলেও আর ইংরাজেরা প্রবল হইতে পারিল না। তাহারা পুনঃ পুনঃ পরাভব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ডিউক অব বেডফোর্ডের পঞ্চত্ব হইল এবং ইংলণ্ডে নানা বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে কেবল কালিসনগর ভিন্ন আর সমুদায় ফ্রান্স দেশ স্বাধীন হইয়া উঠিল। ইংরাজেরা এইরূপে পরকীয় দেশে বলবিক্রম প্রকাশ করিতে না পারিয়া স্বদেশে গমন করিয়া কিয়ৎকাল পরস্পর হিংসারসে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, তৃতীয় এডওয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র 'লাইওনেল' পিতৃ বর্ত্তমানেই লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার 'ফিলিপা' নাম্নী একটী কন্যা থাকে। 'মর্টিমর' সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং 'রজর' নামা তাঁহাদিগের এক পুত্র হয়। রজরের কন্যা 'এনের' সহিত রিচার্ড্রের বিবাহ হয়। এই রিচার্ড তৃতীয় এডওয়ার্ডের পঞ্চম পুত্রের বংশোদ্ভব ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের উভয়ের সন্তান 'ডিউক অব ইয়র্ক' ইংলণ্ডের রাজাসনের বাস্তবিক অধিকারী হইতে পারেন। কারণ ইংলণ্ডের ব্যবস্থানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকারী কেহ বর্ত্তমান থাকিলে কনিষ্ঠের অধিকার হইতে পারে না। চতুর্থ হনরী 'ডিউক অব লাঙ্কাষ্টরের' পুত্র, আর 'ডিউক অব ইয়র্ক' লাঙ্কাষ্টরের জ্যেষ্ঠ 'লাইওনেলের' উত্তরাধিকারী; অতএব ইয়র্কেরই বাস্তবিক অধিকার স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যত দিন চতুর্থ হনরী এবং তাঁহার প্রতাপশালী পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন এ সকল বিচার উঠে নাই। ষষ্ঠ হনরী রাজ্যাধিকারী হইলে এই সকল কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। একদা কোন উদ্যান মধ্যে দুই দলের দুইটি স্ত্রীলোকে এই বিষয়ের তর্ক হইতেছিল, ইতিমধ্যে লাঙ্কাষ্টরের পক্ষীয়া কামিনী একটি রক্তবর্ণ গোলাপফুল তুলিয়া বলিলেন "দেখ। যেমন এই কুসুম-

রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। প্রথিত আছে একটী পারাত রাজার অভিষেকের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে তৈল আনয়ন করিয়া দেয়। সেই স্বর্গীয় তৈলাভাঙ্গ দ্বারাই সপ্তম চার্লিসের অভিষেক হইয়াছিল।

বর উদ্যানস্থিত অন্য সকল কুসুম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তেমনি হনরীর অধিকার অন্য সকলের অধিকার অপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ"। ইয়র্কপক্ষীয়া কামিনী উত্তর করিলেন, 'না, না, তাহা নয়; দেখ! এই শ্বেত গোলাপের সৌন্দর্য্য কি পবিত্র; ইহার পবিত্রতাও যেমন, আর এই রাজ্য যাহার ভাগধেয় সে ব্যক্তিও তেমনি পবিত্র"। এইরূপ বাদানুবাদের পর উভয়েই স্ব স্ব মনোনীত কুসুমদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে এই কথা প্রচররূপে হইয়া পড়িল এবং যখন ইংরেজে ইংরেজে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন উভয় দলেরই এক প্রকার পতাকা, এক প্রকার যোধরাব, এবং একই প্রকার অন্যান্য চিহ্ন থাকিলে, রণ স্থলে শত্রুমিত্রভ্রম হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে সকলেই ঐ দুই গোলাপের মধ্যে যাহার যেরূপ মনোগত সে সেই প্রকার গোলাপকে আপন ঢালে, বর্ম্মে, পতাকায়, এবং মুকুটে চিহ্নিত করিয়া লইল। এইরূপে ইংলণ্ডদেশ দুই গোলাপের দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধে যে কত লোক নষ্ট হইল—কত প্রধান প্রধান বংশ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেল—কত নগর এবং গ্রাম ভস্মীভূত হইল—এবং কত অবক্তব্য, অশ্রুতপূর্ব্ব, নিষ্ঠুরতাচরণ হইল—তাহা বর্ণন করা যায় না। * এ স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ডিউক অব ইয়র্ক স্বয়ং যুদ্ধে ধৃত হইয়া ঘাতক হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। আবার ষষ্ঠ হনরীও রাজ্যচ্যুত হইয়া কারাধিবাস প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পত্নী 'মার্গারেট' যিনি পুনঃ২ তেজস্বিতা প্রকাশ পূর্ব্বক অকর্ম্মণ্য স্বামীর প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি ফ্রান্সদেশে পলায়ন করিয়া রক্ষা পান, এবং ডিউক অব ইয়র্কের জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্থ এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজাসন গ্রহণ করেন।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত হইয়াই বিবাদের নিষ্পত্তি হইল না। চতুর্থ এডওয়ার্ড রাজা হইয়া আপন সুহৃত্তম ডিউক অব ওয়ারিকের † অপমান করাতে সেই পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী তাঁহার পক্ষতা পরিত্যাগ করিলেন, এবং রাজ্ঞী মার্গারেটের

* ভারতবর্ষে লোডীবংশীয়দিগের রাজত্বকাল।

† ওয়ারিক অতি প্রতাপশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি যখন যাহাকে ইচ্ছা সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে কিং মেকর বা রাজনির্ম্মাতা, এই উপাধি প্রদান করিয়াছিল। কথিত আছে, ইঁহার অধিকৃত উপদুর্গ সমস্তের মধ্যে অন্যূন দশ সহস্র পারিচারক ভৃত্য নিত্য উহাঁর ব্যয়ে পান ভোজনাদি করিত। ইহার পরলোক হইলে আর কোন ভূম্যধিকারী এমত প্রবল হইতে পারেন নাই।

সহিত মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার ষষ্ঠ হনরীকে কারাগার হইতে আনয়ন পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু চতুর্থ এডওয়ার্ডের পক্ষ পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠিল। ওয়ারিক পরাভূত, মার্গারেট পুনর্ব্বার বিবাসিত, এবং তৎপুত্র নিহত হইল। চতুর্থ এডওয়ার্ড আপন কনিষ্ঠ সহোদরেরও প্রাণ-হিংসা করিয়া পরিশেষে দুই শিশু সন্তান রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। উহাদিগের জ্যেষ্ঠ পঞ্চম এডওয়ার্ড নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক কতিপয় দিবসের নিমিত্ত রাজা হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাদিগের খুল্লতাত উভয় শিশুকেই নষ্ট করিয়া আপনি তৃতীয় রিচার্ড নামে রাজা হইলেন। ইনি বৃদ্ধরাজ ষষ্ঠ হনরীরও প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু রিচার্ড কুলোক হইলেও রাজ্যশাসনের রীতি নিতান্ত মন্দ করেন নাই।

যাহা হউক, ডিউক অব লাঙ্কাষ্টরের প্রপৌত্রী-গর্ভজাত 'টুডর' নামক একজন ওয়েল্‌সদেশীয় ভূম্যধিকারীর সন্তান হন্‌রী, এই সময়ে ফ্রান্সে বিবাসিত হইয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে অবতীর্ণ হইবামাত্র অনেকানেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বসওয়ার্থের যুদ্ধে রিচার্ড ইহাঁর নিকট পরাভূত হইলেন। গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধ এত দিনের পর সম্পূর্ণরূপে বিরাম প্রাপ্ত হইল।

গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধ বিরত হইল, কিন্তু এই যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের যে অবস্থা ছিল এক্ষণে আর সেরূপ নাই। পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারিদল প্রায় একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, ভূম্যধিকারিবর্গের পরস্পর যুদ্ধ সময়ে তাহারা সকলেই প্রজা সাধারণকে আপনাদিগের পক্ষতাবলম্বন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়াতে উহারা বিশিষ্ট রূপে সমাদৃত হইয়াছে—পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে যে 'হউস অব কমন্স' ছিল, তাহা পূর্ব্বে কেবল নামে মাত্র ছিল, অধুনা তাহার অনেক ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে—কৃষকদিগের দাসত্ব একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছে—বণিকবৃত্তির গৌরব হইয়াছে—এবং পূর্ব্বে আঢ্য ও দুঃস্থ এই দুই প্রকার প্রজা ছিল, এক্ষণে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার মধ্যবিধ লোকের বিশিষ্ট প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বস্তুতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সমুদায় ইউরোপেই সমূহ পরিবর্ত্ত ঘটিয়া উঠিতেছিল। উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ প্রকাশিত এবং আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হইয়া-

ছিল। আর বারুদের গুণ প্রকাশিত হওয়াতে যুদ্ধ-বিস্তারও সম্যক পরিবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। ফলতঃ রোম সাম্রাজ্য বিনাশের পর ইউরোপে যে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এতদিনে সেই সমুদায় দোষের পরিহার হইয়া উঠিয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

[সপ্তম হন্‌রী—ভূমাধিকারিবর্গের তেজোহ্রাস—অষ্টম হনরী—ধর্ম্ম সংশোধন প্রণালী—হনরীর বহুবিবাহ—ষষ্ঠ এডওয়ার্ড—জেন্ গ্রে—মেরী—এলিজেবেথ—স্কটরাজ্ঞী মেরী—এসেক্‌স—ইংলণ্ডের প্রভাবশালিতা।]

সপ্তম হনরী ইংলণ্ডের রাজাসন প্রাপ্ত হইলে লাকাষ্ট্রীয় এবং ইয়র্কীয়দিগের পরস্পর বিবাদ উপরত হইল। বিশেষতঃ তিনি রাজমুকুট গ্রহণের অব্যবহিত পরেই চতুর্থ এডওয়ার্ডের কন্যা 'এলিজেবেথের' পাণিগ্রহণ করাতে রক্ত ও শ্বেত গোলাপদ্বয়ের সম্মিলন সম্পন্ন হইল—আর দলাদলির হেতুও রহিল না। তথাপি হনরীর রাজ্যকালে দুইবার তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। একদা 'লাম্বর্ট সিমনেল' নামক একজন ভেটিরীওয়ালার সন্তানকে চতুর্থ এডওয়ার্ডের ভ্রাতৃপুত্র বলিয়া প্রকাশ করত ইয়র্কীয়েরা আইয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ উত্থাপন করে এবং তথা হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে যুদ্ধে পরাভূত হয়। উহাদিগের প্রতিষ্ঠিত নরপতি হন্‌রীর হস্তে পড়িলেন। হন্‌রী উহার কোন দণ্ডই করিলেন না; উহাকে আপন সূপকারের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ইহারই কিছুকাল পরে 'পর্কিন্‌ওয়ার্বেক্' নামক একজন ইহুদীর পুত্র আপনাকে চতুর্থ এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া প্রচারিত করিল। স্কটলণ্ডের রাজা * তাহার সহায়তা করিলেন। বর্গণ্ডীর ভূম্যধিকারীর পত্নী † যিনি স্বয়ং চতুর্থ এডওয়ার্ডের সহোদরা ছিলেন, তিনিও ঐ ব্যক্তিকে আপনার ভ্রাতৃপুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইংলণ্ডীয় অনেকানেক ভূম্যধিকারী হনরীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া গোপনে গোপনে উহার পক্ষ অবলম্বন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু হনরী উহাদিগের গুপ্ত পরামর্শ সমুদায় জানিতে পারিয়া এক একটী করিয়া অনেকেরই প্রাণ বধ করিলেন। সুতরাং পার্কিন্‌ওয়ার্বেক্ স্কটরাজদত্ত সৈন্য

* চতুর্থ জেমস।

† মেরী—ফ্লাণ্ডর্স প্রদেশও এই সময়ে বর্গণ্ডির অধিকৃত ছিল এবং ফ্লাণ্ডর্সের সহিত ইংরাজদিগের বিশিষ্ট লাভজনক বাণিজ্য চলিত।

সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিয়া আপন পক্ষবৃদ্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি রাজ সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত, ধৃত, এবং লণ্ডননগরে আনীত হইয়া বিচারান্তে ফাঁসি কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হইলেন।

ইহার পরে আর হনরীর রাজ্য কালে কোন বিশেষ উপদ্রব ঘটে নাই। পাছে আবার কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় এই শঙ্কাপ্রযুক্ত তিনি চতুর্থ এডওয়ার্ডের প্রকৃত ভ্রাতৃপুত্রের * প্রাণবধ করিলেন। তাহাতেই ইয়র্কীয় রাজবংশ একেবারে নিঃশেষিত হইল।

পরে ইংলণ্ডরাজ স্কটলণ্ডের রাজা চতুর্থ জেম্‌সের সহিত আপন দুহিতা মার্গারেটের বিবাহ দিলেন। হনরীর এই কর্ম্মটী অত্যন্ত সুদূরদর্শীর কর্ম্ম হইয়াছিল। কারণ ইহাতেই ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড মিলিত করিবার প্রথম সোপান হয়। হনরী স্পেইন রাজদুহিতা কাথারীণের † সহিত আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের উদ্বাহ সম্পন্ন করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে সেই পুত্রের কাল হইলে, ধর্ম্মশাস্তা পোপের স্থানে অনুমতি গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার আপন দ্বিতীয় পুত্র হনরীর সহিত ঐ বিধবা স্নুষার বিবাহ দিলেন। হনরী অতি কঠিন হৃদয়, স্বার্থপর, অর্থলোভী কিন্তু বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী রাজা ছিলেন। তিনি এমত একটী প্রণালী প্রচলিত করিয়া যান, যাহার প্রভাবে ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারবর্গ দিন দিন হীনবল হইয়া পরিশেষে রাজার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব পৈতৃক ভূম্যধিকারের দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী ছিলেন না। সুতরাং কোন ভূম্যধিকার খণ্ড খণ্ড হইয়া ক্ষুদ্র হইতে পারিত না। যাহার যত ভূমিতে অধিকার থাকিত, তাহার উত্তরাধিকারীও একেবারে সেই সমুদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইত। হনরী ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে আপন আপন পৈতৃক বিষয় দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন। প্রথমে ভূম্যধিকারীরা স্ব স্ব বিষয়ের উপর এরূপ সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন ; কিন্তু দুই তিন পুরুষের মধ্যেই তাঁহাদিগের আর কাহারও পূর্ব্বের ন্যায়

* ইহার নাম ওয়ারিক, ইনি ৪র্থ এডওয়ার্ডের ভ্রাতা ক্লারেন্সের পুত্র ছিলেন এবং টৌয়র নামক কারাগৃহে বদ্ধ থাকিয়া উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

† ফর্ডিনাণ্ড ও ইসেবেলার দুই কন্যা হয়, জ্যেষ্ঠার নাম জোয়ানা, কনিষ্ঠার নাম কাথারীণ। জোয়ানার গর্ভে পঞ্চম চার্লস জন্মগ্রহণ করেন।

সুবিস্তৃত ভূম্যধিকার রহিল না। সুতরাং পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন দুই তিন জন ভূম্যধিকারী মিলিত হইলেই রাজাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিতেন, ইহার পর আর কখন তাদৃশ ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা রহিল না।

সপ্তম হনরী ১৫০৯ খৃঃ অব্দে লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্র অষ্টম হনরী সিংহাসনারোহণ করিলেন। ইনি দেখিতে শ্রীমান, ব্যবহারে প্রীতিজনক, অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত, এবং লাঙ্কাষ্ট্রীয় ও ইয়র্কীয় উভয় বংশসম্ভূত হওয়াতে সমুদায় রাজ্যের একমাত্র অসন্দিগ্ধ রাজ্যাধিকারী ছিলেন। সুতরাং ইনি যে, সকল লোকেরই অনুরাগ ভাজন হইবেন, তাহার সন্দেহ কি? হনরী প্রথমেই ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফল দর্শিল না। তিনি তাৎকালিক প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স এবং স্পেইনের রাজদ্বয়ের * মধ্যে কখন এক জনের কখন অপরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আপন ধন এবং সৈন্যের অপচয় করিতে লাগিলেন। এই কর্ম্মে ওল্‌সী নামক এক জন যাজক তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ঐ ব্যক্তি এক জন সামান্য কষাইয়ের পুত্র ছিলেন। অক্‌স-ফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া যাজক বৃত্তি গ্রহণ করত সপ্তম হনরীর বাটীতে পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং তথায় রাজপুত্রের সহিত সর্ব্বদা সন্দর্শন হওয়াতে চাটূক্তি দ্বারা তাঁহাকে বিলক্ষণ বশ করেন। সুতরাং অষ্টম হনরী রাজপদ প্রাপ্ত হইলে তিনি প্রিয়তম ওল্‌সীরও পদবৃদ্ধি করিয়া দিতে বিলম্ব করিলেন না। ওলসী প্রথমেই উইঞ্চেষ্টরের বিশপ হইলেন, তাহার পর ইয়র্কের আর্চবিশপ এবং সেই সময়েই লর্ড চানসেলরের † পদে অভিষিক্ত হইলেন। এই সকল উচ্চ পদ এবং তৎসহ রাজতুল্য বিভব প্রাপ্ত হইয়াও ওলসীর মনে সন্তোষ জন্মিল না। তিনি পোপ হইবেন, এই আশয়ে তাৎকালিক অদ্বিতীয় বীর্য্যবান সম্রাট পঞ্চম চার্লসের ‡ পক্ষপাতী হইয়া আপন নরপতিকেও তৎপক্ষতাবলম্বন করাইবার নিমিত্ত সচেষ্ট রহিলেন। কিন্তু চার্লস তাঁহাকে

* ফ্রান্সের রাজা ১ম ফ্রান্সিস এবং স্পেইনের রাজা পঞ্চম চার্লস।

† এই পদ একজন প্রধান সচিবের প্রাপ্য—ইনি হৌস অব লর্ডস নামক সভার সভাপতি এবং 'ইকুটী' ঘটিত ধর্ম্মাধিকরণের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া থাকেন।

‡ উল্লিখিত পঞ্চম চার্লস জর্ম্মনির ইলেক্টরদিগের দ্বারা উক্ত সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি স্পেন, পর্টুগাল, হলণ্ড, প্রভৃতি নানা প্রদেশের রাজা ছিলেন। এই সময়ে তুরুস্কের সম্রাট সলিমান, এবং ভারতবর্ষের সম্রাট বাবর।

পোপের পদ দিলেন না। বহুকাল স্তোক দিয়া রাখিলেন পরে ওলসী, চার্লসের চাতুর্য্য অনুভব করিতে পারিয়া একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং আপন মহীপতিকেও চার্লসের বিপক্ষ হইতে মন্ত্রণা দিয়া ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সন্ধি বন্ধন করাইলেন। এইরূপে হনরী, কিছুকাল ওলসীর ক্রীড়ামৃগের ন্যায় তাঁহার মতেই মত দিয়া চলিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ইউরোপে এরূপ এক আশ্চর্য্য ঘটনার উপক্রম হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা সকল রাজ্য ও সকল লোকের মন বিচলিত হইয়া উঠিল। এই ব্যাপার "ধর্ম্ম সংস্কার" (রিফরমেশন) নামে প্রসিদ্ধ। যখন ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন অসভ্য জাতীয়েরা যে যে দেশে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করুক না কেন, সকলেই রোমের ধর্ম্মশাস্তা বিশপদিগের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণ করিত। কোন কঠিন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইত। বস্তুতঃ রোম নগরে বিদ্যার আধিক্য থাকায় রোমের বিশপেরা সকল খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের গুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন। উহাঁরাই পোপ * উপাধি প্রাপ্ত হন।

পোপেরা বহুকালাবধি ইউরোপখণ্ডের মধ্যে অব্যাহত প্রভাব প্রচার করিয়া আসাতে, ক্রমে ক্রমে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কোন কর্ম্মের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা খৃষ্টকৃত সুকৃতি সমূহ বিক্রীত করিতেন! পূর্ব্বে পূর্ব্বে এইরূপ করাতে কোন বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। পরন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া অবধি পুস্তক সংখ্যার বৃদ্ধি ও তন্মূল্যের হ্রাস হওয়াতে জনসাধারণের মধ্যে বিলক্ষণ বিদ্যাচর্চ্চার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। লোকের বিদ্যাবৃদ্ধি হইলেই স্বাতন্ত্র্য জন্মে, অর্থাৎ বিদ্যাবান ব্যক্তিরা স্বয়ং সদসদ্বিবেচনায় সক্ষম হইয়া থাকেন; সুতরাং কেবল অন্যের কথাকেই ব্রহ্মজ্ঞান করিতে পারেন না। পোপেরা যে, কিরূপ † করিয়া খৃষ্টের সুকৃতি সমস্তের দান বিক্রয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন, ইহা সহজেই তাদৃশ ব্যক্তিবর্গের জিজ্ঞাস্য হইয়া উঠিল।

---

* 'পোপ' অর্থাৎ পিতা।

† খৃষ্ট, মৃত্যুযাতনা সহ্য করিয়া মনুষ্যকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। রোমান কাথলিকেরা বলেন যে, খৃষ্টের সুকৃতি এত অধিক যে, সমুদায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াও অনেক উদ্বৃত্ত হয়। খৃষ্টের প্রিয় শিষ্য পীটর সেই সমুদায় সুকৃতের অধিকারী এবং পোপেরা সেই পীটরের উত্তরাধিকারী বলিয়া তাহাতে স্বত্ববান হইয়াছেন; অতএব অবশ্যই তাহার দান বিক্রয় করিতে সমর্থ।

এই সময়ে জর্ম্মনি দেশে 'লুথর' নামা একজন সন্ন্যাসী, পোপ কর্ত্তৃক নিজ সম্প্রদায়ের অপমান হইয়াছে, বোধ করিয়া, ঐ পুণ্য-বিক্রয় ব্যাপারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। পোপের পক্ষীয় পণ্ডিতেরাও তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে যত তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল শ্রোতৃবর্গ ততই আপনাদিগের চিরাগত ধর্ম্ম-প্রণালীর দোষসমূহ দেখিতে পাইল। পরিশেষে লুথর মতাবলম্বীদিগের এই সিদ্ধান্ত হইয়া উঠিল যে, ধর্ম্মবিষয়ে পোপের কোন শক্তিই নাই। পোপ উহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, এবং কোন কোন রাজাও * উহাদিগের বিনাশার্থ অস্ত্র ধারণ করিলেন। কিন্তু লুথর মতাবলম্বীরা পোপের শাপকে তৃণ জ্ঞানও করিল না এবং অভিনব মতাবলম্বী রাজা ও ভূম্যাধিকারিবর্গ উহাদিগের রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইংলণ্ডরাজ অষ্টম হন্‌রী, তৎকাল প্রচলিত শাস্ত্র সমস্তে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন এবং পোপের মাহাত্ম্য পরিপোষক এক সুবৃহৎ গ্রন্থ বিরচিত করিয়া পোপের নিকট উপহার পাঠাইয়া দিলেন। পোপ ঐ গ্রন্থ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ইংলণ্ডাধিপতিকে 'স্বধর্ম্মরক্ষক' উপাধি প্রদান করিলেন। ইংলণ্ডের রাজারা ঐ সময় অবধি উক্ত উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের আধুনিক ধর্ম্ম আর সেই পূর্ব্বকালের রোমান কাথলিক ধর্ম্ম নাই; উহাঁরা বহুকাল হইল প্রোটেষ্টাণ্ট † মতাবলম্বী হইয়াছেন; তথাপি পোপ-প্রদত্ত ঐ উপাধিটা পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু যে হনরী পোপের পক্ষপাতী হইয়া এতাদৃশ তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন, তিনিই ইহার কিয়দ্দিন মধ্যে পোপের প্রবল শত্রু হইয়া উঠিলেন। প্রকৃতদর্শী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, কখন তদ্বিষয়ের তর্কবিতর্ক দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয় না। হনরীরও তাহাই হইয়াছিল। তিনি, যে পোপের সম্মান ও প্রভুত্ব রক্ষার নিমিত্ত এত যত্ন করিলেন, যখন সেই পোপ তাঁহার দুষ্প্রবৃত্তি পরিপূরণের প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারে অপমান করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না।

---

* পঞ্চম চার্লসই তাঁহাদিগের অগ্রগণ্য।

† যাঁহারা পোপের ক্ষমতার প্রতি প্রোটেষ্ট অর্থাৎ অস্বীকার-খ্যাপন করে তাহাদিগকে প্রোটেষ্টার বলে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সপ্তম হনরী পোপের স্থানে অনুমতি গ্রহণ করিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিধবা ভার্য্যা কাথারীণের সহিত হনরীর বিবাহ সম্পাদন করেন। হনরী সেই বিবাহে অসম্মত হয়েন নাই। তাঁহার ঔরষে কাথারীণের গর্ভে 'মেরী' নামে একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। বহুকালের পর হনরী আপন সীমন্তিনীর সহচরী একটী যুবতীকে অবলোকন করিলেন। উহাঁকে দেখিয়া অবধি তাঁহার পূর্ব্ববিবাহ যে শাস্ত্রসিদ্ধ হয় নাই, ইহা স্পষ্টই বোধ হইল। অতএব তিনি পোপের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি আমার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয় নাই বলিয়া আমাকে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে অনুমতি করুন। পোপ মহা বিপদে পড়িলেন। কাথারীণ পঞ্চম চার্লসের মাতৃস্বসা। কাথারীণের অপমান করিলে চার্লস ক্রুদ্ধ হন, আর তাহা না করিলে অষ্টম হনরী বিরক্ত হইয়া উঠেন। অতএব শীঘ্র কোন উত্তর প্রদান না করিয়া তিনি ঐ বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে কি না—ইহার বিচারার্থ কতিপয় বিদ্যাবান ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন এবং যাহাতে কাল বিলম্ব হয় তাহাদিগকে এমত করিয়া চলিতে শিখাইয়া দিলেন। বিচার চলিতে লাগিল। এদিকে হনরী মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—তাঁহার আর বিলম্ব সহ্য হয় না। বিচারকর্ত্তা যাজকদিগের মধ্যে হনরীর প্রিয়তম ওলসীও ছিলেন। তিনি পোপের অনভিমত করিতে পারেন না; সুতরাং রাজা তাঁহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে সকল কর্ম্মচ্যুত করিয়া রাজ সভা হইতে দূর করিয়া দিলেন। ওলসী মনোদুঃখে পঞ্চত্ব পাইলেন। মরিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন "হায়! আমি যেরূপ যত্ন করিয়া রাজ সেবা করিয়াছি যদি ঈশ্বরের সেবায় তাহার অর্দ্ধেক যত্ন করিতাম, তবে এই বৃদ্ধাবস্থায় জগদীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিতেন না"। ফলতঃ দুষ্ট লোক মাত্রেরই এই এক সুমহদ্দুঃখ যে তাহারা যাহাদিগের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই সকল লোকও তাহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ ব্যবহার করে না।

ওলসী মরিলেন; এখানে 'ক্রান্‌মর' নামা এক জন পণ্ডিত রাজাকে এই পরামর্শ দিলেন যে, এমন দুরুহ বিষয়ের বিচার স্থলে এক মাত্র পোপের * অভিমতের অপেক্ষা না করিয়া, পত্রদ্বারা স্বদেশীয় এবং বৈদেশিক প্রধান প্রধান

* ইহাতেই বলা হইল যে পোপ এক প্রধান যাজক বই আর কিছুই নহেন। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সকল লোকের উপদেষ্টা গুরু নহেন।

চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগের মত গ্রহণ করাই যুক্তি সিদ্ধ। এই কথা হনরীর মনে লাগিল। তিনি ভাষপত্র করাইলেন। বিধবা ভ্রাতৃপত্নীর পাণি গ্রহণ যে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, তাহা সপ্রমাণ হইল, এবং হনরী সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মনোজ্ঞরূপা 'আনাবুলিনের' পাণি গ্রহণ করিলেন। পোপ, এই বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন না। এ দিকে আনাবুলিন স্বয়ং লুথর মতাবলম্বিনী ছিলেন। অতএব ক্রমে ক্রমে হনরীর সহিত পোপের মহাদ্বেষভাব উপস্থিত হইল। তিনি ব্যবস্থাপিত করিলেন যে, ইংলণ্ডের ধর্ম্মশাসনে পোপের কোন অধিকার নাই—ইহাতে রাজারই সম্পূর্ণ অধিকার। হনরী এইমত প্রচার করিলেন বটে; কিন্তু তিনি পূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রণালীর কোন অংশ পরিবর্ত্তিত করিলেন না। তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ রোমান কাথলিকই হইয়া রহিলেন। অতএব হনরী একদিকে রোমান্ কাথলিকের শত্রু, আর অন্যদিকে লুথরমতাবলম্বী প্রোটেষ্টাণ্টদিগের শত্রু হইয়া উভয় পক্ষকেই বিস্তর পীড়া দিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার মতে মত দিয়া চলিত, তাহাদিগেরই রক্ষা; যাহারা উভয় মতের মধ্যে কোন মতে দৃঢ় প্রতীতি প্রকাশ করিত, রাজাজ্ঞানুসারে তাহারা অনেকেই ঘাতকের অস্ত্রমুখে পতিত হইতে লাগিল।

বৎসরৈক কাল মধ্যেই রাজ্ঞীর এক কন্যা সন্তান জন্মিল। এই কন্যার নাম 'এলিজেবেথ'। কিন্তু হনরী আর রাজ্ঞীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি ইহার সখী 'জেন সেমুরের' লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই সিংহাসনারূঢ়া করিতে বাসনা করিলেন। অবিলম্বেই আনাবুলিনের ব্যভিচার দোষ প্রকাশিত হইল; তদ্বিষয়ে তৎক্ষণাৎ বিচারারম্ভ হইল; রাজ্ঞী বিচারে অপরাধিনী হইলেন, এবং অবিলম্বে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইল! পর দিবস হনরী জেন সেমুরের পাণি গ্রহণ করিলেন। জেন সেমুর এক বর্ষ মধ্যে পুত্রবতী হইয়া নিজ সৌভাগ্যবলে সুতিকাগারেই লোকান্তর গমন করিলেন। ইঁহার পুত্র 'এডওয়ার্ড' প্রিন্স অব্ ওয়েল্স উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। হনরী ইহার পর 'কাথারীণ হৌয়ার্ড' নাম্নী কামিনীকে বিবাহ করেন। তাহার ব্যভিচার দোষ বাস্তবিকই প্রকাশ হওয়াতে সে ঘাতককর্ত্তৃক বধ্য হয়। হনরীর পঞ্চম পত্নীর নাম 'আন অব ক্লিবস'। ইংলণ্ডরাজ বিবাহের পূর্ব্বে ইহাঁকে দেখেন নাই। কোন চাটুকার চিত্রকর-দ্বারা চিত্রিত ইহাঁর চিত্রপট দর্শন করিয়াই বিবাহ করেন। পরে যখন ইহাঁর প্রকৃত অবয়ব দর্শন করিলেন, তখন অবিলম্বেই পরিত্যাগ করিলেন। ইহার

পর হনরীর আর একটী বিবাহ হয়। সেই স্ত্রীর নাম 'কাথারীণ পার'। এই স্ত্রীলোকটী বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অনেকবার কৌশল করিয়া হনরীর ক্রোধ হইতে মুক্ত হন; এবং পরিশেষে হনরীর লোকান্তর গমন হইলেও স্বয়ং জীবিতা থাকেন।

অষ্টম হনরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ষষ্ঠ এডওয়ার্ড সিংহাসনারোহণ করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে প্রটেষ্টাণ্টমত ইংলণ্ডে বদ্ধমূল হইল। রোমান-কাথলিক মঠধারী সন্ন্যাসিগণ সকলেই স্ব স্ব অধিকারভ্রষ্ট হইল এবং দৈনিক প্রার্থনা-পুস্তক ইংরাজী ভাষায় প্রস্তুত হইল। কিন্তু রাজা অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন। 'ডিউক অব সমর্সেট' নামা প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজার প্রতিভূ হইয়া একাল পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। অনন্তর 'আর্ল অব ওয়ারিক' নামা একজন দুরাকাঙ্ক্ষ ভূম্যধিকারী ঐ রাজপ্রতিভূর প্রাণ বধ করিয়া স্বয়ং সর্ব্ব-কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। 'ওয়ারিক' রাজাসনেরও প্রতি লোভ করিয়া আপন পুত্র 'গিলফোর্ড ডড্‌লির' সহিত ইংলণ্ডের রাজবংশীয়া নানা গুণবতী 'জেনগ্রের' বিবাহ সম্পাদন করিলেন। সপ্তম হনরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা মার্গারেটের সহিত স্কট-লণ্ডরাজ চতুর্থ জেমসের পরিণয় হয়; তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা মেরীর সহিত ফ্রান্স-রাজের বিবাহ হইয়াছিল; এই মেরীর দুই কন্যা হয়; তাহারই এক কন্যার গর্ভে জেনগ্রে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম হনরীর সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীপতি স্কটলণ্ডের রাজা যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। হনরী সেই ক্রোধে আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে এইরূপ 'উইল' করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর ষষ্ঠ এডওয়ার্ড ও তৎপরে তাঁহার প্রথমা রাজ্ঞী কাথারীণের গর্ভজাত মেরী ও তাহার পর অনাবুলিনের কন্যা 'এলিজাবেথ' রাজ্যাধিকারিণী হইবেন; আর ইহারা যদি সকলেই নিঃসন্তান হইয়া লোকান্তর গমন করেন, তবে জ্যেষ্ঠা ভগিনী মার্গারেটের বংশ অধিকারী না হইয়া দ্বিতীয়া ভগিনীর বংশীয়গণ রাজাসন প্রাপ্ত হইবেন। ওয়ারিক, এডওয়ার্ডকে দিয়া আর একটী উইল করাইলেন। তদ্দারা রাজার এইরূপ অভিমত ব্যক্ত হইল যে, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগিনীরা কেহই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। জেন্‌গ্রেই তাঁহার রাজ্যাধিকারিণী হইবেন। অল্পবয়স্ক রাজা এইরূপ উইল করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিলেন। তখন ওয়ারিক আপন পুত্রবধুকে সিহাসনাধিরূঢ়া করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ

করিলেন। জেনগ্রে অতি সুশীলা ও সদ্বিদ্যাবতী ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, অন্যায় করিয়া রাজাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু আমীরবর্গের অনু-রোধে তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হইতে হইয়াছিল।

কিন্তু তাঁহাকে ঐ ভার অধিক কাল বহন করিতে হয় নাই। অষ্টম হনরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরী আপন পক্ষীয় জনগণ সমভিব্যাহারে লণ্ডনের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ওয়ারিকের দল দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িল। অবশেষে তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ সমেত মেরীর হস্তগত হইলেন। মেরী, উহাদিগের সকলকেই ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিলেন। তিনি রোমানকাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। অতএব প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী পরম সাধুগণকেও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে লাগিলেন। হুপর, লাটিমর, রিডলী, ক্রান্‌মর প্রভৃতি মহোদয়েরা এইরূপে বিনষ্ট হইলেন। মেরী আপনি যেমন গোঁড়া কাথলিক ছিলেন, তেমনি গোঁড়া কাথলিক স্পেইনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপকে * বিবাহ করেন। ফিলিপ, উহাঁকে কিছুমাত্র স্নেহ বা সম্ভ্রম করিতেন না; কিন্তু মেরী ফিলিপের জন্য একান্ত উদ্বিগ্নমনা হইতেন। ফিলিপের সহিত ফ্রান্সরাজের † যুদ্ধ হয়; মেরী সেই যুদ্ধে আপন স্বামীর পোঁষকতা করিতে যান। তাহাতে ফরাসীরা কালিস নগর অধিকার করিয়া লয়। এই নগর তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময় হইতে ইংরাজদিগের অধিকৃত ছিল; এক্ষণে তাহা হস্তবহির্ভূত হওয়াতে সকলেই মনে মনে মহাদুঃখিত হইল। মেরী স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "কালিস নগরের নাম আমার হৃদয়ে ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছে, আমার মৃত্যুর পর যদি কেহ আমার বুক চিরিয়া দেখে, ঐ নাম অঙ্কিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে"।

মেরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার বৈমাত্রেয়া ভগিনী এলিজেবেথ ইংলণ্ডের রাজ্ঞী হইলেন। ইনি প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বিনী ছিলেন; অতএব মেরীর প্রবর্ত্তিত রোমান কাথলিক ধর্ম্মের পুনর্ব্বার উচ্ছেদ হইল। এলিজেবেথ অতি বৈচক্ষণ্য সহকারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন্ত্রিবর্গ বর্লি, ওয়ালসিংহাম,

* ইনি পঞ্চম চার্লসের পুত্র ছিলেন। উক্ত সম্রাট ইঁহারই হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হয়েন।

† দ্বিতীয় হনরী।

'বেকন' প্রভৃতি মহোদয়গণ অতি উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন; অতএব ইংলণ্ড দেশ এই সময়ে অতি প্রবল ও বিভবশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজ্ঞী এবং তাঁহার মন্ত্রিবর্গ তাদৃশ বিচক্ষণ না হইলে ইংরাজেরা এই সময়ের বিপদ সমূহ উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। প্রথমতঃ রোমানকাথলিক রাজগণ প্রায় সকলেই এলিজেবেথের দ্বেষ করিতেন। পোপও উহাঁকে বাস্তবিক রাজ্যাধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আর স্কটলণ্ডের রাজ্ঞী মেরীও আপনাকে ইংলণ্ডের প্রকৃত অধীশ্বরী বলিয়া প্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। এই মেরী সপ্তম হনরীর কন্যা মার্গারেটের পৌত্রী ছিলেন।

কিন্তু মেরীর নির্ব্বুদ্ধিতায় এবং কালের গতিকে মেরীকে অত্যল্পকাল মধ্যেই এলিজেবেথের করকবলিত হইতে হইল। তাঁহার রাজ্যে 'যন নক্‌স' নামে এক জন যাজক অভিনব প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; অনেকেই সেই মতাবলম্বী হইল। কিন্তু মেরী স্বয়ং রোমানকাথলিক ছিলেন। অতএব ইংলণ্ডে যেমন রাজার সাহায্যে প্রটেষ্টাণ্ট মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, স্কটলণ্ডে তাহা হইতে পারিল না। প্রথমতঃ প্রজাসাধারণের মধ্যেই নূতন মত প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। 'ছোটলোক' মাত্রেই যে নূতন মত গ্রহণ করে, তাহাতে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। স্কটলণ্ডে এইরূপ হওয়াতে পূর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি সাতিশয় ঘৃণা দ্বেষ এবং বিরাগ প্রবল হইয়া উঠিল। মেরী তৎকর্ত্তৃক নিতান্ত উত্যক্ত হইলেন; তাঁহার প্রজারা গোপনে গোপনে এলিজেবেথের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। পরিশেষে মেরী একদা যুদ্ধে হারিয়া ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিলেন। তাঁহার মনে মনে বড় আশা ছিল যে, এলিজেবেথ সহায়তা করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। মেরী ইংলণ্ডে একটি উপদুর্গ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া থাকিলেন। তখন তিনি আপন উদ্ধারার্থে যত্নবতী হইয়া এলিজেবেথের বিরুদ্ধে যে সকল ষড়যন্ত্র হইতেছিল, তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই সকল ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল—মেরীর নামে অভিযোগ হইল—তাঁহার দোষ প্রমাণ হইল এবং তিনি ঘাতকদ্বারা নিহত হইলেন।

ইহার পর আর এক ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। স্পেইন দেশের রাজা 'দ্বিতীয় ফিলিপ' যিনি ইংলণ্ডের পূর্ব্বরাজ্ঞী মেরীকে বিবাহ করেন, তিনি ইংলণ্ড দেশ অধিকার করিবার বাসনায় অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রণপোত প্রস্তুত

করিয়া ঐ দেশ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। ফিলিপের তাৎকালিক বিভবের পরিসীমা ছিল না। স্পেইন, পোর্টুগাল, বেলজিয়ম এবং হলণ্ড, এই চারিটী প্রবল ইউরোপীয় জনপদ তাঁহার অধীন। আমেরিকার মধ্যে মেক্সিকো, পেরু, চিলি, ব্রেজিল প্রভৃতি স্বর্ণ-প্রসবা ভূমি সকল তাঁহার অধিকৃত—এবং আসিয়া খণ্ডে ফিলিপাইনপুঞ্জ প্রভৃতি অনেক দ্বীপমালা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত। এতাবৎ সমুদয় দেশের একাধিপতি রাজা যথাসাধ্য যত্ন করিয়া রণপোত ও সৈন্য সমাবেশ করতঃ ক্ষুদ্র ইংলণ্ড দ্বীপের প্রতি প্রেরণ করিলে সকলেই সশঙ্ক হইল। ইউরোপের রাজা প্রজা সকলেই ঐ সৈন্য সমাবেশের প্রতি বদ্ধ দৃষ্টি হইয়া পরিশেষে কি হয়, এই ভাবিতে লাগিল। যদি ফিলিপ জয় লাভ করেন, তবে কাথলিক ধর্ম্মের নিশ্চয় জয়লাভ হয়; যদি তিনি হারেন, তাহা হইলেই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের রক্ষা হয়।

এলিজেবেথ আপন প্রজা সাধারণকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা নাবিকতায় বিশেষ পটু হইয়াছিল, তাহারা অর্ণবপোতে আরোহণ করিল এবং সকলেই অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া আপনাদিগের ধন ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার রক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিল। স্পেইনের রণপোত সমস্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইয়া ইংলণ্ডের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডীয় রণপোত সমস্ত উহাদিগের প্রতি আক্রমণ করিল। কিন্তু সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে আক্রমণ এবং পুনর্ব্বার শীঘ্র পলায়ন করতঃ সাবধানতা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। স্পেইনীয়েরা এইরূপ আক্রমণে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত এবং উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে ভয়ঙ্কর বঞ্চাবায়ু উপস্থিত হওয়াতে, ঐ সকল রণ পোতের অধিকাংশ নষ্ট হইল; কতকগুলি ইংরেজদিগের হস্তগত হইল, এবং অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট ভাগ বৃটন দ্বীপ সমুদায় প্রদক্ষিণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। এই অবধি স্পেইনের প্রাদুর্ভাব হ্রস্ব হইতে লাগিল, এবং ইংরেজেরা দিন দিন বর্দ্ধিতবল হইতে লাগিলেন। এলিজেবেথের সকল শত্রুই এইরূপে পরাজিত হইল। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বগত রাজাদিগের অন্যায়াচরণে যে একটী শত্রু জন্মিয়াছিল, তাহার দমন এমত সহজে সম্পন্ন হয় নাই।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আয়র্লণ্ডদ্বীপ দ্বিতীয় হনরীর রাজ্যকালে ইংলণ্ডের অধীন হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐ দ্বীপ ইংরাজদিগের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত

হয় নাই। তথাকার ভূম্যধিকারিকুলপতিগণ অনেকানেক বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন। আর গোপনে গোপনে ইংরাজদিগকে নষ্ট করিতে পারিলে কখনই তাহার ত্রুটি করিতেন না। এইরূপ ঘটিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংরাজেরা কখনই তাঁহাদের আয়র্ল-ণ্ডীয় প্রজাগণকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন নাই—আপনারা উহাদিগের ভাষা শিখেন নাই; আর উহাদিগকেও আপনাদিগের ভাষা শিখিতে দেন নাই। আইরিশ জাতীয় লোক হইলেই অবজ্ঞার পাত্র হইত—আর যে কোন প্রকারে হউক, উহাদিগকে নিষ্পীড়ন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে পারিলেই আপনারা নিশ্চিন্ত হইতেন। বিশেষতঃ ইংরাজ ভূম্যধিকারিগণ প্রায় কখনই আপনাদের আয়র্লণ্ডস্থিত অধিকারে গমন করিতেন না। নায়েব এবং গোমস্তা দ্বারা প্রজা-দিগের নিকট কর আদায় করিতেন। ঐ সকল লোক কখনই প্রজাপীড়ন করিতে ত্রুটি করে না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আইরিশ এবং ইংরেজ এই দুই জাতির পরস্পর সম্মিলন হওয়া দূরে থাকুক, পরস্পর দৃঢ়তর বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়াছিল। ইংরাজেরা গর্ব্বিত, নিষ্ঠুর এবং সাহসিক হইয়া আইরিশদিগকে পীড়া দিতেন। আয়র্লণ্ডীয়েরা ভীত, চতুর এবং নৃশংস হইয়া চৌর্য্যদ্বারা ইংরেজদিগের যথাসাধ্য অপকারে প্রবৃত্ত হইত। বহুকালাবধি এইরূপ হইয়া আসিতেছিল, এমত সময়ে ইংরাজেরা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক আয়র্লণ্ডে ঐ ধর্ম্ম প্রচারের উপক্রম করিলেন। আইরিশেরা অনেকেই নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল। ইংরাজেরা বলপ্রকাশপূর্ব্বক আপনাদের অভিনব ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বলপ্রকাশ এবং অযথা ব্যবহার দ্বারা কখন কোন নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় না। লোকের সহজেই মনে হয়, যে ব্যক্তি অন্যায়াচরণ করিতে পারে, তাহার ধর্ম্ম কখনই বিশুদ্ধ নহে; এই সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িতাদিগের কোন প্রধান দোষ থাকিলে তাহাদের ধর্ম্ম জনগণের অগ্রাহ্য হয়। যাহা হউক, আইরিশ লোক সকল বিরক্ত হইয়া উঠিলে 'আর্ল অব টাইরোণ' নামা এক ব্যক্তি রাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া ইংরেজদিগের সহিত অবি-রত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আয়র্লণ্ডের শাসনকর্ত্তা কেহই ঐ টাইরোণকে শাসিত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে এলিজেবেথের অতি প্রিয়তম 'আর্ল অব এসেক্স' নামা কোন যুবাপুরুষ ঐ ভার গ্রহণ করিয়া আয়র্লণ্ডে গমন করি-

লেন। কিন্তু তিনিও অকিঞ্চিৎকর হইলেন। অকৃতকার্য্যতায় এলিজেবেথ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন নাই। এসেক্স আপন দোষ ক্ষালনাভিপ্রায়ে রাজ্ঞীর নিকটে আসিবার প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিলে মহারাজ্ঞী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া স্বকার্য্যেই স্থির হইয়া থাকিতে বলিলেন। এসেক্স চিরকাল রাজ্ঞীর নিকটে থাকিয়া প্রশ্রয় পাইয়া নিতান্ত অবাধ্য হইয়াছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহার বয়স অল্প এবং স্বভাব উদ্ধত ছিল। অতএব তিনি ঐ নিবারণ অমান্য করিয়া লণ্ডনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী তাহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়াও এইমাত্র কহিয়া পাঠাইলেন, "তুমি সম্প্রতি আমার নিকট আসিও না; আপন গৃহে স্থির হইয়া থাক।" হতভাগ্য এসেক্স পুনর্ব্বার রাজ্ঞীর বাক্য অবহেলন করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, "লণ্ডনের নাগরিকেরা আমাকে সাতিশয় স্নেহ করে; আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিলে অবশ্যই উহারা আমার পৃষ্ঠপূরক হইবে এবং আমি তাহাদিগের সাহায্যে অনায়াসেই রাজ্ঞীকে হস্তগত করিতে পারিব; তাহা হইলে শত্রুপক্ষীয়েরা আর আমার প্রতি মহারাণীর ক্রোধ জন্মাইয়া দিতে পারিবে না; তিনি অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।" এসেক্স জানিতেন না যে, তাঁহার প্রতি নাগরিকদিগের যে অনুরাগ, তাহা রাজ্ঞীর অনুরাগ হইতেই জন্মিয়াছে। রাজ্ঞীর প্রীতি হ্রস্ব হইলে আর উহার বিন্দুমাত্রও দৃষ্ট হইবেক না। ফলতঃ তাহাই হইল। তিনি রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার করিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার অনুগামী হইল না। লাভের মধ্যে তিনি স্পষ্টই রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে কারাবন্দী হইতে হইল, এবং তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়া বিচারান্তে শিরশ্ছেদনের অনুমতি হইল। এলিজেবেথ, এসেক্সকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। কোন সময়ে তিনি তাঁহাকে আপন হস্তাঙ্গুরীয় সমর্পণ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি কখন তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তবে এই অঙ্গুরীয় প্রেরণ করিবামাত্র আমি তোমাকে অবশ্যই বিপদ হইতে মুক্ত করিব। এসেক্সের প্রতি প্রাণ-দণ্ডের অনুজ্ঞা হইয়া গেলে তিনি ঐ অঙ্গুরীয় 'ডচেস অব নটীংহাম' নাম্নী কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা রাজ্ঞীর নিকটে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক আপন স্বামীর অনুরোধে রাজ্ঞীর নিকট অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন না সুতরাং এসেক্সের প্রাণদণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু এলিজেবেথ সেই অবধি আর এক দিনও

সুখী হইতে পারেন নাই; কেহ আর তাঁহার মুখে হাসি দেখিতে পায়েন নাই। যাহা হউক, কিছুকাল পরে যখন ঐ ডচেস্ অব নটিংহাম স্বয়ং পীড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন, তখন এসেক্স সম্বন্ধীয় নিজ দুষ্কৃতি স্মরণ হওয়াতে তিনি রাজ্ঞীর নিকট আপনার সমুদায় দোষ ব্যক্ত করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী তৎশ্রবণ মাত্র অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া ঐ পীড়িতা স্ত্রীলোকের গলা টিপিয়া বলিলেন, "তোকে আবার ক্ষমা করিব?—ঈশ্বর ক্ষমা করেন করুন—আমি পারিব না।" এলিজেবেথ ইহার পর কতিপয় দিবস অনশনে যাপন করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

এলিজেবেথের রাজ্যকাল ইংলণ্ডের ইতিহাস মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ। কারণ, বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির যে যে বিষয়ে প্রাধান্য দৃষ্ট হইতেছে, এই সময়ে তৎসমুদায়েরই মূলপত্তন হয়। ইংরেজেরা নাবিকতায় অদ্বিতীয় হইয়াছেন; ঐ সময়ে ড্রেক, কাবেণ্ডিস্ প্রভৃতি নাবিকগণ পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আইসেন। এক্ষণে সামুদ্রিক যুদ্ধেও ইংরেজেরা অদ্বিতীয়; ঐ সময় স্পেইনীয় রণপোত সকল্ ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক পরাভূত হয়। ইংরাজদিগের উপনিবেশ এক্ষণে যত বিস্তৃত আর কাহাদিগেরও বৈদেশিক অধিকার তত বিস্তৃত নহে; ইহাঁরই রাজ্য-কালে আমেরিকার বর্জিনিয়া প্রদেশে সার ওয়াল্টর রালে কর্ত্তৃক প্রথম ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়, রুষিয়ার সহিত বাণিজ্য বিস্তৃত হয় এবং ভারতবর্ষে * ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সূত্রপাত হয়। ইংরাজদিগের যন্ত্র-প্রস্তুত-পণ্যজাত যেমন অধিক ও উত্তম আর কাহাদিগেরও তত অধিক ও উত্তম হয় না; এই সময়েই সেফিল্ড এবং বর্ম্মিংহাম নগরে ছুরি কাঁচি প্রভৃতি ও মাঞ্চেষ্টর নগরের কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের গৌরব প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডীয় কাব্য শাস্ত্রের গৌরব অন্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিক না হউক, তথাপি কাহার অপেক্ষা অধিক ন্যূন নহে; এই সময়েই স্পেন্সর, সেক্সপিয়র, বেন্জনসন্ প্রভৃতি মহাকবিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইংলণ্ডের মুদ্রাযন্ত্র যেরূপ স্বাধীন ও প্রজাদিগের পরম উপকারক এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকা সমস্ত অনুক্ষণ প্রসব করিয়া থাকে, তেমন মুদ্রাযন্ত্র আর কোন দেশে দৃষ্ট হয় না; এলিজেবেথের সময়েই মুদ্রাযন্ত্র প্রথম স্থাপিত ও প্রথম সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হয়। এই সকল বিবেচনা

---

* তখন সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল।

করিয়া দেখিতে গেলে, এলিজেবেথের প্রতি ইংরাজদিগের পরম ভক্তির ও স্নেহের কারণ স্পষ্টই বোধ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[প্রথম জেম্‌স—পিউরিটান সম্প্রদায়—রোমান কাথলিকদিগের ষড়যন্ত্র—জর্ম্মনিতে যুদ্ধ—পার্লিয়ামেণ্টের বল-বৃদ্ধি—প্রথম চার্লস—আধিকৃতিক পত্রী—স্কটদিগের কবেনাণ্ট—দীর্ঘ পার্লিয়ামেণ্ট—ক্রম্‌ওএল—ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সম্প্রদায়—রাজার প্রাণদণ্ড।]

স্কটরাজ্ঞী মেরী, যাঁহাকে এলিজেবেথ বধ করেন তাঁহার পুত্র 'ষষ্ঠ জেম্‌স' স্কটলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন। এলিজেবেথ অনূঢ়াবস্থায় জীবন যাপন করিয়া লোকান্তর গমন করিলে তিনিই 'প্রথম জেম্‌স' উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনারোহণ করিলেন। জেম্‌সের বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ্যা ছিল; কিন্তু সকল বিদ্যার সার পদার্থ যে জ্ঞান, তাহা কিছুমাত্র ছিল না; আর বুদ্ধিও সরল বা উদার ছিল না। তিনি আপনাকে অতিশয় সুবোধ জ্ঞান করিতেন, এবং সর্ব্ব স্থানেই নিজ বুদ্ধিমত্তা দর্শাইতে চাহিতেন; বাস্তবিক তাঁহার ধীশক্তি কিছু-মাত্র পরিণামদর্শিনী ছিল না; আর তিনি ভীরুর শেষ ছিলেন।

এলিজেবেথের সময়াবধি 'পিউরিটান্‌' নামে একটী নূতন খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ইংলণ্ডে প্রাদুর্ভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহারা রোমান কাথলিক ধর্ম্মের পরম দ্বেষ্টা ছিল, এবং ইংলণ্ডে যেরূপ ধর্ম্ম-প্রণালী * সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতেও উহাদিগের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না; উহারা সর্ব্বদাই সেই ধর্ম্মের দ্বেষ করিত, এবং তজ্জন্য এলিজেবেথের বিষ দৃষ্টিতে পড়িয়া অনেক ক্লেশ পাইয়াছিল। উহারা তাঁহার সময়ে সমধিক প্রবল হইতে পারে নাই; আর ঐ সময়ে উহারা রোমান কাথলিক মতাবলম্বীদিগের সমূহ প্রাদুর্ভাব দর্শনে ভীত হইয়া মনে মনে এমত নিশ্চয় করিয়াছিল যে, এক্ষণে প্রটেষ্টাণ্ট মত লইয়াই টানাটানি হইতেছে; যত দিন ঐ মত দৃঢ়তররূপে সংস্থাপিত না হয়, তাবৎ কোন অন্তর্বিবাদ দ্বারা উহাকে দুর্ব্বল করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ফলতঃ পিউরিটানেরা এলিজেবেথের দ্বারা নির্ভরে নিষ্পীড়িত হইয়াও সর্ব্বদা সেই মহারাজ্ঞীর মঙ্গল প্রার্থনা

* ইহাকে এপিস্কো পেলীয় ধর্ম্মপ্রণালী বলে।

করিয়াছিল। এই দল দিন দিন প্রবল হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, যে সকল লোক চিরাগত ধর্ম্ম-প্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবল প্রতাপ পোপদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল, তাহারা কি কখন কোন সামান্য রাজার অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্বীকার করিতে পারে? ফলতঃ পিউরিটানেরা যেমন ধর্ম্মবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা মনে মনে রাজ্যশাসন বিষয়েও তেমনি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা বিধেয় জ্ঞান করিত। রাজা যে, প্রজাদিগের উপকারার্থেই রাজশক্তি ধারণ করেন, ইহা যে তাঁহার ঔৎপত্তিক ক্ষমতা নহে, পিউরিটান মাত্রেরই এই দৃঢ় সংস্কার হইয়াছিল।

কিন্তু অপরিণামদর্শী জেম্‌স, ইহার কিছুই বুঝিতেন না। রাজার মান ঈশ্বরদত্ত—রাজা যাহা করিবেন তাহাতে 'না' বলিলেই মহা অধর্ম্ম হয়—তিনি কিরূপ পরামর্শ করিয়া কোন্ কর্ম্ম করিলেন, ইহার অনুসন্ধান করাতেও প্রজাদিগের পক্ষে মহাদোষ—এই সকল অযৌক্তিক মতের পোষকতায় তিনি সর্ব্বদা বাগাড়ম্বর করিতেন। স্বকার্য্যপটু নৃপালগণ যে সকল স্থলে অন্যায়াচরণ করেন, সেই সকল কর্ম্ম যে, প্রজাকুলের উপকারের নিমিত্তই করিতেছেন, কৌশল পূর্ব্বক এমত করিয়া দেখান; কিন্তু জেম্‌স তাহার ঠিক বিপরীত ব্যবহারই করিতেন। প্রজার উপকার করা তাঁহার কর্ত্তব্য, অতএব করিতেছেন, কদাপি এরূপ প্রকাশ করিতেন না। "আমার ইচ্ছা হইল অতএব করিলাম—আমার কর্ত্তব্য বলিয়া করিলাম এমত নহে,"—তিনি এইরূপ অভিপ্রায়ই অনুক্ষণ প্রকাশ করিতেন।

যাহা হউক, একে জেম্‌সের বুদ্ধিশুদ্ধি এইরূপ; তাহাতে আবার যে কাল উপস্থিত তাহাতে অতি বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তাদিগেরও পদে পদে ভ্রম এবং বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। পিউরিটান দল দিন দিন প্রবল হইতেছে—পার্লিয়ামেণ্ট সভার সদস্যগণ অনুক্ষণ রাজার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে—স্কটলণ্ড হইতে দলে দলে লোক সকল আসিয়া রাজকর্ম্মের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে—ইংরাজেরা, উহাদিগকে কোন কর্ম্ম কার্য্যে নিযুক্ত করিলেই মহাবিরক্ত হইয়া উঠিতেছে—আর রোমান কাথলিকেরা মনে মনে ভাবিতেছে যে, জেম্‌স স্কট-রাজ্ঞী মেরীর পুত্র, অতএব অবশ্যই তাঁহার মাতার স্বধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আমাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।

যখন রোমান কাথলিকেরা দেখিল, জেম্‌স তাহাদিগের কোন উপকারই করিলেন না, তখন তাহারা মহাকুপিত হইয়া একটী সুদারুণ মন্ত্রণাবধারণ করিল। পালির্য়ামেণ্টসভার সভ্যগণ যে গৃহে মিলিত হইতেন তাহারা তাহার নীচের কুঠুরীগুলি ভাড়া লইয়া তাহাতে বারুদপূর্ণ করিল এবং যে দিন সমন্ত্রিবর্গ রাজা ঐ সভাগৃহে আসিবেন, সেই দিন উহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া একেবারে সকলের প্রাণ বিনাশ করিবে এই নিশ্চয় করিয়া রহিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইহা পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়া পড়াতে সকলে রক্ষা পাইলেন।

জেম্‌স যমদণ্ডে পীড়িত হইয়াছিলেন; তিনি ডেন্‌মার্ক-রাজদুহিতার পাণি-গ্রহণ করেন, এবং তাহাতে দুই পুত্র এবং এক কন্যা হয়; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র পিতা বর্ত্তমানেই লোকান্তর গমন করেন। দ্বিতীয় পুত্র চার্ল্‌স প্রধান মন্ত্রী 'বকিংহামের' পরামর্শে ছদ্মবেশে স্পেইনে গিয়াছিলেন। স্পেইনরাজতনয়ার সহিত তাঁহার উদ্বাহসম্বন্ধের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু নির্ব্বোধ বকিংহামের দোষে সেই বিবাহ ঘটিয়া উঠিল না। চার্ল্‌স ফ্রান্স-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। জেম্‌সের কন্যার সহিত জর্ম্মনির অন্তর্গত 'পালাটিনেট' * প্রদেশাধিকারীর বিবাহ হয়। ইনি অষ্ট্রীয় সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহাঁর বংশ হইতেই বর্ত্তমান 'ব্রন্‌সিক্' রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব ইহাকে স্মরণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

জেমসের সহিত পালির্য়ামেণ্টের সর্ব্বদা যে বিবাদপরম্পরা চলিতেছিল, তাহাতে জেম্‌স' মুখে যাহা বলুন কিন্তু কার্য্যে অনেক স্থলেই পালির্য়ামেণ্টের কথা শুনিয়া চলিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে রাজাদিগের 'পর্ব্বেয়ান্স' নামক একটী অনুচিত ক্ষমতা ছিল। সেই ক্ষমতানুসারে রাজার লোকে প্রজাদিগের স্থানে খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের যথেচ্ছ মূল্য দিয়া উহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিত। জেম্‌সকে এই ক্ষমতা পরিহার করিতে হয়। রাজাদিগের আর একটী ক্ষমতা ছিল, তদ্দ্বারা উহাঁরা দ্রব্যবিশেষের বাণিজ্য সর্ব্বসাধারণের

* বোহেমিয়া প্রদেশবাসীরা প্রটেষ্টাণ্ট মত গ্রহণ করাতে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট তাহাদিগের প্রতি সমূহ অত্যাচার করেন। তাহাতে বোহিমীয়েরা ইংলণ্ডরাজ জেম্‌সের জামাতাকে আপনাদিগের রাজা বলিয়া স্বীকার করে। জেম্‌স আপন জামাতার আর ইংরেজের স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রটেষ্টাণ্টদিগের সাহায্যার্থে অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন।

প্রতি নিবারিত করিয়া আপনাদিগের স্বেচ্ছানুসারে কোন কোন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিতে পারিতেন। পার্লিয়ামেণ্টের অনুরোধে এইরূপ এক চেটিয়া (মনোপলি) করিবার শক্তিও রাজাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আর এক সময়ে রাজার অর্থ প্রয়োজন হওয়াতে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ বলিয়া বসিলেন, আমাদিগের এই এই দুঃখ মোচন না করিলে আমরা করপ্রদানে সম্মত হইব না। জেম্‌স বিরক্ত হইয়া সেই পার্লিয়ামেণ্টের সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিন্তু পরিশেষে পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিজ্ঞাই রক্ষা হইল।

লোকে কথায় বলে উঠন্ত মূল পত্তনেই চিনা যায়। পার্লিয়ামেণ্ট সভার এই সকল উপক্রম দেখিয়া তৎকালে ইংলণ্ডীয় প্রজাগণের মনে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা যে অতিশয় প্রবল হইয়াছিল, তাহা জেমসের বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা বুঝিলেন না। রাজা হইলেই ঈশ্বরের প্রতিভূ হয়, সুতরাং ঈশ্বরাজ্ঞালঙ্ঘনেও যেমন দোষ, আর রাজাজ্ঞালঙ্ঘনেও সেইরূপ দোষ, এই নিশ্চয় করিয়া তিনি জীবন যাপন করিলেন—এত দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মিল না। তাঁহার পুত্র প্রথম চার্লস রাজা হইয়া পিতার মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিলেন। তাঁহার সহিত পার্লিয়ামেণ্টের নিরন্তর বিবাদ চলিতে লাগিল। চার্লস দেখিলেন যে, পার্লিয়ামেণ্টের স্থানে টাকা পাওয়া ভার হইয়া উঠিল। অথচ তখন স্পেইন ও ফ্রান্স দুই রাজ্যের সহিত যুদ্ধ * চলিতেছিল; টাকা না হইলেও নয়। অতএব বহু পূর্ব্বকালে কোন কোন রাজা যেমন স্বেচ্ছাতঃ কোন কোন প্রকার করাদান করিতেন, উনিও সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের বিলক্ষণ বোধ হইল যে, রাজা যদি স্বয়ং অর্থসংগ্রহ করিতে পারেন তবে, ইংলণ্ডের স্বাধীনতার শেষ হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে 'পিটিসন্ অব রাইট' নামক একলিপি প্রস্তুত করিল, এবং অনেক যত্নে রাজাকে ঐ লিপিতে স্বাক্ষর করাইল। এই লিপি ইংরাজদিগের দ্বিতীয় মাগ্না কার্টা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। কিন্তু রাজা এই লিপি দ্বারা যাহা যাহা স্বীকার করিলেন, সেই সকল অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলেন না। পুনর্ব্বার নূতন নূতন প্রকার কর অবধারণ করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে সেই সকল করাদান করিতে

* রাজমন্ত্রী বকিংহামের দোষেই এই দুই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তিনিই স্পেইন-রাজদুহিতার সহিত চার্লসের বিবাহের প্রতিবন্ধক হন, এবং ফ্রান্সরাজমন্ত্রী কার্ডিনাল রিশিলুর প্রতি বিরক্ত হইয়া ফ্রান্সের সহিত অকারণ যুদ্ধ উপস্থিত করেন।

লাগিলেন। ঐ সময়ে ‘ষ্টারচেম্বর’ এবং ‘হাইকমিসন্’ নামে দুইটী ধর্ম্মাধিকরণ ছিল। তথাকার বিচারকর্ত্তৃগণ রাজার নিতান্ত অধীন ছিলেন। তাঁহারা সকল মোকদ্দমাতেই রাজার পক্ষপাতী হইয়া বিচার করিতেন। সুতরাং শত শত ব্যক্তি উহাঁদিগের দ্বারা অর্থদণ্ড এবং শরীর দণ্ডে দণ্ডিত হইত। বিশেষতঃ ‘হাম্পডেন’ নামা এক ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি রাজগৃহীত অন্যায্য কর প্রদানে অসম্মত হওয়াতে কারাগারে নীত হইলে, তিনি স্পষ্টই দেখাইলেন যে, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে রাজার তাদৃশ কর গ্রহণে সামর্থ্য নাই। তিনি কারারুদ্ধ হইলেন বটে; কিন্তু সেই অবধি সর্ব্বসাধারণের বিলক্ষণ প্রতীতি হইল যে, রাজা নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছেন এবং তাঁহার দমন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ইংলণ্ডে এইরূপ। স্কট্‌লণ্ডে ইহা অপেক্ষাও অধিক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, স্কটলণ্ডে যেরূপ ধর্ম্মসংশোধন হয়, তাহাতে রোমান কাথলিকদিগের আচার ব্যবহার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ডে সেরূপ হয় নাই। ইংলণ্ডের ধর্ম্মপ্রণালী যদিও প্রকৃত সমুদায় বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রটেষ্টাণ্ট মতানুযায়ী হইয়াছিল বটে, কিন্তু অনেকানেক আচার রোমান কাথলিকদিগেরই সদৃশ ছিল। বিশেষতঃ ইংলণ্ডে আর্চবিশপ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্তা ও উপদেষ্টৃগণ রাজার দ্বারা স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন; স্কটলণ্ডে ঐরূপ হইত না। কিন্তু জেম্‌স এবং তাঁহার পুত্র, ইহাঁরা উভয়েই দেখিয়াছিলেন যে, যাজকগণ রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে যেমন রাজভক্তিপরায়ণ হন এবং প্রজাসাধারণকে সেইরূপ হইতে শিখান, জনসাধারণ দ্বারা নিযুক্ত যাজকবর্গ কদাপি তেমন হয়েন না। এই ভাবিয়া উহাঁরা উভয়েই ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-প্রণালী স্কটলণ্ডে প্রবর্ত্তিত করণার্থে সম্যক্ চেষ্টা করেন। স্কট্‌লণ্ড দেশীয়েরা ইহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সকলে ঐকমতাবলম্বন পূর্ব্বক একটী লিপি প্রস্তুত করিল এবং যুদ্ধ করিয়াও যদি রাজাকে নিরস্ত করিতে হয়, তাহাও করিতে স্বীকার করিয়া অধিকাংশ লোকেই ঐ লিপিতে স্বাক্ষর করিল। ঐ স্বকৃতিপত্রীর নাম ‘কবেনাণ্ট’; যাহারা উহাতে স্বাক্ষর করিল তাহাদিগকে ‘কবেনাণ্টর’ বলে।

এই ‘কবেনাণ্টরেরা’ অতি সত্বরে যুদ্ধোদ্যম করিয়া ইংলণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিল। চার্লস্ ইংলণ্ডীয় সৈন্য লইয়া উহাদিগের বিরুদ্ধে গমন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে আপন সৈন্যগণও বিপক্ষ পক্ষীয় হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। উভয় প্রতিপক্ষ দলে সন্ধি বন্ধন হইয়া অবধারিত হইল যে, স্কটলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট এবং "জেনরাল আসেম্বলী" অর্থাৎ সাধারণ যাজক সভা, এই উভয়ের মতানুসারে তদ্দেশের ধর্ম্মপ্রণালী নিরূপিত হইবে। চার্লস এই সময়ে মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, বিপক্ষীয়দিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ করাইয়া উহাদিগের মধ্য হইতে বিশেষ ক্ষমতাশালী কতিপয় ব্যক্তিকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। তাহা হইলে শত্রুদল বশীভূত হইতে পারিবে। কিন্তু তিনি কেবল 'মণ্টরোজ' নামা একজন প্রধান ভূম্যধিকারীকেই স্বমতানুগামী করিতে পারিলেন। অপর সকলে আপনাদিগের কবেনাণ্ট প্রতি-পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল। সুতরাং যাজকদিগের সভায় এবং পার্লিয়া-মেণ্টে রাজার কোন অভিমতই রক্ষা পাইল না; পুনর্ব্বার যুদ্ধের উপক্রম হইল। চার্লস্ ইহার পূর্ব্ব একাদশ বর্ষ মধ্যে একবারও ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের আহ্বান করেন নাই। এইবারে অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন হওয়াতে পুনর্ব্বার পার্লিয়া-মেণ্টকে স্মরণ করিতে হইল। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহার যুদ্ধের কোন সাহায্য না করিয়া তিনি যে সকল অত্যাচার করিতেছিলেন, তাহা লইয়াই আন্দোলন করিতে লাগিল। রাজা পুনর্ব্বার ঐ পার্লিয়ামেণ্টসভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। কিন্তু স্কট সৈন্য ইংলণ্ড আক্রমণ করিল—উহারা একটী যুদ্ধে জয়ী হইল—রাজা প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারীদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে চাহিলেন—এবং সকলের অভিমতানুসারে এই অবধারিত হইল যে, উভয়দেশের পার্লিয়ামেণ্ট সভা বিচার করিয়া উভয়ের ধর্ম্ম-প্রণালী এবং শাসনপ্রণালী যেরূপ হওয়া উচিত অবধারণ করুক—আর যে পর্য্যন্ত সকল বিবাদের নিষ্পত্তি না হয় তাবৎকাল স্কট সৈন্যগণ ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে বেতন প্রাপ্ত হইয়া সশস্ত্র থাকুক। এইবার যে পার্লিয়ামেণ্টের আহ্বান হইল, তাহার নাম 'দীর্ঘবালং পার্লিয়ামেণ্ট'। ইহা নয় বৎসরকাল থাকে, এবং সেই সময়ের মধ্যে রাজাকে অস্ত্রবলে পদাবনত করিয়া ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে স্থিরতর এবং বদ্ধমূল করে ও পরিশেষে আপনাদিগেরই সৃষ্ট প্রবল সৈন্য নিচয় কর্ত্তৃক পদচ্যুত হয়। কিন্তু এই সকল বিবরণ পরে বক্তব্য; এক্ষণে আয়র্লণ্ডের প্রতি একবার দৃষ্টি করা আবশ্যক।

এলিজেবেথের রাজ্যকালে যখন আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং এসে-ক্স সেই বিদ্রোহ নিবারণে অসমর্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাহার

অত্যল্পকাল পরে 'আর্ল অব মণ্টজয়' নামক একজন প্রধান ভূম্যধিকারী আয়র্লণ্ডের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। ইনি কৌশলপূর্ব্বক সকল বিদ্রোহীকেই দমন করিলেন। এলিজেবেথের জীবদ্দশাতেই আয়র্লণ্ড উপশান্ত হইল। তাহার পর প্রথম জেম্‌স রাজা হইয়া সমুদায় আয়র্লণ্ডে ইংরাজী আইন প্রচলিত করিলেন এবং সেই অবধি ইংরাজদিগের এই পরামর্শ অবধারণ হইল যে, ক্রমে ক্রমে আয়র্লণ্ডের আদিম নিবাসিগণকে নষ্ট করিয়া ইংরাজ এবং স্কট প্রজা দ্বারা ঐ দেশে বসতি করাইবেন। ইংরাজদিগের প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মই আয়র্লণ্ডের রাজধর্ম্ম হইল; আইরিস্ প্রজাগণ রোমান কাথলিক মতাবলম্বী হইলেও তাহাদিগের স্থানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের নিমিত্ত যে কর গ্রহণ হইত, তৎসমুদায় প্রটেষ্টাণ্ট পাদ্রীদিগকে অর্পিত হইতে লাগিল। রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী আইরিস্ লোক সকল কোন মতেই ইংলণ্ডের রাজাকে ধর্ম্মশাস্তা বলিয়া স্বীকার না করায় তাহারা ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থানুসারে কোনপ্রকার রাজকার্য্যের যোগ্য হইল না। তাহারা অন্যান্য বিবিধ প্রকারেও পীড়িত হইতে লাগিল। এই সকল কারণে পুনর্ব্বার আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। চার্লস আপন প্রিয় মন্ত্রী 'আর্ল অব্ ষ্ট্রাফোর্ডকে' আয়র্লণ্ডে প্রেরণ করিলেন। ইনি একজন অশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্টের মতানুগামী থাকেন; পরে রাজা আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ইহাঁকে স্বপক্ষ করিয়া ছিলেন। ষ্টাফোর্ডের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে আয়র্লণ্ড কিছুকাল উপশান্ত রহিল। কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন হইলে গোলযোগের পরিসীমা রহিল না। আইরিস্ লোক সকল ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক যেমন নিষ্পীড়িত হইয়াছিল, তেমনি নির্দ্দয় হইয়া উহাদিগের প্রতি বৈরশুদ্ধি করিল। ফলতঃ ইংরাজদিগের চেষ্টা একেবারে আদিম আইরিস লোক সকলকে নষ্ট করিয়া আপনারা ঐ দেশে বাস করেন; সুতরাং যেখানে প্রবলতরের মনে এতাদৃশ দুষ্ট অভিসন্ধি থাকে, তাদৃশ স্থলে পরস্পর অত্যাচারের পরিসীমা থাকে না। প্রাণ লইয়া টানাটানি হইলে অতি ভীরুও সাহসী হয়—অতি দুর্ব্বলও বলবানের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। চমৎকারের বিষয় এই যে, যে ইংরাজেরা এবং স্কটলণ্ডবাসীরা ঐ সময়ে আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত 'রাজার' প্রতিকূল পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারাই আইরিসদিগের ধর্ম্ম এবং স্বাধীনতা বিনাশের নিমিত্ত সর্ব্ব-

তোভাবে যত্নবান হইল। আমরাও যে দুঃখে দুঃখী উহারাও সেই দুঃখে কাতর এমত ভাবিয়া কেহই আইরিসদিগের প্রতি সমদুঃখিতা প্রকাশ করিল না।

পূর্ব্বে যে দীর্ঘ পার্লিয়ামেণ্টের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে কয়েকজন অতি প্রধান প্রধান লোক ছিলেন। বস্তুতঃ ঐ সময়টীতে ইংলণ্ডে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরিণামদর্শী, একাগ্রচিত্ত, অনেকানেক লোক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পিম, হাম্পডেন, হলিস, সেণ্টজন, ভেন এবং ক্রমওএল সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ঐ পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ এক বৎসর মধ্যেই ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, এমত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু রাজা আপন অঙ্গীকৃত প্রতিপালনে একান্তই পরাঙ্মুখ, ইহা জানিয়া তাঁহারা যে পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন সেই পর্য্যন্ত করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। বস্তুতঃ মনুষ্যের স্বভাবও এমত নয় যে, একবার কোন বিষয়ে যত্নাতিশয় করিলে সেই বিষয়ে ঠিক ন্যায়পথবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে। যে দিকে অধিক চেষ্টা করা অভ্যাস হইয়া যায়, তাহাতে লোকে প্রায়ই একদেশদর্শী এবং ন্যায়পথবহির্ভূত হইয়া পড়ে। পার্লিয়ামেণ্ট সভারও সেইরূপ হইল। ঐ সভা রাজার শক্তি খর্ব্ব করণার্থ সমূহ প্রয়াস পাইয়া যখন সেই শক্তি আপনার প্রকৃত সীমার অন্তর্ভূত হইয়া পড়িল, তখনও তাহাকে আরও খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজার প্রিয় মন্ত্রী ষ্ট্রাফোর্ডের নামে অভিযোগ হইল এবং তিনি দোষী প্রমাণিত হইয়া নিহত হইলেন। কাণ্টরবুরীর আর্চবিশপ যিনি প্রথমাবধি রাজার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারও ঐ দশা হইল। সৈন্যাধিপত্য চিরকাল রাজার হস্তগত ছিল, এক্ষণে পার্লিয়ামেণ্ট সেই শক্তি অপহরণের নিমিত্তও চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন আর দুই পক্ষে কোন প্রকার ঐক্য হইবার উপায় রহিল না। রাজা লণ্ডন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ইয়র্ক নগরে গমন করত সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের নিয়োজিত সেনাপতিগণও সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রধান প্রধান নগর এবং বাণিজ্য-বন্দর হইতে বিশেষতঃ ইংলণ্ডের পূর্ব্বোপকূল ভাগ হইতে, পার্লিয়ামেণ্টের অধিক সৈন্য সংগৃহীত হইল। রাজার সেনা পল্লীগ্রামস্থ ভূম্যধিকারী ও তৎপ্রজাবর্গে পরিপূর্ণ হইল। রাজসৈন্যে অশ্বারোহ ভদ্রলোক অধিক ছিল, এই জন্য রাজপক্ষ 'কাবালিয়র' অর্থাৎ অশ্বারোহ

অভিহিত হইল এবং পার্লিয়ামেণ্টের সৈন্যগণ অধিকাংশই ক্ষুদ্র কেশ ধারণ করিত, এই হেতু 'রৌণ্ডহেড' অর্থাৎ 'গোলশিরস্ক' এই উপাধি প্রাপ্ত হইল। রাজা আপনি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের সৈন্যগণ 'আর্ল অব এসেকস' নামা কোন প্রধান ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে লাগিল। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে দুই দলে যুদ্ধ হয়। প্রথমে রাজার সৈন্যগণ সর্ব্বস্থলেই বিজয় লাভ করিতে লাগিল। তাহার কারণ, রাজ সৈন্যে ভদ্রলোক অধিক ছিল; তৎকালে ইংলণ্ডের ভদ্রলোকমাত্রেরই অস্ত্রবিদ্যায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অভ্যাস ছিল; আর পার্লিয়ামেণ্টের সেনানীগণের মধ্যে অনেকের মনে মনে এমত শঙ্কাও ছিল যে, রাজাকে নিতান্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিলে, আর পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ উঁহার সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে সম্মত হইবেন না; সুতরাং এই সকল আশঙ্কা প্রযুক্ত পার্লিয়ামেণ্টের নিয়োজিত সেনাপতিগণের মধ্যে সকলের একরূপ অভিমত ছিল না। কি করিতে কি হইয়া উঠিবে, এই ভাবিয়া অনেকেই দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেবল এক ব্যক্তির মনে ঐ সকল দ্বৈধভাব একবারও উদ্রিক্ত হয় নাই। তিনি প্রথমাবধিই স্পষ্টই দেখিয়াছিলেন যে, যখন একবার অস্ত্রধারণ করা হইয়াছে, তখন মনে মনে সন্দেহ করিয়া কার্য্য করায় কার্য্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে সৈন্যগণ সুশিক্ষিত, সাহসিক এবং কার্য্যক্ষম হয় তিনি নিরন্তর এই যত্নই করিতেছিলেন। বিশেষতঃ তিনি আপন অধীন সৈন্যগণের মনে এই ভাব দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা সামান্য যুদ্ধ নয়—উহা প্রকৃত ধর্ম্ম-যুদ্ধ। যাহারা উহাদিগের বিপক্ষ তাহারা কেবল উহাদিগেরই শত্রু নয়—তাহারা জগদীশ্বরেরও শত্রু—তাহারা মহা বিধর্ম্মী—পরম নারকী; সুতরাং উহাদিগকে নষ্ট করায় কেবল ইহলোকের উপকার হইবে এমত নহে, তদ্দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মের সংস্থাপন হওয়াতে যে পরকালেরও মঙ্গল সাধন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

ক্রমওএলের অধীনস্থ সৈন্যগণের মনে এই সকল সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গেলে, তাহারা একেবারে অজেয় হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রের যে দিকে উহারা আক্রমণ করিত, কাহার সাধ্য যে সেই দিক রক্ষা করে? যে দিক উহারা রক্ষা করিত, কেহই সেই দিক পরাভূত করিতে পারিত না। ইহারা আপনাদিগের গুণেই 'আইরন সাইড' অর্থাৎ লৌহ-পার্শ্বক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে স্কটলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টও ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের সহিত একমত হইয়া তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ একবিংশ সহস্র সেনা প্রেরণ করিল। স্কটদিগের এই কর্ম্মটী কোন মতেই উচিত হয় নাই; রাজা উঁহাদিগের নিকট যাহা যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন সেই সকল অঙ্গীকার প্রতিপালনে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই। তথাপি, ইংলণ্ডে আপনাদিগের প্রেসবিটীরীয় ধর্ম্ম-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার বাসনায় উঁহারা তাদৃশ অন্যায়াচরণ করিল। স্কটদিগের আরও অধিক নীচতা এই যে, তাহারা ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের ভৃত্তি স্বীকার পূর্ব্বক সৈন্য প্রেরণ করে। যাহা হউক, ক্রমওএলের লৌহ-পার্শ্বক এবং স্কটদিগের সৈন্যসমূহ রণস্থলে উপস্থিত হওয়া অবধি আর রাজার পক্ষে মঙ্গল রহিল না। তিনি প্রতি যুদ্ধেই পরাভবপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার অনুচরবর্গ নানা প্রকার দোষে লিপ্ত হওয়াতে কদাপি প্রজা সাধারণের অনুরাগ ভাজন হইতে পারে নাই। তাহাদিগের মধ্যে পান দোষটী অতিশয় প্রবল ছিল এবং শত্রু পক্ষীয়েরা নিতান্ত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়াইত বলিয়া তাহারা একেবারে ধর্ম্মের নামও করিত না। রৌণ্ডহেডেরা কখন অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিত না; কাবালিয়রেরা সেই জন্যই অনেকে ঐ দোষে দূষিত হয়। রৌণ্ডহেডেরা সকল কথাই অল্পে অল্পে মৃদুস্বরে কহিত, কদাপি হাস্য পরিহাসে কালাতি-পাত করিত না; কাবালিয়রেরা সেই জন্যই চীৎকার এবং অট্টহাস ব্যতিরেকে কোন কথাই কহিত না। ফলতঃ ঐ দুই প্রতিপক্ষ দলের আচার, ব্যবহার এবং মতের সম্পূর্ণ রূপেই প্রভেদ হইয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এমন এক একটী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহারা আপনাদিগের সমকালীন সকল ব্যক্তিকেই স্ব স্ব মতানুবর্ত্তী করিয়া তুলেন—যাঁহাদিগের রীতি চরিত্র সকলেরই অনুকরণীয়—এবং যাঁহারা যে দিকে লইয়া যান অপর সকলে সন্তোষপূর্ব্বক সেই দিকেই গমন করে। ক্রমওএল ঐ প্রকার লোকদিগের মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। দেখিতে দেখিতে পার্লিয়ামেণ্টের সৈন্যগণ সকলেই তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়া পড়িল—সকলেই গম্ভীর প্রকৃতি, সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, সকলেই একান্ত ভক্তিমান এবং সকলেই যুদ্ধ স্থলে নির্ভয়হৃদয় হইল। সুতরাং রাজ সৈন্য যদিও কোন কোন স্থলে জয় লাভ করিত, তদ্দ্বারা রাজার বিশেষ উপকার দর্শিত না। প্রজাগণ কোথাও রাজসেনার প্রতি তুষ্ট হয় নাই। 'মণ্টরোজ' নামা এক জন স্কটলণ্ড

দেশীয় ভূম্যধিকারী নিজ অসাধারণ বুদ্ধিবলে স্কটলণ্ডের সমুদায় উত্তরভাগ জয় করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইনি অনেক স্থলে প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর হানিবালের * তুল্য রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া উপর্য্যুপরি ছয়বার স্কটলণ্ডীয় কবেনাণ্টরগণকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করেন। কিন্তু তাহা করিলে কি হইবে, তিনি আপনার বল কোথাও দৃঢ় করিতে পারিলেন না এবং পরিশেষে তাঁহাকে স্কটলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে হইল। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে রাজার সমুদায় বল একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রথমে অক্সফোর্ড নগরে প্রস্থান করিলেন; পরে ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টে 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' নামক সম্প্রদায়ের প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া স্কটলণ্ডীয় সেনাগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। সেনাপতি ক্রমওয়েল্ উক্ত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন। ইহাঁরা প্রেসবিটিরীয় মতাবলম্বী স্কট এবং দীর্ঘ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ অপেক্ষাও রাজ্য এবং ধর্ম্ম শাসন বিষয়ে অধিকতর পরিবর্ত্ত করিবার মনন করিতেন। রাজা মনে করিয়াছিলেন যে, স্কটদিগের শরণাপন্ন হইলে ঐ 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট'দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। কিন্তু তাহা হইল না, স্কটলণ্ডীয় সৈন্যগণ ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের স্থানে চল্লিশ লক্ষ টাকা পাইয়া রাজাকে উহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল এবং সৈনিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইল। পার্লিয়ামেণ্টের ইচ্ছা হইল, ইংলণ্ডীয় সৈন্যদিগকেও ঐ রূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন; কিন্তু উহারা কার্য্যান্তরে গমন করিতে অস্বীকার করিল। এইরূপ ঘটিয়া উঠিলে, রাজা প্রকাশ্যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদিগের সহিত, আর গোপনে গোপনে প্রেসবিটীরীয়দিগের সহিত, সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ গুপ্ত সন্ধির সময়ানুসারে স্কটলণ্ডীয় সেনা রাজপক্ষ হইয়া ইংলণ্ডে প্রবেশ করিল এবং ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে প্রেসবিটীরীয় মতাবলম্বী রাজপক্ষীয় যত লোক ছিল, তাহারাও অস্ত্রধারণ করিল। ক্রমওএল সত্বর হইয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন—এক যুদ্ধেই স্কটলণ্ডীয় সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিলেন—এবং এমত অবিশ্বাস্য রাজার সহিত সন্ধিবন্ধনের চেষ্টা করা ব্যর্থ এই নিশ্চয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে যে সকল 'প্রেসবিটীরীয়' সভ্য ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অপমানিত হইয়া স্বস্থান-ভ্রষ্ট

* কার্থেজীয়দিগের সেনাপতি এবং রোমীয়দিগের পরম শত্রু। রোমইতিহাসের দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের বর্ণনে ইহাঁর প্রভাব সবিশেষ প্রকাশিত আছে। নব্যদিগের মধ্যে কেবল নেপোলিয়ান বোনাপার্টী ই, ইহাঁর সহিত উপমিত হইতে পারেন।

হইলেন। পার্লিয়ামেণ্টে, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বই আর কোন লোক রহিল না। তখন রাজার বিচারার্থ এক মহতী ধর্ম্মাধিকরণ সভা সংস্থাপিত হইল। রাজা সেই সভা সমক্ষে আনীত হইলেন—বিচারে দোষী হইলেন—এবং আপন ভবন সমক্ষে এক উচ্চ মঞ্চোপরি সহস্র সহস্র ব্যক্তির সমক্ষে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে বিনষ্ট হইলেন। এই ব্যাপার ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

[সাধারণ তন্ত্রতা—ক্রম্ওএলের প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী—ইংলণ্ডের প্রভাবশালিতা—ওলন্দাজদিগের ও অন্যান্যের সহিত যুদ্ধ—ক্রমওএলের মৃত্যু—রিচার্ড ক্রমওএল—রাজ-তন্ত্রতার পুনঃ প্রবৃত্তি।]

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজার প্রাণবধ করিয়া ইংলণ্ডে সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যশাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিল। উহাদিগের মতে প্রজারাই রাজ-শক্তির নিদানভূত। অতএব প্রজা সাধারণের প্রতিনিহত ব্যক্তিরাই রাজ-শক্তি ধারণ করিতে পারে, অন্য কাহারও সেই শক্তি ধারণের ক্ষমতা নাই। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে হৌস অব লর্ডস নামক যে ভূম্যধিকারী ও যাজকবর্গের সভা ছিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর এবং রাজশক্তি ধারণের অনধিকারী বিবেচনায় রহিত হইল। এইরূপে সমুদায় রাজশক্তি কেবল 'হৌস অব্ কমন্স' নামক সভার হস্তগত হইলে তাহারা সেনাপতি 'ক্রমওএল'কে আয়র্লণ্ড শাসন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। আয়র্লণ্ডে তখন তিনটী পরস্পর প্রতি-পক্ষ দল প্রবল হইয়াছিল। একটী রোমান কাথলিক মতাবলম্বী, দ্বিতীয়টী রাজপক্ষ, আর তৃতীয়টী পার্লিয়ামেণ্টের অনুগামী। ক্রমওএল অতি অল্পকাল মধ্যেই রোমান কাথলিক এবং রাজপক্ষীয় এই উভয় দলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আয়র্লণ্ডে পার্লিয়ামেণ্টের অপ্রতিহত প্রভাব সংস্থাপিত করিলেন। ইনি যেরূপ আয়র্লণ্ড শাসন করিয়াছিলেন ইহাঁর পূর্ব্বে কখন ঐ দেশ তেমন শাসিত হয় নাই। অতি পরুষ ব্যবহার * দ্বারা তিনি বিপক্ষ মাত্রকেই ভীত করিলেন—যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান দ্বারা স্বপক্ষ সমুদায়কে প্রবল করিলেন—এবং অনেক ইংরাজকে সপরিবারে আয়র্লণ্ডের নানা স্থানে সংস্থাপিত করতঃ ঐ দেশে ইংরেজদিগের কর্ত্তৃত্ব বদ্ধ-মূল করিলেন।

---

* ড্রগীডা নগর নিবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা অন্যূন নয় সহস্র ব্যক্তিকে তিনি একাক্রমে বিনষ্ট করেন।

ক্রমওএল্ যে সময়ে আয়র্লণ্ড জয় করিতে যান, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিনিহত ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র হলণ্ড হইতে মণ্টরোজনামা প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে স্কটলণ্ডে প্রেরণ করেন। কিন্তু মণ্টরোজ এইবার কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি ধৃত হইয়া এডিনবর্গ নগরে নীত হইলেন, এবং তথায় বিচারান্তে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। কিন্তু স্কটলণ্ডীয়েরা প্রেসবিটিরীয় ধর্ম্ম-শাসন-প্রণালী ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত করিবে এই অভিপ্রায়েই রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের সহায়তা করিয়াছিল; সুতরাং যখন তাহারা দেখিল যে, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদিগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তাহাদিগের চিরসঞ্চিত মানস সিদ্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হইল, তখন স্কটলণ্ডীয়েরা চার্লসের পুত্রকে স্বদেশে আহ্বান করিল এবং তাঁহাকে প্রেসবিটিরীয় মতাবলম্বন করিতে স্বীকার করাইয়া রাজ্য প্রদান করিতে স্বীকার করিল। ক্রমওএল এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আয়র্লণ্ড হইতে লণ্ডনে আগমন করিলেন এবং সত্বর পদে স্কটলণ্ডে গিয়া উপস্থিত হইলেন। স্কট সৈন্যগণ নির্ব্বোধ যাজকদিগের পরামর্শানুসারে 'ডনবারের' যুদ্ধে প্রবলতর বেগে ক্রমওএলের প্রতি আক্রমণ করিল; কিন্তু যেমন কোন মৃতপাত্রের প্রহারে সুদৃঢ় আয়সাস্ত্রের কোন ক্ষতি হয় না, প্রত্যুত ঐ দুর্ব্বল পাত্রই স্বয়ং খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, সেইরূপ স্কটসৈন্যও লৌহ পার্শ্বকদিগের সহিত যুদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমওএল ইহার পর এক বৎসর স্কটলণ্ডে অবস্থিতি করেন। স্কটলণ্ডীয়েরা পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিল—রাজপুত্রকে রাজমুকুট ধারণ করাইল—কিন্তু পূর্ব্ব যুদ্ধে এমনই শিক্ষা পাইয়াছিল যে, কোন মতেই আর সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিল না। তাহারা কৌশলপূর্ব্বক কখন এদিক কখন ওদিক করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ স্কট-সেনানী দেখিলেন যে, ইংলণ্ড গমনের পথ মুক্ত হইয়া আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিলেন এবং অতি দ্রুত গমনে লণ্ডন নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ক্রমওএলও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া 'উরষ্টার' নগরে স্কট সেনার সন্দর্শন পাইলেন। তিনি অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন এবং তুমুল সংগ্রামের পর একবারে বিপক্ষ দলকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। রাজপুত্র মহাকষ্টে প্রাণমাত্র লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। ক্রমওএল "মঙ্ক' নামক এক জন সেনাপতিকে স্কটলণ্ডে রাখিয়া আপনি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন।

এ পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্টে এবং সৈন্যগণের ঐক্যমত ছিল ; কিন্তু বিপৎকালের সৌহার্দ্দ প্রায়ই সম্পদে স্থায়ী হয় না। পার্লিয়ামেণ্টে এবং ক্রমওএলে বিবাদ উপস্থিত হয়। ক্রমওএল তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সৈনিক সমভিব্যাহারে গিয়া সদস্যগণকে কটুবাক্যে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ছি! ছি! তোরা দূর হ—দূর হ—ভদ্রলোকদিগকে এখানে আসিতে দে—আমি বলিতেছি তোরা পার্লিয়ামেণ্টে বসিবার যোগ্য নহিস—ঈশ্বর তোদের পরিত্যাগ করিয়াছেন"। এই বলিয়া তিনি উহাদিগকে দূর করিয়া দিলেন। ইহার পর ক্রমওএল আপন মতানুগামী কতকগুলি লোক লইয়া একটী সভা করেন। ঐ সভাতে 'বেয়ার-বোন্' নামা এক জন অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি ছিল। এই হেতু লোকে বিদ্রূপ করিয়া ঐ সভাকে বেয়ারবোনের পার্লিয়ামেণ্ট বলিত। সেই সভার সভ্যগণ ক্রমওএলের হস্তে সমুদায় রাজশক্তি সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে 'প্রোটেক্টর' অর্থাৎ রক্ষিতা উপাধি প্রদান করিল। প্রোটেক্টর মহাশয় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনাপতিগণ প্রদেশে প্রদেশে বিচারপতির কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া * এমন উত্তমরূপে ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন যে, কোথাও আর বিদ্রোহ হইতে পারিল না। প্রজামাত্রেই পূর্ব্বাপেক্ষা সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিল—ধর্ম্ম সংক্রান্ত মত-ভেদ লইয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় গোলমাল হইতে পারিল না—রোমান কাথলিক ভিন্ন আর সকল খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোক স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল—এক প্রকার হৌস অব লর্ডস সভাও পুনসংস্থাপিত হইল—আর বাহিরে সর্ব্বত্রই ইংলণ্ডের সম্মান এবং গৌরব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ক্রমওএল এইরূপে ইংলণ্ডের প্রধানপদ অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তদ্দেশের মহিমা সম্বর্দ্ধন করিলেন। † তাঁহার সময় অবধি ইংরেজ নামটী সর্ব্বদেশে মাননীয় হইয়া উঠিল। জেম্‌সের এবং চার্লসের সময়ে ইংলণ্ড, ইউরোপীয় রাজাদিগের নিকট অতি হীনবল এবং নিতান্ত অবজ্ঞেয় হইয়াছিল। ক্রমওএলের পোতাধ্যক্ষ বেক নামক যুদ্ধবীর প্রথমে হলণ্ডের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন;

* ভারতবর্ষে ডালহৌসির একান্ত অনুমোদিত অনিয়ম (নমরেগুলেসন) শাসনপ্রণালী কিয়দংশে ঐরূপ। পঞ্জাব প্রদেশেই ইহা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হইয়াছে।

† ভারতবর্ষে এই সময়ে সম্রাট সাজাহানের আমল ও মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণ সমৃদ্ধির কাল।

পরে স্পেইন্ দেশের রাজাকে হীন-সন্ধি গ্রহণ করাইলেন; অনন্তর বার্ব্বরি দেশের জলদস্যুগণও তাঁহার যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিল। বেলজিয়মের অন্তর্গত ডনকার্ক নগর ইংলণ্ডের অধিকৃত হইল এবং ইউরোপের মধ্যে যেখানে যত প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী লোক বাস করিত সকলেই ক্রমওএলকে আপনাদিগের রক্ষিতা বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহার দোহাই দিয়াই অনেকানেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। পোপ স্বয়ং ক্রমওএলের ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। তিনি কোন সময়ে পোপকে এই বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, প্রটেষ্টাণ্টদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ না করিলে ইংলণ্ডীয় কামান সকলের ভীষণ ধ্বনি রোম নগরেও বিশ্রুত হইবে। পোপ জানিতেন যে ক্রম্ওএল যাহা বলেন তাহাই করিয়া থাকেন; কদাপি উহাঁর বাক্যের অন্যথা হয় না। ফলতঃ যদি ঐ সময়ে ইউরোপখণ্ডে পুনর্ব্বার ধর্ম্ম-যুদ্ধ আরম্ভ হইত, তবে ক্রম্ওএল্ প্রটেষ্টাণ্ট মাত্রেরই সেনাপতি হইয়া যে যুদ্ধবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন কাহার নিকট পরাভব প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং তাদৃশ ধর্ম্ম যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যে, বিবিধ কীর্ত্তিকলাপ সংস্থাপন দ্বারা ইংরেজদিগের বিশিষ্ট শ্রদ্ধাস্পদ হইতেন, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাহা হইল না; ইংরাজেরা অধিকাংশই মনে মনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিল; কেবল ভয় প্রযুক্তই কেহ কোন কথা বলিতে পারিত না। উহাদিগের ভয় এমত প্রবল হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যু হইলে যখন তাঁহার পুত্র রিচার্ডও 'প্রোটেক্টর' উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করিলেন তখনও প্রথমতঃ কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। কিন্তু প্রজাসাধারণ কিছু না বলিলেও যে সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছিল, তাহারা রিচার্ডের প্রতি অনুরক্ত ছিল না। কারণ বীরপুরুষদিগের স্থানে অক্ষমের সম্ভ্রম রক্ষা হওয়া দুষ্কর—আর তিনি বাস্তবিক সাধুশীল হইয়াও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদিগের ন্যায় ধর্ম্ম-ধ্বজী ছিলেন না, অর্থাৎ সকল কথাতেই ধর্ম্মের বিচার এবং বাইবলের বচন আবৃত্তি করিয়া ভাবে গদ্ গদ হইতে পারিতেন না। সৈন্যগণ প্রথমতঃ রিচার্ডের শাসন অঙ্গীকার করিয়া সাধারণ-তন্ত্র সংস্থাপিত করিল বটে, কিন্তু সকল সেনার এক প্রকার মত হইল না। সকল সেনানীই মনে মনে আপনি ক্রম্ওএলের ন্যায় সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব লাভ করিবেন এই আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। সুতরাং

তাহাদিগের পরস্পর বিবাদে রাজ্য শাসনের সাতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সকল কারণে প্রজা সাধারণ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং প্রায় সকলেই মনে মনে এমত প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, যদি পূর্ব্বের রাজবংশ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে এই দুর্ব্বৃত্ত সৈনিকগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাও শ্রেয়ঃ। এই রূপে লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রেস্‌বিটীরীয় এবং রাজপক্ষীয় সকলে ঐকমত্যাবলম্বন করিল। এমত সময়ে ক্রম্‌ওএল, যে মঙ্ক নামক সেনাপতিকে স্কটলণ্ডে রাখিয়া আসিয়াছিলেন তিনি লণ্ডন নগরে স্থিত সেনাদিগের অনুমত শাসন-প্রণালী অমান্য করিয়া আপনি সসৈন্যে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ আপন অভিপ্রেত কিছুই ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু পরে যখন জনসাধারণের মন বুঝিতে পারিলেন তখন এক স্বাধীন পার্লিয়ামেণ্ট সভা আহ্বান করিয়া সেই সভার হস্তে রাজ্যের বন্দোবস্ত করণের ভার দিলেন। সকলেই নিশ্চয় করিয়াছিল যে, পার্লিয়ামেণ্ট বাস্তবিক স্বাধীন হইলে পূর্ব্ব রাজবংশ পুনর্ব্বার সিংহাসনে সংস্থাপিত হইবে। ফলতঃ তাহাই হইল। প্রথম চার্লসের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাসমারোহ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে পরিগৃহীত হইলেন। জনসাধারণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীত হইতে লাগিল। নগরের পয়ঃপ্রণালী পর্য্যন্ত মদিরায় পরিপূর্ণ হইল—লণ্ডন নগর দীপমালায় শোভমান হইল—কেবল সেনাগণ মাত্রেই অধোবদন হইয়া রহিল, নচেৎ আর সকলেই আনন্দ নীরে অভিষিক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের শুভ আগমন হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

[দ্বিতীয় চার্লস—রীতি পরিবর্ত্ত—হলণ্ডের সহিত যুদ্ধ—চতুর্দ্দশ লুই—পার্লিয়ামেণ্টের সহিত বিবাদ—হেবিয়স কর্পস—টাইটস্‌ ওএটিস—রোমান কাথলিকদিগের প্রতি অত্যাচার—তাহার নিবারণ।]

দ্বিতীয় চার্লস রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ সর্ব্ব সাধারণের প্রতি ক্ষমা বিস্তার করিয়া এইরূপ ঘোষণা করাইলেন যে, পূর্ব্বরাষ্ট্র-বিপ্লবে যাহাদিগের রাজার প্রাণ বধেবিশিষ্ট সংশ্রব ছিল তদ্ভিন্ন অপর কেহই দণ্ডনীয় হইবে না। অতএব রাজহত্যাকারী কতিপয় ব্যক্তিমাত্র দণ্ডার্হ হইল ; আর ক্রমওএল প্রভৃতি

যাঁহারা পূর্ব্বেই কালবশে লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের শব সমাধিস্থান হইতে উৎখাত হইয়া ফাঁসি কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হইল। ইংলণ্ডের প্রজা সাধারণ স্বদেশে রাজা না থাকায় এত কষ্ট পাইয়াছিল যে, এক্ষণে রাজার আগমন হওয়াতে তাহারা তৎপ্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়া পড়িল। রাজ্যশাসনের প্রণালী রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল অতি শীঘ্র সেই অবস্থাপন্ন হইতে লাগিল। ধর্ম্ম-শাসনেরও পূর্ব্ব প্রণালী সংস্থাপিত হইল অর্থাৎ মধ্যে প্রেস্‌বিটীরীয় এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মত যেরূপ প্রবল হইয়াছিল আর তাহা রহিল না, তন্মতাবলম্বিগণ যাজকের কর্ম্ম হইতে বিতাড়িত হইল এবং 'এপিস্কোপেলীয়' মতের অনুযায়ী আর্চবিশপ বিশপ প্রভৃতি যাজকগণ পুনর্ব্বার যাজকতায় প্রবর্ত্তিত হইলেন। অধিকন্তু পিউরিটানেরা প্রবল হইয়া দেশ হইতে সকল আমোদ প্রমোদ নিরাকৃত করিয়াছিল; খৃষ্টমস্ দিনে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ ভূরি ভোজের এবং নৃত্য গীতের প্রথা ছিল তাহা তাহারা রহিত করিয়া ঐ দিবস উপবাসে যাপন করিতে হয় এমত নির্দ্দেশ করিয়াছিল। উহাদিগের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে নাট্য ক্রিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; পিউরিটানেরা তাহাও রহিত করে। ভল্লুকের নৃত্য দেখায় লোকে সমধিক আমোদ করিত; তাহাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ফলতঃ পিউরিটানেরা আমোদ প্রমোদের পরম শত্রু ছিল। এক্ষণে উহারা নিস্তেজ হওয়াতে সকলেই উহাদিগের প্রতি বিদ্রূপ করিতে লাগিল এবং ইন্দ্রিয়দমন কার্য্যে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া সকলেই যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করিল। লম্পটতা, মাদকদ্রব্য সেবন, অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, এই সকল সল্লোকের চিহ্ন হইয়া উঠিল! যাহারা তাহাতে আমোদ না করিত, তাহারাই দুষ্ট, কুটিল মতি, এবং রাজবিদ্রোহী বলিয়া সকলের নিকট অপমানিত ও পরিপীড়িত হইত। রাজা স্বয়ং লম্পটের শেষ, চপলের শেষ, অলসের শেষ এবং অধার্ম্মিকের শেষ ছিলেন। গুণের মধ্যে তাঁহার কিঞ্চিৎ বক্তৃতা শক্তি ছিল—কিঞ্চিৎ বিদ্যা-ছিল এবং মনটা নিতান্ত কঠিন ছিল না। ফলতঃ লম্পট ব্যক্তিরা যদিও পরম স্বার্থপর হয় তথাপি পর দুঃখ দর্শনে তাহাদিগের কদাপি অধিক সুখানুভব হইতে পারে না। চার্লসেরও কেবল ঐ মাত্র গুণ ছিল। তিনি পরদুঃখে প্রকৃতপক্ষে কাতর না হউন, কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক তাঁহার আমোদ প্রমোদের ব্যাঘাত হইলেই বিরক্ত হইতেন। এমত প্রকৃতি অভাজন রাজা কখনই

গম্ভীর-প্রকৃতি পুরুষার্থ সাধনে তৎপর ইংরেজ জাতির শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারে না। চার্লস অতি শীঘ্রই দেখিলেন যে, তাঁহার প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট যত ভক্তি-মান হইয়াছিল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পার্লিয়ামেণ্ট সেরূপ রহিল না। উহারা টাকা দেওয়ায় অনেকানেক আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিল। অতএব তিনি ফ্রান্সরাজ চতুর্দ্দশ লুইর নিকট ক্রমওএলের অধিকৃত ডঙ্কার্ক নগর বিক্রয় করিলেন এবং সমধিক পণ পাইয়া পর্টুগাল রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই বিবাহে চার্লস পোর্টুগিজদিগের স্থানে বোম্বাই দ্বীপ যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই সকল করিয়াও রাজা আপনার ব্যয়োপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অতএব তিনি হলণ্ডের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, যুদ্ধের খরচ বলিয়া চাহিলে পার্লিয়ামেণ্টের স্থানে অবশ্যই টাকা পাইব এবং তাহার কিয়দংশ দ্বারা আপনার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। রাজার কনিষ্ঠ সহোদর জেমস্ রণপোত সমস্তের অধ্যক্ষ হইয়া ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করতঃ জয়লাভ করিলেন; কিন্তু খরচের অভাবে ঐ সকল রণপোত অধিক কাল যুদ্ধস্থলে থাকিতে পারিল না। তাহাদিগের অধি-কাংশই টেমস নদীতে আনীত হইল এবং নাবিক ও যোদ্ধৃবর্গকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল। ওলন্দাজেরা ঐ সুযোগে টেমস নদীতে প্রবিষ্ট হইল এবং ইংরাজদিগের অন্যূন বিংশতি খান বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ নষ্ট করিয়া ফেলিল। উহারা মনে করিলে ঐ সময় লণ্ডন আক্রমণ করিয়া সমুদায় প্রধ্বংশ করিতে পারিত। চার্লস ওলণ্ডাজদিগের সহিত হীনসন্ধি করিলেন।

এই সময়ে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিলেন। তিনি বেলজিয়ম এবং হলণ্ড জয় করিবার নিমিত্ত একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এখানে ইংরাজেরাও নিশ্চয় করিয়াছিল যে, ফ্রান্স চিরকাল ইংলণ্ডের প্রতিযোগী; এক্ষণে এই ফ্রান্স এমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, যদি উহাকে দমন করিবার কোন উপায় না করা যায়, তবে সমূহ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। চার্লস আপন প্রজাদিগের মন বুঝিতে পারিয়া উহাদিগকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত হলণ্ড এবং সুইডেনের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন। ঐ দুই দেশের লোকেই প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী, সুতরাং ইংরাজেরা সমধর্ম্মীদিগের সহিত সম্প্রীতি হওয়াতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। উহারা তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু বিশ্বাস সহকারে রাজার

হস্তে অধিক অর্থ প্রদান করিল না; রাজা হাতে টাকা পাইলে পাছে আপনি ব্যর্থ কর্ম্মে ব্যয় করেন, অথবা ভৃতিভুক সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেশের স্বাধীনতা নষ্ট করেন, এই ভয়ে কোন পার্লিয়ামেণ্টই চার্লসকে একেবারে অধিক টাকা দিতে স্বীকার করিল না। ফলতঃ ঐ সময়ের ইংরাজেরা পাছে রাজার ভৃতিভুক সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ইহা অতিশয় ভয় করিত। ক্রমওএলের ভৃতিভুক সেনাগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হওয়া অবধি তাহারা তাদৃশ সৈন্যের প্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। ফলতঃ চার্লসের সেনা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ সহস্রের অধিক ছিল না—রাজা নিজস্ব হইতেই তাহাদিগের ভৃতি প্রদান করিতেন—তথাপি পার্লিয়ামেণ্ট ঐ সৈন্যের প্রতি অনুক্ষণ বিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত।

সে যাহা হউক, যখন চার্লস দেখিলেন যে, হলণ্ড এবং সুইডেনের সহিত সন্ধি করিয়াও তিনি স্বাভীষ্ট সাধন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অধিকতর দুষ্ট উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার মনে মনে নিতান্ত ইচ্ছা যে, আপনি যথেচ্ছাচারী হন। পার্লিয়ামেণ্ট অথবা অন্য কেহ তাঁহাকে কোন কথা না বলিতে পারে। এই অভিপ্রায়ে তিনি ফ্রান্সরাজ চতুর্দ্দশ লুইর সহিত সংগোপনে এইরূপ সন্ধি বন্ধন করিলেন যে, লুই তাঁহার ব্যয়ের নিমিত্ত টাকা দিবেন, আর ইংলণ্ডীয় প্রজাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ফরাসী সৈন্য দিবেন; আর চার্লস রোমান কাথলিক ধর্ম্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক হলণ্ড দেশ জয় করণে লুইর সাহায্য করিবেন; যাহাতে ফ্রান্সের মন্দ হয়, এমত চেষ্টা কোন মতে করিবেন না। নীচপ্রকৃতি চার্লস এইরূপে লুইর ভৃতিভুক হইতে স্বীকার করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা বিক্রীত করিলেন। ইংরেজদিগের রণপোত সমস্ত পুনর্ব্বার হলণ্ডের প্রতিকূলে যাত্রা করিল, এবং সেই সময়েই ফ্রান্সের অসংখ্য স্থলগামী সৈন্য হলণ্ড-দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ওলন্দাজেরা এই সুমহৎ বিপৎপাতকালে একটী অল্পবয়স্ক কিন্তু প্রবীণবুদ্ধি এবং মহোৎসাহশালী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিল। ইহার নাম উইলিয়ম। ইনি হলণ্ডের ষ্টাট্‌হোলডর অর্থাৎ প্রধান শান্তিরক্ষক ছিলেন। ইনি ওলন্দাজদিগকে বলিলেন যে, যদি আমাদিগের দেশ নিতান্তই শত্রুর অধিকৃত হয়, তাহা হইলে আমরা সকলে সপরিবার জাহাজারোহণ করিব, এবং এসিয়ার মধ্যে জাবা প্রভৃতি যে সমস্ত সুরম্য স্থান আমাদিগের অধিকৃত আছে, তথায় গিয়া বাস করিব। যে দেশের প্রজামাত্রের এক পরামর্শে সম্মতি

হয়, কাহার সাধ্য যে সেই দেশকে পরাধীন করে? ওলন্দাজেরা বাঁধ বাঁধিয়া সমুদ্র জল হইতে আপনাদিগের দেশ রক্ষা করিয়া থাকে; উহারা এই সময়ে সেই সকল বাঁধ খুলিয়া দিল; সমুদায় দেশ জলে প্লাবিত হইয়া গেল; নগরগুলি উন্নত স্থানে অবস্থিত ছিল, অতএব সমুদ্র মধ্যে দ্বীপের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ফরাসী সৈন্যগণ অবিলম্বে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। পরে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিপক্ষ রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর সন্ধিবন্ধন হইল। চার্লসের ভ্রাতুস্পুত্রী মেরীর সহিত উক্ত উইলিয়মের বিবাহ হইল। ইংরেজ মাত্রেই ইহাতে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। উহাদিগের তাদৃশ সন্তোষের কারণ এই যে, সেই সময়ে রোমান কাথলিকদিগের প্রতি ইংলণ্ডীয় প্রটেষ্টাণ্টমতাবলম্বী প্রজাগণের সুমহৎ বিদ্বেষ ছিল। প্রথম জেম্‌সের সময়ে রোমান কাথলিকেরা দারুণ দুর্ম্মন্ত্রণা করে; অর্থাৎ বারুদযোগে পার্লিয়ামেণ্ট ও রাজাকে বিনষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করে। সেই অবধি সকলের এই দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, রোমান কাথলিকেরা না করিতে পারে এমন দুষ্কর্ম্মই নাই। এমন কি, চার্লস যখন একবার একটী আইন প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, সকল খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই আপনাপন মতানুসারে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পাইবে, তখন প্রটেষ্টাণ্টগণ সুখী হয় নাই। তাহারা ভাবিল যে, দুর্ম্মন্ত্রণা-পরায়ণ পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী, রোমান কাথলিকেরা যে প্রশ্রয় পাইবে, আমাদিগের তাহা না পাওয়াই ভাল। আবার এক সময়ে লণ্ডন নগর অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়াছিল। ঐ অগ্নিদাহ বাস্তবিক দৈবাধীন ঘটে; কিন্তু সকলেই বলিয়া উঠিল, একর্ম্ম রোমান কাথলিকেরাই করিয়াছে।

এই সময়ে কতিপয় দুষ্ট লোকে ইংরাজদিগের ঐরূপ রোমান ক্যাথলিক বিদ্বেষ আছে জানিয়া এক অদ্ভুত উপাখ্যান প্রস্তুত করিল, এবং তাহা লইয়া মহা আন্দোলন করতঃ সমুদায় দেশকে কিয়ৎকাল ব্যতিব্যস্ত, কতকগুলি নিরপরাধী ব্যক্তির জীবন বিনষ্ট, এবং আপনাদিগকে বিশিষ্ট ধনশালী এবং গৌরবান্বিত করিয়া তুলিল। টাইটস ওএটিস নামা এক ব্যক্তি কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক এই সাক্ষ্য প্রদান করিল যে, রোমান কাথলিকেরা টেম্‌স নদীস্থিত জাহাজ সকল নষ্ট এবং লণ্ডন নগর দগ্ধ ও প্রটেষ্টাণ্ট মাত্রের বধ এবং রাজার প্রাণ সংহার করিবার মনন করিয়াছে। ইংরেজ মাত্রেই ঐ কথাতে

বিশ্বাস করিল এবং ঐ সময়ে সকল লোকের অন্তঃকরণে যে কি পর্য্যন্ত ভয় এবং ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা এক্ষণে অনুমান করাও অসাধ্য। এই সকল গোলমাল উপস্থিত হইলে পার্লিয়ামেণ্টে দুইটী আইনের প্রস্তাব হইল। তাহার একটীর মর্ম্ম এই যে, যিনি প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী না হইবেন, তিনি কদাপি ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবেন না। চার্লসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেম্‌সকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করাই এই আইনের উদ্দেশ্য; কারণ তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে অতিশয় বিরক্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আইনটী অদ্যাপি প্রচলিত আছে, এবং উহা দ্বারা ইংলণ্ডের প্রজামাত্রের স্বাধীনতা রক্ষা হইতেছে। উহাকে "হেবিয়স্ কর্পস্" বলে। এই আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইলে, সে কারামোচন ও বিচারের প্রার্থনা করিতে পারে, এবং তাদৃশ প্রার্থনা বিচারপতি মাত্রকেই অবশ্য পরিপূরণ করিতে হয়। এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের যে সকল সদস্যগণ রাজপক্ষীয় ছিলেন, তাঁহারা 'টোরি' এবং যাঁহারা প্রজাপক্ষ ছিলেন তাঁহারা 'হুইগ' নামপ্রাপ্ত হইলেন। এই দুইটী নামই প্রথমে অতি নিন্দনীয় ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে মহাজনসমূহের পরিগৃহীত হওয়াতে এক্ষণে উহারা আর নিন্দাবাচক হয় না। এই দুই দল অদ্যাবধি পরস্পরের সহিত তর্ক করিয়া আসিতেছেন, এবং উহাদিগের পরস্পর তর্ক বিতর্ক দ্বারা ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ টাইটস্ ওএটিস্ প্রভৃতি দুষ্টগণের প্রবঞ্চনায় রোমান কাথলিকদিগের প্রতি কিছু কাল অত্যাচার করিয়া পরিশেষে বুঝিতে পারিল যে, ঐ সকল বিষয়ে রোমান কাথলিকদিগের কোন দোষই নাই; অতএব তাহারা রাজার ভ্রাতা জেম্‌সকে রাজ্যাধিকারচ্যুত করিবার নিমিত্ত প্রথমে যেমন যত্নবান হইয়াছিল, শেষে আর তেমন রহিল না। চার্লস প্রজাদিগের ঐরূপ অভিমত বুঝিয়া পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ করিয়া দিলেন এবং ফ্রান্সরাজ লুইর নিকট হইতে আপনার ব্যয়োপযোগী টাকা পাইয়া আর নূতন পার্লিয়ামেণ্টের আহ্বান করিলেন না। ফলতঃ তিনি এক্ষণে দিন দিন যথেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় সমুদায় রাজশক্তি গ্রহণের উপক্রম করিতে ছিলেন। তদ্দর্শনে পূর্ব্ব পার্লিয়ামেণ্টের কতিপয় সদস্য স্বদেশের স্বাধীনতা বিলোপ ভয়ে ভীত হইয়া রাজদ্রোহের পরামর্শ করিলেন। অতি সচ্চরিত্র, সুবিদ্বান, নীতিজ্ঞ

কতিপয় ব্যক্তি * এইরূপ দুর্ম্মন্ত্রণায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং উঁহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিয়ৎ-কাল পরে রাজার পরলোক হইল। তিনি মৃত্যুকালে রোমান কাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়।

[দ্বিতীয় জেম্‌স—তাঁহার চরিত্র—মন্‌মৌথের বিদ্রোহ—রোমান কাথলিকদিগের প্রাবল্য—বিশপদিগের প্রতি অত্যাচার—বিচারপতি জেফ্রিজ—উইলিয়মের আগমন—রাজার সহিত নিয়ম নিবন্ধন রাষ্ট্রপরিবর্ত্ত।]

দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা 'দ্বিতীয় জেম্‌স' উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডের রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া হুইগ পক্ষীয় অনেকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে এমত চেষ্টা করিয়াছিল যে, জেম্‌স রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হন। কিন্তু মৃত ভূপালের কৌশল এবং হুইগদিগের অত্যাচার, এই দুই কারণে প্রজা সাধারণ উক্ত চেষ্টার পক্ষপাতী হয় নাই। প্রত্যুত রোমান কাথলিকদিগের প্রতি অযথা অত্যাচার করা হইয়াছে, এই বিবেচনা করিয়া অনেকেই মনে মনে জেম্‌সের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। জেমস যদি সুমানুষ হইতেন, তবে অনায়াসেই আপনি সুখসচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিয়া আপন বংশে রাজাসন স্থায়ী করিতে পারিতেন। কিন্তু জেম্‌সের নানা দোষ ছিল। তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মের নিতান্ত গোঁড়া ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিও নিতান্ত নীচ এবং বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল ছিল; আর তিনি লোকের দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হইতে জানিতেন না। প্রত্যুত অন্যের ক্লেশ দর্শনে তাঁহার বিলক্ষণ আনন্দানুভব হইত। গুণের মধ্যে তিনি পরিশ্রম করিতে পারিতেন, এবং তাঁহার কাপট্য দোষ নিতান্ত অধিক ছিল, এমন বলা যায় না।

যে সকল হুইগপক্ষীয় লোক পূর্ব্বে জেম্‌সের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহারা অনেকেই নির্ব্বাসিত হইয়া হলণ্ডে প্রস্থান করে। উহাদিগের মধ্যে 'ডিউক অব মন্‌মৌথ' নামা একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইনি দ্বিতীয় চার্লসের উপপত্নী গর্ভজাত পুত্র। চার্লস ঐ পুত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহবান

* সিড্‌নি, রসল প্রভৃতি।

ছিলেন এবং উহাকে যথেষ্ট ভূম্যধিকার প্রদান করতঃ অতি সদ্বংশীয়া কোন কামিনীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। মন্‌মৌথ দেখিতে পরম সুন্দর, বিবিধ কলাবিদ্যায় সুপণ্ডিত, সদয়ান্তঃকরণ, এবং মুক্তহস্ত ছিলেন। রাজা তাঁহাকে কোন যুদ্ধে সেনাপতি করিয়া পাঠান, তিনি সেই যুদ্ধে বিজয়লাভ করেন। এই সকল কারণে মন্‌মৌথ সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গের নিতান্ত অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। পরিশেষে জেম্‌সকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত কোন ষড়যন্ত্রে মিলিত হইয়া সেই দোষ সপ্রমাণ হইলে তিনি নির্ব্বাসিত হয়েন।

যে সকল লোক বহুকাল বিবাসিত হইয়া থাকে, তাহারা প্রায়ই মনে মনে এমত ভাবে যে, পূর্ব্বে আমাদিগের বন্ধুবর্গ যেরূপ স্নেহবান্ ছিলেন, এবং লোকে আমাদিগের যেরূপ মানসম্ভ্রম করিত সেই সেই সকলই বর্ত্তমান আছে, আবার দেশে যাইতে পাইলেই সেই সমুদায়ই পাইব। মন্‌মৌথেরও ঐ ভ্রম হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন "দ্বিতীয় জেমস কখনই প্রজাপ্রিয় হইতে পারিবেন না; আমি যাইয়া উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডের সকল লোক একেবারে আমার পক্ষাবলম্বন করিবে এবং আমি তাহা হইলে অনায়াসে রাজা হইতে পারিব।" এই ভাবিয়া তিনি কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কতকগুলি কৃষক ও অন্যান্য সামান্য লোক তাঁহার সহিত মিলিত হইল। কিন্তু ভদ্রলোক মাত্রেই এই বিদ্রোহে হস্তার্পণ করিলেন না। সুতরাং মন্‌মৌথ অতি শীঘ্রই রাজসৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া বন্দীকৃত হইলেন। ইনি রণবন্দী হইয়া জেম্‌সের সমক্ষে নীত হইলে যৎপরোনাস্তি নীচতা প্রকাশ পূর্ব্বক আপন জীবন ভিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু জেম্‌সের পাষাণ হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করাইতে পারিলেন না। বিচারে দোষী সপ্রমাণ হইয়া ঘাতক হস্তে সমর্পিত হইলেন।

এই সময়ে মন্‌মৌথের বন্ধু এবং হুইগ্‌দলের অতি প্রধান 'ডিউক অব্ আর্গাইল' নামক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী স্কটলণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বন্দীকৃত হইয়া এডিন্‌বর্গ নগরে আনীত এবং তথায় বিচারান্তে নিহত হইলেন। এইরূপে শত্রু দমন হওয়াতে জেমসের অতিশয় সাহস হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন ওখানে প্রজাবর্গের ধর্ম্মপ্রণালীও পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। তিনি রোমান কাথলিকদিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মোপাস-

নায় কেহ কাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবে না, এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রকাশ্যরূপে রোমান কাথলিক মতের পোষকতা করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত এপিস্কোপেলীয় যাজকগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয় নাই। প্রত্যুত তিনি যত অত্যাচার করিয়াছিলেন, সকলেরই পোষকতা করিয়া লোক সকলকে এই বলিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল যে, রাজার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন, তাহাতে প্রজাদিগের কোন আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মের প্রবেশ হইলে ঐ যাজকগণের আপনাদিগের লাভের ক্রটী হইবে, এই ভাবিয়া ছয়জন বিশপ ঐকমত্যানুসারে রাজার নিকট বিনয়-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, "মহারাজ! আপনি রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মের সপক্ষতা পরিত্যাগ করুন।" রাজা ঐ আবেদন-পত্র দর্শনে একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং উক্ত বিশপদিগকে কারাবদ্ধ করিলেন।

ইহার পূর্ব্বে জেমসের প্রিয়তম বিচারপতি জেফ্রিস্ নামা নরপিশাচ বিবিধ পরুষদণ্ড প্রণয়নদ্বারা প্রজাসাধারণকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিল। তাহার পর আবার রোমান্ কাথলিকদিগের প্রাদুর্ভাব হইবার উপক্রম হইল এবং এই সময়েই রাজ্ঞী এক নবকুমার প্রসব করিলেন। সুতরাং প্রজাগণ দেখিল যে, জেমসের মৃত্যু হইলেও তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে না; তৎপুত্র পিতৃধর্ম্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক পুনর্ব্বার উহাদিগকে পীড়া দিবে। এই সকল কারণে ক্রোধ, দ্বেষ এবং ভয় ইত্যাদি প্রবল ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে প্রজামাত্রেই বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তি গোপনে হলণ্ডের 'ষ্টাটহোলডর' উইলিয়মকে, ইংলণ্ডের রাজাসন গ্রহণ করণার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। উইলিয়ম জেমসের জামাতা এবং ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, যদি জেমস ইংলণ্ডের রাজা থাকেন এবং স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রবলপ্রতাপ চতুর্দ্দশ লুইর পক্ষাবলম্বন করেন, তবে কোন মতেই প্রটেষ্টাণ্টধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারিবে না; কিন্তু যদি ইংলণ্ডকে আপন হস্তে পাই, তবে অক্লেশেই লুইর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারি। এই ভাবিয়া উইলিয়ম সসৈন্যে ইংলণ্ডে আগমন করিলেন। জেমসের অনুচরবর্গ সকলেই জেমসকে পরিত্যাগ করিল, এবং তিনি স্বয়ং ছদ্মবেশে সপরিবারে স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্স রাজের শরণাপন্ন হইলেন। ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সদস্যগণ এই আদেশ করিলেন যে, "দ্বিতীয় জেমস শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা

করিয়া রাজা ও প্রজার মধ্যে যে নিয়ম নিরূপিত আছে, সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং তিনি আপন রাজপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব ইংলণ্ডের রাজাসন এক্ষণে শূন্য আছে।" এই আদেশের সহিত কতকগুলি নিয়মও নির্দ্দেশিত হইয়াছিল। উইলিয়ম এবং তৎপত্নী মেরী ইঁহারা ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালনে সম্মত হইলে উভয়ে ইংলণ্ডের রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন।

বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের যে শাসন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা যেমন তাৎকালিক নবাবের দৌরাত্ম্যে ঘটে এবং তাহাতেও যেমন কতকগুলি প্রধান প্রধান হিন্দু এবং মুসলমান ঐক্যমত্যানুসারে ইংরাজদিগকে সিংহাসনপরিগ্রহার্থে নিমন্ত্রণ করেন, আর সেই সময়েও যেমন ইংরাজেরা কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে স্বীকার করেন, ইংলণ্ডের যে রাষ্ট্র পরিবর্ত্ত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও অবিকল সেইরূপ ঘটিয়াছিল। বিশেষের মধ্যে এই যে, ইংরাজদিগের পার্লিয়া-মেণ্ট সভা ছিল, সেই সভার সভ্যগণ উইলিয়মকে কতিপয় নিয়মে স্বাক্ষর করা-ইয়া পরে রাজ্য প্রদান করিলেন; এদেশে সেইরূপ কোন নিয়ম পত্রে স্বাক্ষর করান হয় নাই। কিন্তু কোন নিয়মপত্রে স্বাক্ষর না হউক, তথাপি সেই অবধি সকলেরই প্রতীতি আছে যে, নবাব যে সকল দৌরাত্ম্য করিতেছিলেন, সেইরূপ কিছুই করিবেন না, এমর্ত্ত স্বীকার করিয়াই ইংরাজেরা মুর্শিদাবাদের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পায়েন।

যাহা হউক, উইলিয়ম যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে স্বীকার করিলেন তাহার প্রধান প্রধান কতিপয় নিয়মের মর্ম্ম এই—যথা।

প্রথমতঃ। পার্লিয়ামেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজা নিজ ইচ্ছামত কোন আইন রদ করিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ। পার্লিয়ামেণ্ট সভা যেরূপ ও যৎপরিমাণে কর আদায় করিবার বিধি প্রদান করিবেন, রাজা তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপে অথবা তদধিক পরিমাণে কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

তৃতীয়তঃ। প্রজামাত্রেই রাজসন্নিধানে আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে পারিবে। রাজা তজ্জন্য কাহার প্রতি কোন দণ্ড প্রণয়ন করিতে পারিবেন না।

চতুর্থতঃ। রাজা পার্লিয়ামেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজ্য মধ্যে ভৃতিভুক সৈন্য রাখিতে পারিবেন না।

পঞ্চমতঃ। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণ স্ব স্ব গৃহে অস্ত্র শস্ত্র রাখিতে পারিবেন; তাহা নিবারণ করিতে পারিবেন না।

ষষ্ঠতঃ। পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ সম্পূর্ণরূপেই প্রজা সাধারণকর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। রাজা ভয় উৎকোচাদি দ্বারা প্রজাদিগের মত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না।

সপ্তমতঃ। পার্লিয়ামেণ্টে যিনি যে কথাই বলুন না কেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কোথাও অভিযোগ উত্থাপন হইতে পারিবে না।

অষ্টমতঃ। কোন বিচারপতি অযোগ্য ধনদণ্ড অথবা শারীর দণ্ড করিতে পারিবেন না।

নবমতঃ। রাজদ্রোহ দোষের বিচারাবধারণ করা যে সকল জুরির হস্তে সমর্পিত হইবে, তাহাদিগের সকল ব্যক্তিরই সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনসম্পত্তিশালী হওয়া আবশ্যক হইবে।

দশমতঃ। কোন ব্যক্তি দোষী প্রমাণ না হইতে হইতে "অমুক দোষী প্রমাণ হইলে তাহার স্থানে যে অর্থদণ্ড গ্রহণ করা যাইবে তাহা তোমাকে দিব" রাজারা কাহার নিকট এমত অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

একাদশতঃ। প্রজাসাধারণের সর্ব্ব প্রকার দুঃখ বিমোচনের উপায়াবধারণার্থে এবং দেশীয় ব্যবস্থা সমস্ত সংশোধিত এবং দৃঢ়ীভূত করণার্থে শীঘ্র শীঘ্র পার্লিয়ামেণ্টের সভার আহ্বান করা আবশ্যক হইবে।

দ্বাদশতঃ। রাজবংশীয় কোন ব্যক্তি স্বয়ং রোমান্ কাথলিক মতাবলম্বী হইলে অথবা তন্মতাবলম্বী কাহাকেও বিবাহ করিলে সেই ব্যক্তি কদাপি ইংলণ্ডীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে না। প্রজাগণ তাদৃশ ব্যক্তিকে বাদ দিয়া অপর যে কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতে পারে তাহাকেই রাজাসন প্রদান করিবে।

এই সকল নিয়ম দ্বারা রাজা ও প্রজার বিবাদ একবারে নিষ্পত্তি হইয়া গেল। 'রাজ্যপদ ঈশ্বরদত্ত', প্রজারা রাজকার্য্যে কোন কথা বলিবার ক্ষমতা রাখে না, প্রথম জেম্‌সের এই যে মত ছিল এত বিবাদ বিসম্বাদের পর তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতই ঘটিয়া উঠিল।

দশম অধ্যায়।

[তৃতীয় উইলিয়ম—বিদ্রোহ দমন—ঋণগ্রহণের প্রথা—ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ—রাজ্যাধিকার নিয়ামক ব্যবস্থা—ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের উপক্রম—উইলিয়মের চরিত্র—এন্ রাজ্ঞী—মার্লব্রো—স্কটলণ্ড এবং ইংলণ্ডের সম্মিলন—টোরিদিগের প্রাবল্য।]

তৃতীয় উইলিয়ম রাজাসন প্রাপ্ত হইলে প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী প্রজামাত্রেরই মহা আনন্দ উপস্থিত হইল। কিন্তু আয়র্লণ্ডের কাথলিক প্রজাগণ আর স্কটলণ্ডের পর্ব্বতদেশীয় কেল্ট জাতীয় লোকেরা ইহাতে পরিতুষ্ট হইল না। উভয় দেশেই অনেক যুদ্ধের পর উইলিয়মের রাজ্যশাসন প্রচলিত হইতে পারিল। বিশেষতঃ আয়র্লণ্ডে জেম্‌স স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাতে কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীগণ প্রাণপণ করিয়া তাঁহার কার্য্য সাধনে যত্নবান হইয়াছিল। কিন্তু উইলিয়ম আপনি সসৈন্যে আয়র্লণ্ডে গমন করত প্রতিপক্ষ সমূহকে পরাজিত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে সমুদায় রাজ্য উপশান্ত হইলে ইংলণ্ডরাজ হলণ্ডে যাত্রা করিয়া তথায় ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে অনেক ধন ব্যয় হয় এবং তৎসংগ্রহার্থ উইলিয়মকে পুনঃ পুনঃ পার্লিয়ামেণ্ট সভা আহ্বান করিতে হইয়াছিল। তাহারই মধ্যে একবার ত্রৈবার্ষিক ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়া যায় অর্থাৎ এমন একটী নিয়ম নিরূপিত হইল যে, প্রতি তিন বৎসরের মধ্যে একবার নূতন পার্লিয়ামেণ্ট সভা সংস্থাপিত করা আবশ্যক। এই সময়ে ইংলণ্ডের ঋণও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা ঋণ বাড়িয়াছিল, তেমনি তাহার সুদ দিবার নিয়মও পূর্ব্বের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে রাজারা খত নিয়া প্রজাদিগের স্থানে যে টাকা ধার করিতেন, তাহার সুদ কখন দিতেন, আর কখন দিতেন না। উইলিয়ম সংগ্রামের ব্যয় সাধনার্থে যে টাকা লইলেন, নিয়মিতরূপে তাহার সুদ দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ঋণ বৃদ্ধি হওয়াতে যে উইলিয়মের রাজ্য আরও দৃঢ়তর এবং সমধিক বদ্ধমূল হইল, তাহা বলা বাহুল্য। যত লোকে তাঁহাকে টাকা ধার দিতে লাগিল সকলেই তাঁহার পক্ষতাবলম্বন করিল। যেহেতু তাঁহার রাজ্য যাইলে উহাদিগের টাকাও একেবারে যাইবে। কিন্তু এই সময়ে পূর্ব্ব রাজা জেম্‌সের পক্ষপাতী কতকগুলি লোক ইংলণ্ডে বাস করিত। উহাদিগকে 'যাকোবাইট' বলে। ঐ যাকোবাইটেরা নিরন্তর মনে মনে এই চিন্তা

করিয়াছিল, কিরূপে তাহাদিগের অভিমত ভূপাল পুনর্ব্বার আপন পৈতৃক সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু উইলিয়ম উহাদিগের নিমিত্ত বিশেষ উদ্বিগ্ন না হইয়া যাহাতে আপন চিরসঞ্চিত মানস যে ফ্রান্সের রাজাকে দমন করেন, তাহাতেই সচেষ্ট থাকিলেন। বহু যুদ্ধের পর ফ্রান্সরাজ থর্ব্বতেজা হইয়া আপনার গর্ব্ব পরিত্যাগ করত সন্ধি প্রার্থনা করেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে সন্ধি সংস্থাপন হইল। তাহার পর ১৭০১ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট সভায়, রাজ্যাধিকার নিয়ামক ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থানুসারে নিরূপিত হইল যে, উইলিয়ম রাজা নিঃসন্তান থাকায় এবং রাজ্ঞী মেরীর লোকান্তরগত হওয়ায় উইলিয়মের পরলোক হইলে মেরীর কনিষ্ঠা ভগিনী 'এন্' ইংলণ্ডের অধিশ্বরী হইবেন; আর তিনিও নিরপত্য হইয়া পরলোক গমন করিলে, প্রথম জেম্সের কন্যা এলিজেবেথের গর্ভজাত সোফিয়া, যিনি জর্ম্মণির অন্তর্গত হানোবর প্রদেশের ভূম্যধিকারীকে বিবাহ করিয়া ইলেক্ট্রেস উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারই বংশে ইংলণ্ডের রাজ্যাধিকার যাইবে।

ইহার কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার ফ্রান্সের সহিত সংগ্রাম হইবার উপক্রম হইল। চতুর্দ্দশ লুই আপন পৌত্রকে স্পেইন দেশের রাজ্যাধিকার প্রদান করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বাস্তবিকও তাঁহার ঐ রাজ্যে প্রকৃত অধিকার ছিল; কিন্তু ইংলণ্ডরাজ ও জর্ম্মণির সম্রাট এবং হলণ্ডবাসী প্রজাগণ সকলেই ভাবিলেন যে, ফ্রান্সরাজ একাই এমত প্রবল যে, ইউরোপের অন্ত সকল রাজারা মিলিত হইয়াও তাঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে কদাপি সমর্থ নহেন। অতএব যদি পরাক্রান্ত ফ্রান্সের সহিত সুপ্রধান স্পেইন রাজ্যের সংযোগ হয়, তবে আর ইউরোপীয় অন্য কোন জাতির রক্ষা নাই—সকলকেই ফ্রান্সের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এই ভাবিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন জাতি একত্রে মিলিত হইল। কিন্তু যাহার বিশেষ যত্ন এবং কৌশলে উক্ত জাতিত্রয়ের এইরূপ সম্মিলন হইল তিনি স্বয়ং ইহার ফলভোগ করিতে পারিলেন না; রাজা উইলিয়মের হঠাৎ মৃত্যু হইল। ইহার অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিযোগী দ্বিতীয় জেম্সও লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার এক পুত্র ছিল; ঐ ব্যক্তি আপনাকে ইংলণ্ডের অধীশ্বর বলাইতেন এবং চতুর্দ্দশ লুইও তাঁহার ঐ উপাধি স্বীকার করিতেন; সেই হেতু ইংরাজেরা উহাকে প্রিটেণ্ডর * বলিয়া থাকেন।

* যে ব্যক্তি অনধিকারে আপনার অধিকার খ্যাপন করে তাহাকে প্রিটেণ্ডর বলা যায়।

উইলিয়ম রাজা যে অতি প্রধান লোক ছিলেন কাহার সন্দেহ নাই। তিনি কদাপি প্রজাগণের স্বাধীনতাপহরণ করিয়া আপনি যথেচ্ছাচারী হইবেন, এমত বাঞ্ছা করেন নাই। তাঁহার মতে স্বাধীন, তেজস্বী, সক্ষম, বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, প্রজাকুলের অনুরাগভাজন হইয়া রাজ্য করায় যত গৌরব উহাদিগকে হীনতেজা এবং অক্ষম ও মুর্খ করিয়া শাসন করায় তেমন গৌরব হয় না। ইহাঁর রাজ্য-কালে ইংরেজদিগের বর্ত্তমান সুনিয়ম সমস্তের অধিকাংশই সংস্থাপিত হয়। ফলতঃ ইহাঁর সময়ে স্কটলণ্ডীয় প্রজাগণ যে দুঃখ পাইয়াছিল তাহাই ইহার মহিমার একমাত্র কলঙ্ক—ইহার চরিত্রে অন্য কোন বিশেষ দোষ দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য ভাগে যে সকল লোক বাস করিত তাহারা রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ বিদ্রোহ দমন হইলে পর উইলিয়ম এইরূপ ঘোষণা করিয়া দেন যে, অমুক দিনের মধ্যে যাহারা আসিয়া অধীনতা স্বীকার করিবে, তাহাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে; কিন্তু যাহারা তদপেক্ষা অধিক বিলম্ব করিবে তাহারা সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। সকলেই সেই দিনের মধ্যে আসিয়া রাজার নিকট অধীনতা স্বীকার করিল; কেবল এক জন ভূম্যধিকারী কার্য্যান্তর প্রতিবন্ধকে ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সৈনিক ঐ ব্যক্তির অধিকারে প্রেরিত হইল। তাহারা ছদ্মবেশে গমন করিল—উক্ত ভূম্যধিকারীর আতিথ্য গ্রহণ করিল—এবং পরে উত্তমরূপে পান ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া আপনাপন অস্ত্র শস্ত্র বিনির্গত করত তত্রত্য দুর্ভাগ্য ব্যক্তি সমস্তকে বিনাশ করিল, এবং অগ্নিদাহে সকলের গৃহাদি দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ইহাই গ্লেনকোর হত্যাকাণ্ড নামে বিখ্যাত।

আর এক সময়ে কতকগুলি স্কটলণ্ডীয় বণিক্ একমতাবলম্বী হইয়া উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী পানেমা যোজকের সন্নিহিত ভূভাগে একটী উপনিবেশ সংস্থাপিত করিবার মানস করে। তাহাদিগের অভিপ্রায় ছিল যে, ঐ স্থানে উপনিবেশ প্রস্তুত করিয়া আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা চীন ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি মহাধনশালী দেশ সমস্তে বাণিজ্য করিবে। ইংরাজেরা দেখিলেন যে, তাহা হইলে উহাদিগের প্রভুত্ব কমিয়া যায়, এবং স্কটলণ্ডীয়েরা মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে। এই ভাবিয়া উহাঁরা স্কটলণ্ডীয় ঔপনিবেশিক-

গণের খাদ্য সামগ্রী লইয়া যত জাহাজ যাইত সকলকেই পথের মধ্যে আটক করিয়া রাখিতে লাগিলেন—উপনিবেশের চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় বন্য ইণ্ডীয়ান * জাতিকে উহাদিগের শত্রু করিয়া তুলিলেন।

ইংরাজদিগের এইরূপ শত্রুতাচরণে স্কটলণ্ডীয় উপনিবেশ অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া গেল। যত লোক স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল তাহারা অনেকেই নানা কষ্ট ভোগ করিয়া বিদেশে প্রাণত্যাগ করিল। অতি অল্পলোক মাত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইংরাজদিগের প্রতি দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মাইতে লাগিল। উইলিয়ম যে এইরূপ হইতে দিয়াছিলেন ইহা তাঁহার মহৎ দোষ বলিতে হয়।

তৃতীয় উইলিয়মের মৃত্যু হইলে তাঁহার শ্যালিকা 'এন্' ইংলণ্ডের অধিশ্বরী হইলেন্। এনের কোন বিশেষ গুণ ছিল না—অন্তঃকরণ অকপট ছিল না—আর বুদ্ধিশক্তিও উত্তম ছিল না। ইনি এপিস্কোপেলীয় ধর্ম্মের গোঁড়া ছিলেন। আর নির্ব্বোধ লোকমাত্রেই যেরূপ অন্যের পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য করে, ইনিও সেইরূপ করিতেন। আপনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিয়া কিছুই করিতে পারিতেন না। এন প্রথমে হুইগ মতাবলম্বীদিগের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহার কারণ, আর্ল অব মার্লব্রো নামক অতি প্রসিদ্ধ হুইগ ভূম্যধিকারীর বনিতা এই সময়ে রাজ্ঞীকে একান্ত বশীভূতা করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজ্ঞী তাঁহার পরামর্শানুসারিণী হইয়া মার্লব্রোকে আপন সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিলেন্। মার্লব্রোর তুল্য যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরপুরুষ পৃথিবীতে অধিক জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইনি সর্ব্বদা অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। কখনই ক্রোধপরায়ণ হইয়া অসাবধানতা প্রযুক্ত শত্রুর নিকট আপন ছিদ্র প্রকাশ করিতেন না এবং কদাপি সংগ্রাম স্থলে ইহার কোন প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইত না। সুতরাং যখন তৃতীয় উইলিয়মের প্রবর্ত্তিত সন্ধির নিয়মানুসারে হলণ্ড জর্ম্মণি এবং ইংলণ্ডের সৈন্যগণ একত্রিত হইয়া মার্লব্রোকে আপনাদিগের অধিনেতৃস্বরূপে প্রাপ্ত হইল তখন যে তাহারা প্রতিপক্ষ ফরাসী সেনাগণকে পুনঃ পুনঃ পরাভব করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ ইংলণ্ড যেন এত দিন নিদ্রাবস্থায় ছিল। এনের সময়ে সেই নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ইউরোপের সকলেই দেখিতে পাইল যে, তাৎকালিক

* আমেরিকা খণ্ডের আদিম নিবাসীদিগের ইণ্ডিয়ান্ বলে।

ইংরাজেরা ক্রেসী এবং আজিনকুরের যুদ্ধ-জেতা মহাবীরগণের নিতান্ত অযোগ্য সন্তান নহেন। ফ্রান্স এবং স্পেইন উভয় রাজ্যেই ইংরাজদিগের অপরিসীম বীরত্ব প্রকাশিত হইল—সমুদ্র যুদ্ধেও ইংরাজদিগের প্রাবল্য পুনঃ পুনঃ সংস্থাপিত হইল—এবং ভূমধ্যসাগরের দ্বার ও পৃথিবীর সকল দুর্গের মধ্যে সমধিক দুর্জ্জয় যে জিব্রাল্টর নামক দুর্গ, তাহাও উহাঁদিগের অধিকৃত হইল। এই সময়ে ইংলণ্ডের সহিত স্কটলণ্ডের সম্পূর্ণরূপে সম্মিলন হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রথম জেম্‌সের সময়াবধি যদিও উভয় দেশের রাজশক্তি এক ব্যক্তিতেই সমর্পিত হইয়াছিল বটে, তথাপি একাল পর্য্যন্ত দুই দেশের পার্লিয়ামেণ্ট, রাজকোষ, ব্যবস্থাপক-সমাজ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এক্ষণে সেই সকলও মিলিয়া সম্পূর্ণরূপে এক হইয়া গেল। তাহার কারণ, স্কটলণ্ডীয় প্রজাগণ ইংরাজদিগের ন্যায় বাণিজ্য করিতে না পাইয়া এবং তাহারা পানেমা যোজকে যে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত যত্ন করে, তাহা ব্যর্থ হওয়াতে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। উহারা এই বলিয়া উঠিল যে, আমরা আর ইংলণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া থাকিব না—স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তিকে রাজ্যশাসনের ভার প্রদান করিব। এই কথায় ইংরাজেরা ভীত হইলেন, এবং অনেক বাদানুবাদের পর এই নির্দ্ধারিত হইল যে, স্কটলণ্ড হইতে ৪৫ জন প্রতিনিধি আসিয়া ইংলণ্ডের হৌস্ অব কমন্স নামক সভায় উপবিষ্ট হইবেন আর ১৬ জন স্কটলণ্ডীয় ভূম্যধিকারী ইংলণ্ডের হৌস অব লর্ডস নামক সভায় আসন প্রাপ্ত হইবেন। অপরন্তু উভয় দেশের মাল ও ফৌজদারী আইন পূর্ব্ববৎ থাকিবে আর বাণিজ্যকার্য্যে ইংরেজ প্রজাগণ যে সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, স্কটলণ্ডীয়েরাও সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। সেই অবধি এই দুই মিলিত রাজ্যের নাম গ্রেটব্রিটেন হইয়াছে (১৭০৭ খৃঃ)।*

১৬৮৮ সালে যে রাষ্ট্র পরিবর্ত্ত হয়, সেই অবধি এপর্য্যন্ত হুইগ মতাবলম্বী রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাই ইংলণ্ডের শাসন কার্য্য আপনাদিগের হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রজা সমূহ তাঁহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং টোরি মতাবলম্বীরা নিরন্তর উহাদিগের প্রতিপক্ষাচরণ করিতে লাগিল। যত দিন 'মার্লব্রোর' পত্নীর সহিত রাজ্ঞীর সৌহার্দ্দ ছিল তাবৎ

* ঐ বৎসরে ভারত সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

টোরিরা কিছুই করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে বিবি ম্যাসাম্ নাম্নী অতি চতুরা একজন সখী টোরি মতাবলম্বী হইয়া রাজ্ঞীর মন ভাঙ্গাইয়া ক্রমে ক্রমে মার্লব্রোর পত্নীর প্রতি তাঁহার দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিলেন, আর সেই সময়েই 'সাকিবরেল' নামা একজন সামান্য যাজক, জন সমকে টোরি মতের পোষক একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হুইগ্ মন্ত্রিগণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নামে পার্লিয়ামেণ্টে অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ফলে সাকিবরেল একবারে সমুদায় দেশ বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। লোক সকল তাঁহার মতের আন্দোলন করিতে করিতে ঐ যাজকের প্রতি এমন শ্রদ্ধান্বিত হইল যে, রাজমন্ত্রীরা উহাকে বিশিষ্টভাবে দণ্ডিত করিতে পারিলেন না। এইরূপে যখন রাজ্ঞীর বিলক্ষণ বোধ হইল যে, হুইগেরা আর প্রজাপ্রিয় নহে, তখন বিবি ম্যাসামের পরামর্শানুসারে তিনি প্রাচীন পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ করিয়া দিয়া একটী অভিনব সভার আহ্বান করিলেন। এই সভাতে টোরি মতাবলম্বী প্রতিনিধিবর্গেরই সমাগম হইল—হুইগদিগের শক্তি বিলুপ্ত হইল—এবং তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সের সহিত সন্ধিবন্ধন চেষ্টা হইতে লাগিল। ইউট্রেট নগরে হলণ্ড এবং ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তৃগণ জর্ম্মণির সম্রাটকে ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিলেন।

এই সময়ে যাঁহারা এনের মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রিটেণ্ডরকে রাজাসন দিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হন। কিন্তু তাহাদের মন্ত্রণা সমস্ত পরিপক্ক না হইতে হইতেই রাজ্ঞীর পরলোক হওয়াতে ঐ সকল মন্ত্রণায় কোন উপকার দর্শিল না। প্রথম জেম্সের দৌহিত্রীসুত হানোবর দেশের ইলেক্টর প্রথম জর্জ উপাধি পরিগ্রহপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে বৃটেন রাজ্যের রাজাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

একাদশ অধ্যায়।

[প্রথম জর্জ—হুইগদিগের প্রাদুর্ভাব—যাকোবাইটদিগের অভ্যুত্থান—রাজ্যের বৃদ্ধি—দক্ষিণ সমুদ্র বুদ্ বুদ্—সর রবর্ট ওয়ালপোল।

প্রথম জর্জ দেখিলেন যে, তিনি কেবল হুইগদিগের যত্নেই ইংলণ্ডের সিংহাসনারূঢ় হইতে পারিয়াছিলেন; অতএব প্রথমাবধি তিনি ঐ দলের প্রতি বিশিষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; টোরিমাত্রেই তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। রাজার উচিত সকল প্রজার প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন; রাজা পক্ষপাতী হইলে

রাজ্য-শাসনে সহস্র সহস্র দোষ উপস্থিত হয়। প্রথম জর্জের রাজ্যকালে হুইগ সম্প্রদায়ীরা প্রবল হইয়া টোরি মতাবলম্বী সকলকে একেবারে উৎসাহিত করিবার মানস করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান টোরিগণ কেহ বা রাজ দণ্ড ভয়ে স্বদেশ হইতে প্রস্থান করিল; কেহ বা দেশে থাকিয়াই গোপনে যাকোবাইটদিগের সহিত যোগ দিয়া প্রিটেণ্ডরকে রাজাসন প্রদান করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। আর কেহ কেহ হট্টলোক সাধারণের মনে নানা প্রকার ভয় উত্থাপন করাইয়া রাজকার্য্যের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইল। পরিশেষে 'আর্ল অব মার' নামক কোন ভূম্যধিকারী স্কটলণ্ডের উত্তর ভাগে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলেন। হাইলণ্ডবাসী কেল্ট জাতীয় লোক সকল অনেকেই তাঁহার সহিত মিলিত হইল এবং উহাদিগের সহায়তায় তিনি ফোর্থ নদীর উত্তরাঞ্চল সমুদায় অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ে 'নর্থম্বর্লণ্ড' প্রদেশ নিবাসী 'যাকোবাইটেরাও' অস্ত্র ধারণ করিয়া উঠিল। যদি প্রিটেণ্ডর স্বয়ং ঐ কালে উপস্থিত হইয়া নিজ দলবলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন, বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ বিদ্রোহ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত; এমন কি কিছু কালের নিমিত্ত প্রিটেণ্ডর পুনর্ব্বার আপন পৈতৃক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেও হইতে পারিতেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তির শরীরে কোন অসাধারণ গুণগ্রাম ছিল না; তিনি বৈচক্ষণ্য বা সাহস কিছুই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার একমাত্র সহায় চতুর্দ্দশ লুইরও এই সময়ে পরলোক যাত্রা হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে অসহায় হইয়া স্কটলণ্ডে আসিতে হইল এবং তথায় উপস্থিত হইয়াও তিনি দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক এক স্থানেই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলেন। রাজসৈন্যগণ অনায়াসেই এই বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইল এবং প্রিটেণ্ডর নিজ প্রাণ লইয়া পুনর্ব্বার ফ্রান্স দেশে প্রস্থান করিলেন। অনেকানেক টোরি এবং যাকোবাইট মতাবলম্বী ভূম্যধিকারিগণ এই বিদ্রোহ-সংস্রব দোষে দূষিত হইয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কথিত আছে যে, যে বৃক্ষ যত ঝড় সহ্য করে তাহার মূল ততই দৃঢ়তররূপে সম্বদ্ধ হয়। প্রথম জর্জের রাজত্বও এই বিদ্রোহবাত্যা সহ্য করিয়া সেইরূপে পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইল এবং হুইগদিগের প্রভাবও অখণ্ডিত এবং অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের বাণিজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা জনসাধারণের বিভবও বর্দ্ধিত হইল এবং

প্রজামাত্রের অন্তঃকরণে অর্থলোভের অতি প্রবলতর আবির্ভাব হইল। বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা বিপুল সম্পত্তি সঞ্চিত হয় এই বোধ সকলের মনেই দৃঢ়তররূপে সম্বদ্ধ হইলে, অনেকানেক দুষ্ট লোক প্রতারণা করিয়া অলীক বাণিজ্যের কল্পনা প্রকাশ করতঃ জনসাধারণের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে 'সৌথ্ সী কোম্পানী' নামক যে বণিকসম্প্রদায় দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাণিজ্যের জন্য এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হয় তদ্দ্বারা সমধিক লোকের মহাক্ষতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু হৌস অব কমন্সের বিশেষ যত্নে ঐ কোম্পানীর দ্বারা যত হানি হইবার সম্ভাবনা ছিল, তত হইল না। কার্য্যপরিচালক ডাইরেক্টরদিগের জুয়াচুরি ধরা পড়িয়া তাহাদের সম্পত্তি হইতেও কতক ক্ষতিপূরণ হয়। 'সর রবার্ট ওয়ালপোল' নামা অতি বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী ইহার যথোচিত ব্যবস্থা ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন। ফলতঃ তিনিই এই সময়ে রাজার প্রধান মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ তাঁহার স্থানে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তিনি যাহা বলিতেন তাহাতেই সম্মত হইতেন। ওয়াল্‌পোল যেরূপ অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্বে কোন রাজমন্ত্রীই সেরূপ হইতে পারেন নাই। তাঁহার সকলই গুণ—কেবল একটীমাত্র দোষ ছিল। তাঁহার মতে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি যথার্থ ধর্ম্মশীল নাই; সকলকেই অর্থদ্বারা বশীভূত করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ইংরাজেরা যে মনে মনে অর্থের অতিশয় গৌরব করেন এবং মুখে যাহা বলুন বণিকবৃত্তির প্রাদুর্ভাব বশতঃ তাঁহাদিগের চরিত্রে যে ঐ দোষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ওয়াল্‌পোলের মন্ত্রিত্বেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইংরাজদিগের বাণিজ্যবিস্তারের প্রথম সূত্রপাত তৃতীয় উইলিয়মের সময় হইতে হয়। তৎকালে "ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড" সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই ব্যাঙ্কের দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া অন্যান্য আঢ্য বণিকগণ অনেকে এক একটী দলবদ্ধ হওত কোম্পানী নাম ধারণ পূর্ব্বক বহির্ব্বাণিজ্যে নিযুক্ত হয়। তৃতীয় উইলিয়মের সময়াবধি ইংরাজদিগের মধ্যে রাজকীয় ঋণ গ্রহণের প্রথাও বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। সে প্রথা এই যে, গবর্ণমেণ্ট কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সুদ দিবেন এমত স্বীকার করিয়া প্রজা সমূহের স্থানে ঋণ গ্রহণ করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে এক এক খানি কাগজ (খত) দেন। সেই কাগজ বাজারে ক্রীত ও বিক্রীত হইতে

পারে। গবর্ণমেণ্ট উহার আসল কখন কিরূপে দিবেন কিছুই স্বীকার করেন না। পূর্ব্বোক্ত বণিক কোম্পানীরাই এইরূপ খণ্ড অধিকাংশ ক্রয় করিয়া গবর্ণ-মেণ্টের উত্তমর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার পর বৈদেশিক রাজাদিগের সহিত সন্ধিবিগ্রহ যাহা কিছু যখন করিতে হইত তাহাতে ঐ উত্তমর্ণগণের যাহাতে মঙ্গল হয় ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের এমত করিয়া চলা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে বণিকদলই ইংলণ্ডের মধ্যে অতিশয় প্রবল হইয়াছেন এবং সেই অবধি তাঁহাদিগের বাণিজ্য-কার্য্যের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া গবর্ণমেণ্ট কোন কর্ম্মেই হস্তার্পণ করিতে সাহসিক হয়েন না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

[দ্বিতীয় জর্জ্জ—স্পেইনের সহিত যুদ্ধ—ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ—নবীন প্রিটেণ্ডর—এইলা সাপেলের সন্ধি—উইলিয়ম পিট প্রধান মন্ত্রী।]

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম জর্জ্জের পরলোক হয়। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জর্জ্জ নাম ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডের রাজাসনে আরোহণ করিলেন। প্রথমে ওয়াল-পোলই ইঁহার মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত থাকেন এবং বিশিষ্ট যত্ন সহকারে স্বদেশীয়দিগকে কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু পরিশেষে কতকগুলি বণিক যাহারা আমেরিকায় গিয়া তত্রত্য স্পেইনীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করিবার ভাণ করতঃ তথাকার লোকের অনেক অপচয় করিত, তাহারা স্পেইনীয়দিগের দ্বারা যথো-চিত দণ্ড প্রাপ্ত হইলে স্বদেশীয়দিগের নিকট আপনাদিগের দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইংরেজেরা স্বজাতীয় কাহারও অপমান হইলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন—ঐ বিষয়ে উহাঁদিগের ন্যায়ান্যায় বিচার অতি অল্পই হইয়া থাকে। সুতরাং প্রজা-মাত্রেই স্পেইন রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করণার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল। রাজমন্ত্রী ওয়ালপোল সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না *। অগত্যা তাঁহাকে এই অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল ১৭৩৯ খৃঃ। কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরাজেরা বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না। উহাঁরা যেমন পানেমা যোজকের অন্তর্গত পোর্টবেলো নামক সদুর্গ নগর অধিকার করিলেন, তেমন কলম্বিয়া প্রদেশস্থিত কার্থাজিনা নগর আক্রমণ করিতে গিয়া সম্পূর্ণরূপেই পরাজিত হইয়া আসিলেন। এই সময়ে ইউরোপে আর একটী যুদ্ধানল প্রজ্বলিত

* ভারতবর্ষে নাদির শাহের আক্রমণ কালে।

হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই যে, অষ্ট্রীয় সম্রাট চার্লসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায়, মেরিয়া থেরিসা নাম্নী তৎকন্যা পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু ফ্রান্স, সাক্সনি এবং বেবেরিয়া প্রভৃতি দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ মেরিয়ার রাজ্যাধিকার স্বীকার করিলেন না। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফ্রান্সের বিপুল সেনায় সমুদায় জর্ম্মনি প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ইংলণ্ডরাজ ভাবিলেন যে, তাঁহার পুরুষানুক্রমিক অধিকার হানোবার দেশ এই-বার হস্তবহির্ভূত হইয়া যাইবে। অতএব তিনি মেরিয়ার সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন এবং প্রজাবর্গের স্থানে ধার করিয়া যুদ্ধের ব্যয় সাধনোপযোগী অনেক অর্থ মেরিয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের প্রজাগণ আপনাদিগের তাদৃশ গুণবতী সাহসিক রাজ্ঞীর দুরবস্থা দর্শনে একান্ত দুঃখিত হইয়া প্রাণপণে তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রতিপক্ষ সৈন্যগণ অত্যল্পকাল মধ্যেই পরাভূত হইল। মেরিয়ার কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বত্রই পুনঃ সংস্থাপিত হইল; এবং বাবে-রিয়ার অধিপতি যিনি ইতঃপূর্ব্বে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাদুঃখে লোকান্তর গমন করিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী মেরিয়া তখনও সন্ধি সংস্থাপনের ইচ্ছুক হয়েন নাই ইংলণ্ডরাজ স্বয়ং তাঁহার সাহায্যার্থে আসিয়াছেন জানিয়া তিনি ফ্রান্সের গর্ব্ব খর্ব্ব করণার্থে সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিলেন। এখানে ইংলণ্ড-রাজ জর্ম্মনির অন্তর্গত মেইন প্রদেশে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া ফরাসী সৈন্য কর্ত্তৃক ডেটিঙ্গেন্ গ্রামের সন্নিধানে এমত কুষ্ঠলে বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যদি ফরাসীরা সতর্ক হইয়া তাঁহার পথরুদ্ধ করিয়া থাকিতে পারিত, তাহা হইলে উহাদিগের নিশ্চয় জয়লাভ হইত। কিন্তু ফরাসী লোক সকল স্বভাবতঃ তরলমতি; উহারা কখনই কোন ভাবী মঙ্গলের প্রতীক্ষায় বহুকাল নিষ্কর্ম্মান্বিত থাকিতে পারে না। উহারা ইংলণ্ডীয় সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিল; কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা-দিগকে পরাজিত করিতে পারিল না; সুতরাং তাহাদিগকে অবিলম্বে উহাদিগের পথ মুক্ত করিয়া দিয়া প্রস্থান করিতে হইল। ইহার পর ইংরাজ এবং ফরাসী সেনার 'ফণ্টেনয়' গ্রামের নিকট আর একটী যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে ফ্রান্স-রাজ পঞ্চদশ লুই স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইংরাজেরা পরাভূত হয় বটে কিন্তু তাহাদিগের পাদাত সৈন্যগণ এমন শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল যে, ঐ পরা-ভবও উহাদিগের গৌরবসূচক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

এই সময়ে আবার বৃটেন দ্বীপের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিদ্রোহের হেতু, পূর্ব্ব প্রিটেণ্ডরের পুত্র নবীন প্রিটেণ্ডরের স্কটলণ্ডে আগমন। এই যুবাপুরুষ আপন পৈতামহিক রাজ্য অধিকার করিবার বাসনায় হঠাৎ স্কট-লণ্ডের পার্ব্বত্য অঞ্চলে আসিলে কতিপয় হাইলণ্ড ভূম্যধিকারী তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইল এবং যেমন পর্ব্বতোপরিস্থিত প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত নদী সকল যত নিম্নে আগমন করিতে থাকে, ততই তাহাদিগের বিস্তার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ উহাঁর সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুই দল রাজসৈন্য উহাঁর নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের সৈন্যগণ রাজভ্রাতা কম্বর্লণ্ডের অধীনে আসিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলে ‘কলোডেন’ নামক স্থানে উভয় দলের সন্দর্শন হইল। হাইলণ্ডীয় সৈন্যগণ যৎপরোনাস্তি সাহস প্রকাশ করিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। নবীন প্রিটেণ্ডর আপন প্রাণ মাত্র লইয়া পলায়ন করিলেন। হাইলণ্ডীয় লোকসকলের প্রতি অতি পরুষ ব্যবহার আরম্ভ হইল এবং পরে যাহাতে তাহাদিগের কুলতন্ত্রতা ভগ্ন হইয়া যায় অর্থাৎ অনেকানেক ব্যক্তি এক এক জন কুলপতির অধীন হইয়া না থাকে, আর তাহাদিগের পরিচ্ছদাদি পর্য্যন্ত সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এমত ব্যবস্থা প্রচলিত হইল। যতদিন পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মচারিগণ হাইলণ্ডীয় লোক সকলের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতে লাগিল, তাবৎকাল, উহারা ঐ সকল নিয়মের প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ করিত। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন উহাদিগের প্রতি কোমল ব্যবহার আরম্ভ হইল, বিশেষতঃ উহারা যে অবধি সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, সেই অবধি উহারা বর্ত্তমান ব্রন্স্বইক বংশীয় রাজাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত এবং ভক্তিমান হইয়া উঠিল। সংগ্রামের কিঞ্চিৎকাল পরে অর্থাৎ ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডে ‘এইলা সাপেলের’ সন্ধি দ্বারা স্থির হইল যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে যাঁহার যে অধিকার ছিল, যুদ্ধের পরেও তাহাই থাকিবে। যুদ্ধের ফল কেবল অর্থ ও জীবন ক্ষয় মাত্র হইল।

এই সন্ধির পর কয়েক বৎসর ইংলণ্ডের বৈদেশিক অধিকার এবং বাণিজ্য অতি সত্বরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফরাসীরা তাহাতে মৎসর ভাবাপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধোদ্যম করে। এই সময়ে অতি সাধুশীল, সদ্বক্তা, পরিণামদর্শী এবং স্বদেশহিতৈষী উইলিয়ম পিট্ নামক কোন মহাত্মা রাজমন্ত্রিত্বে নিযুক্ত

হইয়া এমত বৈচক্ষণ্যসহকারে যুদ্ধের আয়োজন এবং উপযুক্ত লোক সকলকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিলেন যে, সর্ব্বত্রই ইংরেজদিগের জয় এবং শত্রু পক্ষের পরাজয় হইতে লাগিল। পিটের নিয়োজিত উল্‌ফ নামক সেনানী কর্ত্তৃক কানেডার অন্তর্গত 'কুইবেক' নামক দুর্গম নগর বিজিত হইল। ক্লাইব ভারতবর্ষে পলাসীর যুদ্ধ জয় করিলেন, এবং ১৭৫৭ খৃঃ চন্দননগর অধিকার করিয়া ফরাসীদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। ইউরোপেও অনেক যুদ্ধ হইল। তন্মধ্যে সামুদ্রিক যুদ্ধে প্রায় সর্ব্বত্রই ইংলণ্ডের জয়লাভ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে রাজপুত্রের পরলোক হইলে তাঁহার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স উপাধি প্রাপ্ত হইয়া যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে (১৭৬০ খৃষ্ট) দ্বিতীয় জর্জ লোকান্তর গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[তৃতীয় জর্জ—আর্ল অব বুট—স্পেইনের সহিত যুদ্ধ—গ্রেনবিল—মার্কুইস অব বকিংহাম—লর্ড নর্থ—মার্কিন যুদ্ধ—পিট—রাজার উন্মাদ—ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব— বোনা পার্টি—নেলসন—লর্ড গ্রানবিল।]

দ্বিতীয় জর্জের পৌত্র রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া তৃতীয় জর্জ উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইনি ইংলণ্ডেই জন্মেন, এবং ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপে কহিতে পারিতেন। আর্ল অব বুট নামা একজন স্কটলণ্ডীয় ভূম্যধিকারী ইহাঁর শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার প্রতি রাজার বিশেষ ভক্তি থাকায় রাজা তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইলেন। কিন্তু উইলিয়ম পিট প্রজা সাধারণের যেরূপ মাননীয় ছিলেন, তাহাতে হঠাৎ উহাঁকে কর্ম্মচ্যুত করায় রাজারও সাহস হইল না। পরন্তু পিট এই সময়ে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, ফ্রান্স এবং স্পেইনের ভূপতিরা গোপনে পরস্পর সন্ধিবন্ধন করিয়াছেন, এবং অতি শীঘ্রই উভয়ে মিলিয়া ইংলণ্ডের প্রতিকূলাচরণ করিবেন; অতএব তিনি অগ্রেই স্পেইনের প্রতি আক্রমণ প্রস্তাব করিলেন। পিটের এই কথায় পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ সম্মত হইলেন না। সুতরাং তিনি স্বেচ্ছাতঃ আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, এবং আর্ল অব বুট তৎপদাভিষিক্ত হইলেন।

কিন্তু পিটের ভবিষ্যদুক্তি অতি শীঘ্রই সফল হইল; স্পেইনরাজ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ করি-

লেন না। সর্ব্বত্রই ইংলণ্ডীয়দিগের জয় হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে প্রতিপক্ষগণ সন্ধিবন্ধন করিয়া ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ করিলেন। এই সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ডের অনেক লাভ হইল। কানেডা, লুইসিয়ানা, কেপ বৃটন, সেলিগাল গ্রেনাডা, ডোমিনিকা, সেণ্ট ভিন্সেণ্ট এবং টোবাগো এই সকল ফরাসীদিগের অধিকৃত স্থান আর স্পেইনের অধিকৃত মিনর্কা দ্বীপ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ফ্লরিডা ইংরাজদিগের অধিকারসম্ভুক্ত হইল। এই সন্ধিদ্বারা এমত অধিক লাভ হইল বটে, কিন্তু তথাপিও ইংরাজেরা ইহাতে তুষ্ট হইলেন না। তাঁহাদিগের বোধ ছিল যে, যেরূপ জয়লাভ করিয়াছেন, তাহাতে বৈদেশিক অধিকার আরও অধিক বিস্তৃত হইবে। কিন্তু তাৎকালিক রাজমন্ত্রিবর্গ ভাবিলেন যে, এই যুদ্ধে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা পিটেরই গৌরবসূচক হইবে; এই ভাবিয়াই তাঁহারা আরও যুদ্ধ না চালাইয়া সন্ধিকরণে সম্মত হইয়াছিলেন। পরন্তু ইংরাজেরা ঐ সময়ে স্পেইনের সহিত সংগ্রাম করণে বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিল। কারণ, যদিও ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ডের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় এবং সেই রাজ্যই যেন ইংলণ্ডের বাস্তবিক প্রতিদ্বন্দ্বী, তথাপি ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে জয় পরাজয় দুইই হয়, এবং বিশেষ যত্ন ব্যতিরেকে ফরাসী সৈন্য কখনই বিজিত হয় না; কিন্তু স্পেইন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজ্য এবং তাহার অধিকৃত আমেরিকার অন্তর্গত দেশ হইতে অর্ণবপোতদ্বারা অনেক সুবর্ণ রজতাদি স্পেইনে আইসে; সুতরাং যুদ্ধকালে তৎসমুদায় অনায়াসেই ইংলণ্ডীয় প্রবলতর পোতবাহিনীর হস্তগত হইয়া পড়ে। যে সংগ্রামে গৌরব এবং অর্থ দুই আছে, সে যুদ্ধ যে লোকসাধারণের বিশেষ বাঞ্ছনীয় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

যাহা হউক, বুট ঐ সন্ধিবন্ধন করিয়া জনসাধারণের অতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা হইতে লাগিল—সংবাদপত্র সকলে তাঁহার নামে গ্লানি, প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল—এবং 'উইলকিস' নামক পার্লিয়ামেণ্ট সভার একজন সভ্য একখানি সাময়িক পত্রিকাতে বুটের সপক্ষ ভূপালের প্রতিও অনেক দোষারোপ করিলেন। রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উইলকিসকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি হেবিয়স কর্পস নামক ব্যবহার বলে আপনাকে অতি শীঘ্রই বিচারস্থলে নীত করিয়া বিচারে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য বলিয়া নিষ্কৃতি পাইল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে রাজমন্ত্রিগণ এমত

গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ওয়ারেণ্ট বাহির করিতেন যে, তাহাতে প্রথমতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম থাকিত না, পরে প্রয়োজন মতে যাহার ইচ্ছা তাহার নাম বসাইয়া দিয়া সেই সকল লোককে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করা হইত। বিচারালয়ে উইলকিসের জয় হওয়া অবধি তাদৃশ ব্যবহার যে আইনবিরুদ্ধ ইহা নিশ্চিত হইয়া গেল।

যাহা হউক, বুটের মন্ত্রিত্ব অবসান হইলে গ্রেনবিল নামক কোন প্রধান ব্যক্তি তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। ইহাঁর সময়ে আমেরিকার ঔপনিবেশিকদিগের প্রতি কর নির্দ্ধারিত করিবার প্রথম কল্পনা হয়। ঔপনিবেশিকেরাও ষ্ট্যাম্প কাগজে আদালত সম্পৃক্ত সকল বিষয়ের লেখা পড়া করিবে এই নিয়ম প্রচলিত হইল। কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা বলিল যে, ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টে আমাদিগের প্রতিনিধি নাই; অতএব সেই পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক আমাদিগের প্রতি কর নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। ইংলণ্ডে টোরি-সম্প্রদায়ীরা এই ষ্ট্যাম্প আইনের সপক্ষে, আর হুইগ-দল ইহার বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে লাগিল; পরিশেষে গ্রেনবিলের মন্ত্রিত্ব গেল এবং 'মার্কুইস অব বকিংহাম' নামক একজন ভূম্যধিকারী উইলিয়ম পিটকে সহায় করিয়া রাজ মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ইঁহারা ষ্ট্যাম্প আইন রহিত করিলেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক যে ঔপনিবেশিকদিগের উপর কর নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, এমত স্বীকার করিলেন না। উইলিয়ম পিট ইতি পূর্ব্বে রাজার স্থানে কৌলীন্য পদবীপ্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে 'আর্ল অব চাটহাম' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতিহাস বেত্তারা বলেন যে, পিট উক্ত পদবী গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞতার কর্ম্ম করেন নাই; তিনি যেরূপ ব্যক্তি ছিলেন, কোন কৃত্রিম পদবীদ্বারা তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে না; প্রত্যুত ঐ পদবী গ্রহণ করাতে প্রজা সাধারণের অনুরাগই হ্রস্ব হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। প্রথম বারের মন্ত্রিত্বে পিট যেমন সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি চাটহাম হইয়া আর তেমন গৌরবান্বিত হইতে পারিলেন না। যাহা হউক, ঔপনিবেশিকদিগের স্থানে ষ্ট্যাম্প দ্বারা করাদান করিতে না পারিয়া রাজমন্ত্রিগণ এই নিয়ম প্রচলিত করাইলেন যে, ইংলণ্ডীয় পোতদ্বারা যে সকল দ্রব্য আমেরিকায় নীত হইবে, তন্মধ্যে চা, গ্লাস এবং নানা প্রকারের রং এই সকল দ্রব্যের

প্রতি ঔপনিবেশিকগণকে অতিরিক্ত শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। এই সময়ে শারীরিক অস্বাস্থ্যবশতঃ চাটহাম স্বয়ং রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারেন নাই। তিনি ইহার পর স্বেচ্ছাতঃ আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহারই মতানুযায়ী ডিউক অব গ্রাফটন নামক একজন ভূম্যধিকারী রাজমন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ইহার সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত উইলকিস নামা সভ্য পার্লিয়ামেণ্ট হইতে বহিষ্কৃত হয়। কিন্তু প্রজাবর্গ তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পূর্ণ অধিকার রক্ষা জন্য পার্লিয়ামেণ্ট উহাকে যতবার বহিষ্কৃত করিল, তাহাকে ততবারই মনোনীত করিয়া প্রতিপ্রেরণ করিতে লাগিল! ফলতঃ যাঁহারা ঔপনিবেশিকদিগের প্রতি শুল্ক নিরূপণ করা অব্যবস্থা জ্ঞান করিতেন তাঁহারা সকলেই উইলকিসের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সাময়িক পত্রিকা সমস্তে রাজমন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে অনেকানেক লিপি প্রচারিত হইতে লাগিল; সমুদায় দেশসাধারণে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল ডিউক অব গ্রাফটন আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন; তৎপদে লর্ডনর্থ নামা সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী অভিষিক্ত হইলেন। এত দিনে টোরি মতাবলম্বী বুটের লিখিত রাজার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল যতদিন প্রিটেণ্ডরের পক্ষীয় লোক সকল মধ্যে মধ্যে রাজবিদ্রোহের কল্পনা করিতেছিল তাবৎকাল হুইগেরাই রাজার একমাত্র প্রবল সহায় ছিল। তৃতীয় জর্জের অধিকার কালে আর প্রিটেণ্ডরের ভয় ছিল না। সুতরাং রাজা টোরিদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন, লর্ডনর্থ রাজমন্ত্রী হইলে হুইগ মতাবলম্বী বকিংহাম, চাটহাম, ফক্‌স্‌ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাগ্মিগণ পার্লিয়ামেণ্টে এবং ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে আপনাদের মতের পোষক বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

এখানে আমেরিকার ঔপনিবেশিকেরা পূর্ব্বোল্লিখিত বাণিজ্য দ্রব্যাদির উপর যে প্রকার শুল্ক নিরূপিত হইয়াছিল, তদ্দানে অসম্মত হইল। রাজমন্ত্রিগণ অন্যান্য সমুদায় শুল্ক রহিত করিয়া কেবল চায়ের উপর যৎকিঞ্চিৎ মাত্র শুল্ক আদায় করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা বলিল যে, শুল্কের আধিক্য বিবেচনা করিয়া আমরা যে তদ্দানে প্রতিবন্ধক হইতেছি, এমন নহে; ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টে আমাদিগের প্রতিনিধি নাই, অতএব তাদৃশ পার্লিয়ামেণ্টের নিরূপিত শুল্ক প্রদানে আমরা কদাপি সম্মত হইব না। ফলতঃ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ফিলেডেলফিয়া নগরে আমেরিকদিগের যে সাধারণ সভা হইয়াছিল তাহাতে

সকলেই এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল যে, তদ্দেশীয় ব্যবস্থাপক সমাজ কর্ত্তৃক সমস্তের অসম্মতিতে কোন প্রকার কর নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে না; আর ঐ সভাতে ইহাও অবধারিত হইল যে, সম্প্রতি মার্কিনেরা ইংলণ্ডের সহিত নিঃসম্পর্ক হইয়া থাকিবে; কোন প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করিবে না। উহাদিগের এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট মহা কুপিত হইলেন এবং ইংরাজ বণিকেরা আপনাদিগের লাভের ত্রুটি হওয়াতে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। ইংরাজ সাধারণও কর ভারে কতক অংশ ঔপনিবেশিকদিগের উপর চাপান পছন্দ করিল এবং ঔপনিবেশিকদিগের দমন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন সংগ্রাম বই আর এই বিবাদ নিষ্পত্তির উপায়ান্তর রহিল না।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মার্কিনদিগের সহিত ইংরাজদিগের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ইংরাজদিগের বোধ ছিল যে, সমরানভিজ্ঞ মার্কিনেরা অতিশীঘ্রই পরাজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিবে; কিন্তু আমেরিকার যে ভাগে * প্রথমতঃ এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তথাকার লোক সকল অধিকাংশই ইংলণ্ডীয় পিউরিটান বংশসম্ভূত ছিল। তাহাদিগেরই পূর্ব্ব-পুরুষেরা প্রথম চার্লসের সময়ে রাজবিদ্রোহ উত্থাপন করে এবং যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া রাজার শিরশ্ছেদন করে। এক্ষণে উহাদিগের সন্তানগণ সেই অসমসাহসিক পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিল। ইংলণ্ডীয় সুশিক্ষিত সৈন্যগণ তাহাদিগের সমক্ষে পরাভব প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং তাহারা জর্জ্জ ওয়াসিংটন নামা যে মহানুভবের হস্তে আপনাদিগের সেনাপতিত্বের ভারার্পণ করিল, তিনি এমত কৌশল পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, ইংলণ্ডীয় সৈন্যগণের শিক্ষার উৎকর্ষ কিছুমাত্র ফলোপদায়ক হইল না। এ পর্য্যন্ত মার্কিনেরা আপনাদিগের স্বাধীনতা প্রকাশ করে নাই। কিন্তু ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তাহারা একেবারেই ইংলণ্ডের অধীনতা শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আপনাদিগের দেশকে ইউনাইটেডষ্টেট্স নামে প্রচারিত করিল। ফ্রান্স এবং স্পেইন এই উভয় দেশই ইংলণ্ডের প্রাধান্য দর্শনে নিতান্ত মৎসরভাবাপন্ন ছিল। উহারা এই সুযোগে উক্ত ইউনাইটেড ষ্টেটস রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া ইংলণ্ডের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। আর এই সময়েই রুসিয়া, সুইডেন ডেনমার্ক এবং হলণ্ড এই চারি দেশের রাজারা এক মতাবলম্বী হইয়া ইংরাজদিগের সামুদ্রিক

* নব ইংলণ্ড প্রদেশ।

প্রাবল্যের খর্ব্বতা সংসাধনার্থ যত্নবান হইলেন। ফলতঃ এই সময়ে ইংরাজদিগের বিপক্ষ সমূহ এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে, কেবল মাত্র ইংলণ্ড রক্ষার্থই তিন লক্ষ সৈন্য এবং তিন শত রণপোত সর্ব্বদা সসজ্জ রাখিতে হইত। অধিকন্তু ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের হট্টলোকেরা রোমান কাথলিক মতাবলম্বীদিগের উৎ-পীড়ন করিবার নিমিত্ত এই সময়ে দলে দলে বদ্ধ হইয়া তাহাদিগের গৃহ, অট্টালিকা, গির্জ্জা প্রভৃতিতে অগ্নিদান করিতে লাগিল, কারাগৃহের দ্বার ভগ্ন করিয়া দুষ্টচেতা সকলকে মুক্ত করিয়া দিল এবং শান্তশীল প্রজানিচয়ের সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠিত করিয়া মহা উপদ্রব উপস্থিত করিল। যত দিন সৈনিকগণের গুলি প্রয়োগ না হইয়াছিল, তাবৎকাল এই সমস্ত উপদ্রব নিবারিত হয় নাই। এখানে ওয়াসিংটনের যুদ্ধ কৌশলে ইংলণ্ডীয় সেনাপতি কর্ণয়ালিস্ সসৈন্য বন্দীকৃত হইয়াছিলেন।

এত দিনের পর ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিশ্চয় বোধ হইল যে, মার্কিনদিগকে অধীন করিয়া রাখা তাঁহাদিগের অসাধ্য। অতএব ১৭৮২ খৃঃ অব্দে উহাদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করণে পার্লিয়ামেণ্টের অভিমত হইল। তৎক্ষণাৎ রাজমন্ত্রী লর্ড নর্থ নিজপদ পরিত্যাগ করিলেন এবং হুইগ পক্ষীয় মার্কুইস অব বকিংহাম ও ফক্স প্রভৃতি সকলে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। উহাঁদিগের সময়ে ইউনাটেড রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার এবং তাহারই কিয়ৎকাল পরে প্রতিপক্ষ সকল রাজ্যের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। এই সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজ-দিগকে মেক্সিকো উপসাগরে এবং ভূমধ্যসাগরে কোন কোন অধিকার ত্যাগ করিতে হয়।

রাজমন্ত্রী বকিংহামের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে আর্ল অব্ সেলবোর্ণ নামা এক জন ভূম্যধিকারী তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত ফক্স্ প্রভৃতি অন্যান্য মন্ত্রিগণের মতের একতা হইল না। সুতরাং তাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেলবোর্ণ আপন মতাবলম্বী সকলকে নিযুক্ত করিয়া রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে অর্ল অব্ চাটহামের পুত্র, যিনি ইহার পর পিট নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনিও একটী রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পরন্তু ইহাঁদিগের কর্ত্তৃত্ব বহুকাল স্থায়ী হইল না। যে, লর্ড নর্থ এবং ফক্স ইতিপূর্ব্বে পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ দ্বেষভাব প্রকাশ

করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে কর্ম্ম পাইবার লোভে ঐকমত্যাবলম্বন-পূর্ব্বক পার্লিয়ামেণ্ট সভার রাজমন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ঐ দুই ব্যক্তির মতাবলম্বিগণ একত্র সম্বদ্ধ হওয়াতে মন্ত্রিবর্গ আপনাদিগের কোন অভিমতই চালাইতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইল এবং নর্থ ও ফক্স উভয়ে মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার রাজমন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট সভায় যদিও উহাঁদিগের জয় হইল বটে, কিন্তু রাজ্যের সকল লোক উহাঁদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিল। তাহারা নিশ্চয়ই বিবেচনা করিল যে, উক্ত মন্ত্রিদ্বয় কেবল কর্ম্ম পাইবার লোভেই স্ব স্ব মতের পরিবর্ত্ত করিয়া উভয়ে এক মতাবলম্বী হইয়াছেন; অতএব এমত লুব্ধব্যক্তিরা কদাপি প্রজাকুলের বিশ্বাসপাত্র হইতে পারেন না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত ফক্স সাহেব যে ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার উদ্যোগ করেন, জনসাধারণ সেই ব্যবস্থাকে আপনাদিগের নিতান্ত অমঙ্গলাবহ জ্ঞান করিয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থার স্থূল মর্ম্ম এই যে, হৌস্ অব্ কমন্স সভা হইতে সাত জন কমিসনর মনোনীত হইবেন এবং সেই সাত জনের হস্তেই সমুদায় ভারতবর্ষ শাসনের ভার অর্পিত হইবে। লোকে বোধ করিল যে, এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে রাজমন্ত্রিগণ আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ লোক সকলকে কমি-শনরের পদে নিযুক্ত করিয়া সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমির একাধিপত্য আপনাদিগের হস্তগত করিবেন এবং তাহা করিতে পারিলেই উহাঁরা এমত প্রবল হইয়া উঠিবেন যে, রাজা এবং পার্লিয়ামেণ্ট সভা, কেহই আর তাঁহাদিগের দমন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবেক না। প্রজাগণ যে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিবর্গের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়াছিল, রাজা তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। অতএব পার্লিয়ামেণ্টে মন্ত্রিবর্গের প্রাবল্য থাকিলেও তিনি সাহসপূর্ব্বক উহা-দিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বিচক্ষণবর পিট সাহেবকে প্রধান মন্ত্রীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ফক্স্ সাহেবের প্রস্তাবিত ভারতবর্ষ শাসনের প্রণালী, যাহা ইতিপূর্ব্বে হৌস্ অব কমন্সের অনুমত হইয়াছিল, সেই ব্যবস্থাও রাজার বিশিষ্ট যত্নে হৌস্ অব্ লর্ডস নামক সভায় পরিত্যক্ত হইল।

এক্ষণে ইংলণ্ডের শাসন কার্য্যে যে প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল, তাহা তৃতীয় উইলিয়মের আগমনাবধি এ পর্য্যন্ত একবারও ঘটে নাই। যে

সকল রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিকাংশ সভ্যগণকে স্বস্ব মতের পোষক করিতে পারিতেন, তাঁহারাই তত্তৎকালে রাজমন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইতেন। যখন পার্লিয়ামেণ্টে উহাঁদিগের পক্ষ হীনবল হইত, তখন তাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা প্রবলতর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিতেন। অদ্যাপিও এইরূপ হইতেছে এবং তাহা হওয়াতেই আর রাজা ও প্রজা ঘটিত কোন বিবাদের সূত্র উত্থাপন হইতে পারে না। কিন্তু যে সময়ের বিবরণ বলা হইতেছে তৎকালে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের মধ্যে নর্থ এবং ফক্সের পক্ষীয় সভ্যের সংখ্যা অধিক এবং পিটের পক্ষীয় সভ্যের সংখ্যা অল্প ছিল। পিট যে যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেন, তাহাবিপক্ষবর্গের প্রাবল্যে প্রযুক্ত কিছুই প্রচলিত হইত না। এমন কি, তিনি বার্ষিক ব্যয়োপযোগী যে টাকা চাহিলেন, তাহাও পাইলেন না। প্রত্যুত পার্লিয়ামেণ্ট সভা হইতে পুনঃ পুনঃ এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতে লাগিল যে, উহাঁকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করা অবৈধ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি রাজা উহাঁকে পদত্যাগ করিতে দিলেন না। মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত রাখিলে কিয়ৎকাল পরেই সেই পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ করিয়া নূতন পার্লিয়ামেণ্টের আহ্বান করিলেন। প্রজাগণ ইতি পূর্ব্বাবধি ফক্স এবং নর্থ প্রভৃতি সম্মিলিত মন্ত্রিবর্গের প্রতি অনুরাগশূন্য হইয়াছিল, অতএব এই পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহাদিগের মতাবলম্বী অতি অল্প লোকেই প্রবেশ করিতে পাইল। পিটের মতাবলম্বী ব্যক্তিরাই অধিকাংশ মনোনীত হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে গমন করিলেন। পিটের বয়ঃক্রম এই সময়ে ত্রয়োবিংশ বর্ষের অধিক ছিল না। কিন্তু তিনি সেই অল্প বয়সেই অসামান্য বৈচক্ষণ্য এবং গুণগ্রাম প্রদর্শিত করিয়া জনসাধারণকে বশীভূত করিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণ পিট যাহা বলিতেন তাহাই শুনিতেন। ফলতঃ ষ্ট্রাফোর্ড সহস্র দুষ্ট মন্ত্রণাদ্বারা প্রথম চার্লসকে যে একাধিপত্যশক্তি প্রদান করিতে পারেন নাই, পিট নিজ সাধুশীলতা এবং কার্য্যতৎপরতা গুণে তৃতীয় জর্জকে কার্য্যতঃ সেই ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। কিন্তু এইরূপ ক্ষমতা তাঁহাকে বিশেষ কৌশলদ্বারা লাভ করিতে হইয়াছিল। তখন হুইগমতাবলম্বীরা পার্লিয়ামেণ্ট সভার সংশোধনার্থ বিশিষ্ট যত্নবান ছিলেন। সেই সংশোধনের প্রয়োজন এই যে, যখন হৌস অব কমন্স সভা প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন যে সকল নগর বহুজনা-

কীর্ণ এবং অন্যান্য কারণে অপেক্ষাকৃত প্রধান হইয়াছিল, সেই সকল স্থান হইতেই ঐ সভার সদস্যগণ মনোনীত হইয়া আসিতেন। কালক্রমে ঐ সকল স্থানের অবস্থার বিবিধ পরিবর্ত্ত ঘটিয়া উঠিয়াছিল। যে সকল নগর পূর্ব্বে অতি বৃহৎ ছিল, এক্ষণে তাহারা অতি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছিল। আর যাহারা পূর্ব্বে অতি ক্ষুদ্র ছিল, সেই সকল স্থান অধুনা বাণিজ্য প্রভাবে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এই সকল ঋদ্ধিমান নগর হইতে পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরিত হইত না। আর পূর্ব্বকালের অতি সামান্য নগর সমুদয় হইতেও প্রতিনিধি প্রেরিত হইত। এই দোষ সংশোধন না করিলে পার্লিয়ামেণ্ট সভার প্রকৃতিই অযথা হইয়া পড়ে। এই বিবেচনা করিয়া হুইগেরা তদুপযোগী কোন ব্যবস্থা প্রচারিত কবিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। পিট পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইয়াও কথায় সেই সকল অভিমত প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি পার্লিয়ামেণ্টে তাদৃশ ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। তাঁহার মত এবং হুইগদিগের মত এক হইলেও যে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল, ইহাতে পিটের চাতুর্য্য বই আর কি কারণ হইতে পারে?

পিট্ আর একটী অদ্ভুত কল্পনাদ্বারা রাজকীয় ঋণ পরিশোধ করিবার উপায়াবধারণ করেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, তৎকাল রাজ্যের আয় ১৫ নিযুত এবং ব্যয় ১৪ নিযুত পৌণ্ড স্থির আছে। অতএব উদ্বৃত্ত এক নিযুত পৌণ্ড। উহা চক্রবৃদ্ধিতে খাটাইলে ২৮ বৎসরে দ্বিগুণিত হইবে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে ঐ টাকাই বৃদ্ধি হইয়া এমত অধিক হইয়া উঠিবে যে, তদ্দ্বারা রাজ্যের সমুদায় ঋণ পরিশোধিত হইতে পারিবে। এই কথায় পার্লিয়ামেণ্টের বিশ্বাস জন্মিল; লোকে পিটকে অর্থ-শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত বলিয়া প্রসংশা করিতে লাগিল; কিন্তু পরে বিলক্ষণ বোধ হইয়াছিল যে, উহা কোন কাজের কথাই নয়।

পিট আপন শত্রুপক্ষীয় হুইগদিগের মুখে একটী উপহার প্রদান করিবার ভাণ করিয়া তাহাদিগকে শান্ত এবং একটা কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার বিবরণ এই :—ফক্‌স ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত যে ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তে পিট স্বয়ং একটী ব্যবস্থা প্রচলিত

করেন। সেই ব্যবস্থানুসারে একজন গবর্ণর জেনেরেল ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ওয়ারেণ হেষ্টিংস। ঐ ব্যক্তি এতদ্দেশীয় রাজা প্রজা প্রভৃতির প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের সাম্রাজ্য সম্বর্দ্ধিত ও দৃঢ়ীভূত করেন। উহাঁর ঐ সকল অত্যাচারের সমুচিত দণ্ড বিধানের নিমিত্ত হুইগেরা সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে পিট তাহাতে সম্মত হইলেন এবং ফক্‌স বর্ক সেরিডান প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মিগণ হৌস অব্ কমন্স কর্ত্তৃক প্রতিনিহিত হইয়া হৌস অব লর্ডস সভার সমক্ষে অভি-যোগ উপস্থিত করিলেন। ঐ সময়ে যে সকল সদ্বক্তৃতা হইল তাহার উপমাস্থল কেবল প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক জাতির অত্যুৎকৃষ্ট বাগ্মিগণের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের বিষয়ে তৎক্ষণাৎ বিচার হইত, তবে তিনি নৃদেহধারী রাক্ষস বলিয়া অবশ্যই কোন কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। কিন্তু অভিযোগের ও তৎপোষক বক্তৃতা সমস্তের বহুকাল পরে তাঁহার বিষয়ে বিচার নিষ্পত্তি হওয়াতে, তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্ত হইলেন!

পিট্ এইরূপে নানা কৌশল করিয়া শত্রুবর্গকে শান্ত এবং সমুদায় রাজ্য নিরুপদ্রবে পালন করিতেছেন, এমত সময়ে ভূপাল হঠাৎ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে বিষম বিপদে ফেলিলেন। রাজপুত্র (পিতার একান্ত অনভিমতে) ফক্‌স প্রভৃতি হুইগ মতাবলম্বীদিগের পৃষ্ঠপূরক হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি পিতার প্রতিভূ হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন; সুতরাং পিটের কর্ত্তৃত্ব কিছুই থাকিবে না; প্রত্যুত তাঁহার প্রতিপক্ষদল যুবরাজের অনুগ্রহে সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠিবে; এই ভাবিয়া পিট এমত অভিপ্রায়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, যাহাতে পার্লিয়ামেণ্ট যুবরাজের হস্তে সমুদায় রাজশক্তি সমর্পিত না করে। কিন্তু ফক্‌স তদ্বিপরীত পক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ফক্‌স স্বয়ং হুইগ, অতএব তাঁহার কর্ত্তব্য যে পার্লিয়ামেণ্টের শক্তির পোষকতা করেন। আর পিট টোরি, অতএব যাহাতে রাজশক্তির হ্রাস হয় এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কোন ক্রমেই তাঁহার উচিত নয়। কিন্তু ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তি-রাও স্বার্থঘটিত বিষয়ে বিচারকালে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। পিট এবং ফক্‌সেরও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু রাজা নীরোগ হইলেন; সুতরাং প্রতিভূ নিয়োগের অপ্রয়োজন হইল এবং পিটের কর্ত্তৃত্ব অপ্রতিহত রহিল। সেই কর্ত্তৃত্ব এই

সময়ে ইংলণ্ডের রক্ষার একমাত্র হেতু হইয়াছিল। তৎকালে একটী অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটে তাহাতে সমুদায় ইউরোপখণ্ড উপপ্লাবিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইংলণ্ড সেই আবর্ত্ত মুখে পতিত হইয়া অবশ্য বিনষ্ট হইত; কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ্যরূপ তরণীর বিচক্ষণ কর্ণধার পিট এবং ইংরাজ জাতির নৈসর্গিক সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, এবং আপামর প্রজাসাধারণের মুক্তহস্তে অর্থ প্রদান, এই সকল গুণে ইংলণ্ড কেবল উল্লিখিত বিপদ সমূহ হইতে স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়া আসিল এমত নহে, প্রত্যুত সমুদায় ইউরোপ খণ্ডকেই পরাধীনতার ক্লেশ হইতে মুক্ত করিল।

যে ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতেছে ইহা ইতিহাসে ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব নামে অতীব প্রসিদ্ধ। ইহাদ্বারা রাজনীতিজ্ঞ মাত্রের পরম শিক্ষা লাভ হইয়াছে; অতএব তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক। রোম রাজ্য বিনাশ করিয়া যে সকল অসভ্য লোক ইউরোপে নিবাস করে তাহাদিগের মধ্যে কেহই ফ্রাঙ্কজাতির অপেক্ষা অধিক তেজস্বী অথবা স্বাধীনতা পরায়ণ ছিল না। সেই ফ্রাঙ্করাই গল দেশ অধিকার করিয়া তথায় বাস করে। প্রথমে উহাদিগের মধ্যে সৈনিক ভূম্যধিকার-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ইংলণ্ড জেতা সাক্সনদিগের মধ্যে যেরূপ উইটিনাগিমোট নামক সাধারণী সভা ছিল, ফ্রাঙ্কদিগের মধ্যেও সেইরূপ 'ষ্টেটস্ জেনেরল' নামক একটী সভা থাকে। কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণী সভা যেমন নানা কারণে ক্রমশঃ প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে সমুদায় রাজশক্তি আপন হস্তগত করিয়াছিল, ফ্রান্সে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। তথায় ষ্টেটস জেনেরল সভা এমন হীনবল হইয়াগিয়াছিল যে, পরিশেষে রাজারা আর ঐ সভার নামও করিতেন না। আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। বিশেষতঃ ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই এমত প্রবল হইয়াছিলেন যে, এসিয়া খণ্ডের কোন যথেচ্ছাচারী নৃপালও কোন সময়ে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর একাধিপত্য শক্তি ধারণ করিতে পারেন নাই। অপিচ যে সময়ে সমুদায় ইউরোপ খণ্ড লুথর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-প্রণালী লইয়া আন্দোলিত হইতেছিল, ফ্রান্সেরও অনেক ব্যক্তি ঐ সংশোধিত ধর্ম্ম-প্রণালী পরিগ্রহ করে। কিন্তু রাজা ঐ ধর্ম্মের একান্ত দ্বেষ্টা ছিলেন। ফ্রান্সের প্রোটেষ্টাণ্টগণ রাজা কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া রোমান কাথলিক ধর্ম্মের প্রতি লৌকিক

শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায়। ফ্রান্সে রোমান কাথলিক যাজকবর্গ এইরূপ রাজা কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং অনুগৃহীত হইয়া তাঁহার একান্ত অধীন হইয়াছিল; রাজা যাহা বলিতেন যাজকেরা তাহাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া জনসাধারণকে শিক্ষা করাইতেন এবং রাজাও যাজকবর্গকে ভূমি-সম্পত্তি এবং অন্যান্য বৃত্তিদান দ্বারা তুষ্ট করিতে ত্রুটি করিতেন না। যাজকগণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেই জাতীয় ধর্ম্মের বিবিধ দোষ জন্মে; সেই সকল দোষ জন্মিলেই জনসাধারণের ঐ ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অশ্রদ্ধা হয়; ফ্রান্সে তাহাই হইয়া উঠিয়াছিল। তথাকার প্রজাবর্গ রাজা ও ভূম্যধিকারী এবং যাজকগণ কর্ত্তৃক একান্ত পরিপীড়িত হইয়া স্বদেশের প্রতি অনুরাগ শূন্য, ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা-যুক্ত, এবং একান্ত দীনাবস্থ হইয়া কাল যাপন করিত। এমত সময়ে মার্কিনেরা ইংলণ্ডের প্রতিকূলে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে ফ্রান্সরাজ সেই মার্কিন বিদ্রোহীদিগের সাহায্যার্থে স্বদেশীয় সৈন্যচয় আমেরিকায় প্রেরণ করেন। উহারা তথায় গিয়া স্বাধীনতার সুখভোগ করে এবং "মনুষ্যমাত্রেই পরস্পর তুল্য, স্বভাবতঃ কেহ কাহা অপেক্ষা বড় নয়, রাজ্যশাসন কেবল প্রজাকুলের হিতার্থে হওয়া উচিত; তাহা না হইলে প্রজাগণ স্ব স্ব দেশের শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিতে পারে"—স্বাধীনতাপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের এইরূপ প্রাকৃতিক মত সমুদায় শিক্ষা করিয়া আইসে। যখন উহারা প্রথমে স্বদেশ মধ্যে এই সকল মত প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন অনেকেই আদর পূর্ব্বক সেই সকল মত গ্রহণ করিল, গ্রন্থকর্ত্তৃকগণ বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা সেই সকল মতের পোষকতা করিতে লাগিলেন; সভামাত্রেই ঐ সকল কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। কিন্তু তখন কেহই একবার মনেও ভাবেন নাই যে, এই সকল মত কদাপি কার্য্যে পরিণত হইবে। উহা কথার কথা মাত্র, ইহাই সকলের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ফ্রান্সদেশ সামান্য দেশ নয়; উহাতে চিরকাল অতীব বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, কার্য্যক্ষম, উদার-চরিত ব্যক্তি সকল সম্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহারা রাজ্য শাসনের দোষ সংশোধনের নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। এই সময়েই রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল, অতএব ফ্রান্সের সাধারণী সভা যাহা বহুকাল আহূত হয় নাই, এক্ষণে প্রজাব্যূহের ইচ্ছানুসারে সেই সভার আহ্বান হইল (১৭৮৯)।

সেই অবধি ফ্রান্সের রাজ্যশাসন-প্রণালী সংশোধিত হইতে আরম্ভ হইল।

কিন্তু এই সংশোধন-ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইল না। প্রজাগণ পুরুষানুক্রমে রাজা, ভূম্যধিকারী, এবং যাজকবর্গের স্থানে যেমন দুঃখভোগ করিয়া আসিয়াছিল, যেন একেবারে সেই সকল দুঃখের শোধ দিবার নিমিত্তই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল। তাহারা এতদিন আপনাদিগের পরাক্রম বুঝিতে পারে নাই। এক্ষণে তাহারা নিশ্চয় বুঝিল যে, প্রজাই রাজ্যের বল। তাহারা এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিল যে, প্রাচীন রীতি মাত্রই মন্দ,—পূর্ব্বে রাজা ছিল, এক্ষণে আর রাজা না থাকিলেই ভাল ;—পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী ছিল, এক্ষণে তাহা থাকা উচিত নয় ;—পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রণালী ছিল, এক্ষণে আর কোন প্রকার ধর্ম্ম থাকাই মঙ্গলবহ নহে ; মনুষ্য মাত্রেই সমান, মনুষ্যের মধ্যে যে, কেহ ছোট কেহ বড় হয়, ইহাই সকল দোষের ও দুঃখের আকর। ফলতঃ ফ্রান্সের প্রজাবর্গ একান্ত উন্মাদ-গ্রস্তের ন্যায় হইয়া সকলকে সমান করিবে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। প্রধান প্রধান লোক সকল প্রাণভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিল; যাজকবর্গও প্রস্থান করিল, এবং পরিশেষে রাজা এবং রাজ্ঞী উভয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র-শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হইল এবং তথাকার রাজারা যে পুরুষানুক্রমে প্রজাপীড়ন করিয়া আসিতেছিলেন, প্রজাগণ এতদিনের পর তাহার প্রতিশোধ লইল। কিন্তু ইউরোপীয় রাজগণ ষোড়শ লুইর প্রাণবিয়োগের বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র একেবারে রাগান্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, যদি ফরাসীরা এইরূপে আপনাদিগের রাজাকে বিনাশ করিয়া বিনাদণ্ডে নিষ্কৃতি পায়, তবে তাঁহাদিগের প্রজারাও তদনুরূপ করণে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এই ভাবিয়া নৃপগণ ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ফরাসীরাও আপনাদিগের দেশে সাধারণ-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ অপরাপর দেশেও সেইরূপ শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। উহারা আপনাদিগকে সাধারণ প্রজার সপক্ষ এবং রাজা ও ভূম্যধিকারী মাত্রের বিপক্ষ এইরূপ প্রচার করিয়া অসম সাহস প্রদর্শন পূর্ব্বক সমুদায় ইউরোপীয় নৃপালবর্গের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব হইবার উপক্রমে ইংলণ্ডীয় হুইগ্ মতাবলম্বীরা অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু যখন সেই মহারাষ্ট্রবিপ্লব ব্যাপার এতাদৃশ ভয়াবহ হইয়া উঠিল এবং বিপ্লাবকবর্গের নৃশংসতা দোষে সমুদায় ফ্রান্স দেশ

শোণিতসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিল, তখন অধিকাংশ ব্যক্তি হুইগ্‌দিগের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। কেবল স্থিরপ্রতিজ্ঞ ফক্‌স সাহেব ফরাসীদিগের প্রতি অস্ত্রধারণ করা যুক্তি-যুক্ত নহে, এই অভিপ্রায়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ইংলণ্ডীয় জনগণ একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া নর-শোণিত-পিপাসু ভীষণ ফরাসীদিগকে নির্ম্মূলিত করিবার অভিপ্রায়ে সমর-সাগরে অবতীর্ণ হইল * (১৭৯৩ খৃঃ)। কিন্তু প্রুসিয়া, হলণ্ড, ইংলণ্ড অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত রাজ্যের সৈন্যচয় মিলিত হইয়াও যুদ্ধোন্মুক্ত ফরাসীদিগের দমন করিতে সমর্থ হইল না। তাহাদিগকে দমন করিবে কি, আপনারাই পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাভূত হইতে লাগিল এবং সমুদায় হলণ্ড ও জর্ম্মণির কিয়দংশ আর ইটালীদেশ ইত্যাদি নানা স্থান একেবারে ফরাসীদিগের অধিকারসম্ভুক্ত হইয়া গেল। ফরাসীরা ঐ সকল বিজিতদেশে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিল। এই সকল যুদ্ধের কালে নেপোলিয়ন বোনা-পার্টি নামা একজন সেনানী কর্ত্তৃক ইটালী এবং মিসর অধিকৃত হয়। তিনি ইটালীর যুদ্ধে স্বয়ং অত্যল্প সৈন্য লইয়া অষ্ট্রীয়দিগের বহুতর সেনা সমূহকে পুনঃ পুনঃ পরাজয় করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বোনাপার্টি ঐ সময়ে যেরূপ যুদ্ধ কৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি তাদৃশ গুণ সমস্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি যে যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতেন তাহাতেই সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিতেন। অতএব ফরাসী সৈন্যগণ তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়া উঠিল। বোনাপার্টি দেখিলেন যে, ফ্রান্সে যেরূপ শোণিত-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে প্রজাগণ তদ্দর্শনে অনেকেই সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছে। অতএব ফ্রান্সে ঐক্যাধিপত্য সংস্থাপন করিবার এই সুযোগ। এই ভাবিয়া তিনি একদিন রাজ্যের শাসন-কর্ত্তৃসভা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথাকার সভ্যগণকে দূরীভূত করিলেন, এবং আপনি 'কন্সল' উপাধি পরিগ্রহ পূর্ব্বক রাজ্য শাসনের সমুদায় ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। কন্সল উপাধিটী প্রাচীন রোমীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাদৃশ উপাধি গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে, তাহা হইলে ফরাসীরাও উক্ত রোমীয়দিগের ন্যায় সমরানুরক্ত হইয়া আপনাদিগের বৈদেশিক অধিকার বিস্তৃত করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইবে। তাহা

* এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস দ্বারা সুবা বাঙ্গালায় দশশালা বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়

হইলেই স্বাধীনতার নিমিত্ত উহারা যেরূপ উন্মত্ত হইয়াছিল আর সেরূপ থাকিবে না। কারণ মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এই যে, কোন একটী রিপু প্রবল হইয়া উঠিলে, সে অন্য সকল রিপুকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। যুদ্ধোন্মাদে প্রবৃত্ত হইলে স্বাধীনতানুরাগ অবশ্য হ্রস্ব হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ফরাসীরা বোনাপার্টিকে পাইয়া দিন দিন স্বাধীন হইবার ইচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক কি প্রকারে দিগ্‌বিজয় করিবে—অন্য সকল জাতীয় লোককে আপনাদিগের পদাবনত করিবে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। বোনাপার্টি তাহাদিগকে রণজয়ী করেন; অতএব তিনি সহস্র অত্যাচার করিয়া ঐক্যাধিপত্য গ্রহণ করিলেও কেহই তৎপ্রতি মৎসরদৃষ্টি করিল না।

কিন্তু বোনাপাটি কন্সল হইয়াই বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি ইংলণ্ড রাজের সহিত সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে রাজার নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু ইংরাজেরা বলিলেন, যত দিন ফ্রান্সের পূর্ব্বরাজবংশীয় কোন ব্যক্তি তদ্দেশের সিংহাসনে উপবিষ্ট না হয়েন, তাবৎ সন্ধি করিবেন না। সুতরাং পুনর্ব্বার সমরানল প্রজ্বলিত হইল। ইংলণ্ডীয় পোতাধ্যক্ষ নেল্‌সন ইতঃপূর্ব্বেই ফরাসীদিগের মিসরগত পোতবাহিনী সমুদায় বিনষ্ট করিয়াছিলেন। এক্ষণে 'রালফ আবরক্রম্বী' নামক এক জন ইংলণ্ডীয় সেনাপতি মিসরে গমন পূর্ব্বক ফরাসী স্থলচর সৈন্যগণকেও পরাভূত করিলেন; কিন্তু ঐ যুদ্ধে বোনাপার্টি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না। তিনি স্বয়ং যেখানে গমন করিতেন সেই স্থানেই ফরাসীদিগের বিজয়লাভ হইত। মারাঙ্গোর যুদ্ধে ইটালী দেশ পুনর্ব্বার তাহাদিগের অধিকৃত হইল। আর মোরো নামক আর এক জন ফরাসী সেনাপতি অষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে পরাভব করিয়া বিয়েনার অনতিদূর পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অধিকার করিলেন। সুতরাং অষ্ট্রীয় সম্রাট সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সময়ে (১৮০০ খৃষ্ট) আয়র্লণ্ডে মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়। ফরাসীরা প্রজাবৃন্দের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে সকল প্রাকৃত উক্তি প্রচারিত করিয়াছিল একান্ত ইংরাজ-পীড়িত আইরিস লোক সকল তৎশ্রবণে নিতান্ত স্বাধীনতা-লোলুপ এবং ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাহারা নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে, বিজাতীয় এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী গর্ব্বিত স্বভাব ইংরাজদিগের হইতে তাহাদিগের কদাপি কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উদার-চিত্ত, স্বাধীনতা-পরায়ণ, এবং

সমান-ধর্ম্মা ফরাসীরা অবশ্যই তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবে। এই ভাবিয়া আয়র্লণ্ডীয় রোমান কাথলিক লোক সকল গোপনে ফরাসীদিগকে স্বদেশে আহ্বান করে এবং আপনারা বিদ্রোহ করিবে এমত চেষ্টা পায়। কিন্তু প্রতিকুল বায়ু, এবং ইংরাজদিগের সামুদ্রিক প্রাবল্য, এবং আয়র্লণ্ডীয় লোকদিগের গৃহবিচ্ছেদ, এই সকল কারণে ফরাসীদিগের যুদ্ধজাহাজ সকল যথাকালে অথবা উচিৎ সংখ্যায় আয়র্লণ্ডে উপস্থিত হইতে পারিল না এবং ইংরাজ শাসনকর্ত্তৃবর্গ এই সকল বিপৎপাতের সংবাদ পাইয়া অগ্রেই তৎপ্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইলেন। সুতরাং যদিও আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল বটে, তথাপি সেই বিদ্রোহ কোন কার্য্যকর হইল না।

পরন্তু রাজমন্ত্রী পিট অনেক কৌশল করিয়া এই সময়ে অয়র্লণ্ডের এবং বৃটনের পার্লিয়ামেণ্ট সভাদ্বয়কে মিলিত করিয়া ফেলিলেন। তদবধি এইরূপ ব্যবস্থাপিত হইল যে, আয়র্লণ্ড হইতে ১০০ ব্যক্তি প্রজা সাধারণের প্রতিভূ হইয়া ইংলণ্ডীয় হৌস অব কমন্সে উপবিষ্ট হইবে। আর অষ্টাবিংশতি ভূম্যধিকারী এবং চারিজন প্রধান যাজক হৌস অব লর্ডস সভার সভ্য পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই সময়ে ইংলণ্ডে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; অতএব ইংলণ্ডের শাসন কর্ত্তৃগণ ফরাসীদিগের সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। পরন্তু পিট ঐ সন্ধিতে সম্মত হইবেন না বলিয়া তিনি স্বয়ং আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং আডিংটন নামক এক ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। তিনি ফ্রান্সের সহিত যেরূপ সন্ধি করিলেন তাহাতে ফ্রান্সের প্রাধান্য স্পষ্টই স্বীকার করা হইল। স্থল যুদ্ধে সর্ব্বদাই ফ্রান্সের প্রাধান্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু অর্ণব যুদ্ধে প্রায়ই ফরাসীদিগের পরাভব হইয়াছিল। নেল্‌সন প্রভৃতি কতিপয় পোতাধ্যক্ষের গুণে ইংরাজদিগের প্রভাব সমুদ্রে অপ্রতিহত ছিল এবং তাঁহাদের বাণিজ্যের কোথাও হানি হইতে পারে নাই। ফলতঃ ফ্রান্সের ছোট বড় ১২২৪ খানা জাহাজ এই যুদ্ধে মারা পড়ে।

যদি ইংলণ্ডের বাণিজ্য ঐরূপ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ না থাকিত তাহা হইলে, রাজকার্য্যের যেরূপ ব্যয় বাহুল্য হইয়াছিল, ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিত না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বার্ষিক ব্যয় চৌদ্দকোটি টাকা ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উহার বাৎসরিক ব্যয় বেয়াল্লিশ কোটি হইয়াছিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইল। পিট তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিরূঢ় হইলেন। বোনাপার্টি প্রথম নেপোলিয়ন নামে ফরাসীদিগের সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলে পিটের চেষ্টায় রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন এবং নেপল্‌স্‌ এই কয়েকটী দেশ ইংলণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া একোদ্যমে ফ্রান্সের প্রতিকূলে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ফরাসি সম্রাট ইংলণ্ড আক্রমণ জন্য সৈন্য এবং পোত সংগ্রহ বলোন বন্দরের নিকট করিতেছেন, এ সংবাদে ইংরাজেরা বিশেষ দৃঢ়তা এবং উদ্যম সহকারে যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় সুবিখ্যাত পোতাধ্যক্ষ নেল্‌সন কর্ত্তৃক ফ্রান্স এবং স্পেইনের মিলিত পোতবাহিনী ট্রাফালগার অন্তর্দ্বীপের অদূরে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু স্থলে বোনাপার্টির সর্ব্বত্রই জয়লাভ হইল। তিনি বলোনের নিকট একত্রিত সৈন্য লইয়া অষ্ট্রিয়দিগের প্রসিদ্ধ অল্‌ম নামক দুর্গ জয় করিয়া তথায় ত্রিংশৎ সহস্র শত্রু সৈন্যকে বন্দীকৃত করিলেন—অব্যাঘাতে বিয়েনা নগর অধিকার করিলেন—এবং অতীব আশ্চর্য্য রণকৌশল প্রকাশ পুরঃসর অষ্টবলিটস নামক স্থানে সম্মিলিত রুসিয় এবং অষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে পরাভূত করিলেন। এই সকল সংবাদ শ্রবণে ইংলণ্ডীয় প্রধান মন্ত্রী পিট এমত ভগ্নমনা হইলেন যে, কতিপয় দিন মধ্যেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। পিট যে অতি বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ এবং একজন প্রধান বাগ্মী ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই; তিনি যে স্বদেশের হিতানুষ্ঠানেই, জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু ফরাসীদিগের সহিত যে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের কর বৃদ্ধি, ঋণ বৃদ্ধি এবং সৈন্য-বৃদ্ধি করেন তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল কি না ইহা লইয়া অদ্যাপি অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। টোরি মতাবলম্বীরা বলেন তিনি ঐ সমর সাগরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্বস্থলেই রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটে নাই; নচেৎ ফ্রান্সের অনুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদেশীয় প্রজাগণই স্ব স্ব দেশে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। কিন্তু হুইগ্‌ মতবর্ত্তী জনগণ বলেন যে, যদি ইউরোপীয় কোন জাতি ফরাসী দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিত, বস্তুতঃ তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে আপনাদিগের রাজ্য শাসন-প্রণালী-সংশোধিত করিতে দিত, তাহা হইলে এতাদৃশ ধন ও জীবন ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকিত না এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই ফ্রান্স উপশান্ত এবং স্বাধীন হইয়া যথোচিত কার্য্যে সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিত। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, তৎকালে ফ্রান্সের প্রতি ইউরোপীয় অপরাপর

জাতির অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়াই ফ্রান্সের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইতে পারিল না। সংশোধিত হইবে কি? ফরাসীরা বৈদেশিক প্রবল শত্রুকুলের ভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধবীর বোনাপার্টির একান্ত শরণাপন্ন হইল এবং তাঁহাকে ঐকাধিপত্য শক্তিসম্পন্ন করিয়া শত্রুপক্ষীয়দিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে লাগিল। অতএব ফরাসীদিগের রাষ্ট্র বিপ্লব ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়া পিট সুবুদ্ধি বা ন্যায়পরায়ণতার কর্ম্ম করেন নাই। এই উভয় মতের মধ্যে কোনটী প্রকৃত তাহা সহজে মীমাংসা করা যায় না। কিন্তু যত অধিক কাল যাইতেছে হুইগদিগের মতটী ততই প্রবলতর হইতেছে।

মহাত্মা পিটের মৃত্যুর পর লর্ড গ্রেন্‌বিল ও ফক্‌স সাহেব এবং তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গ রাজমন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী লর্ড গ্রেন্‌ভিল আর সর্ব্ব বিষয়েই টোরিদিগের মতানুবর্ত্তী ছিলেন, কেবল তিনি রোমান কাথলিকগণের প্রতিকূল ব্যবস্থা সমস্ত রহিত করিতে চাহিতেন, ইহাতেই হুইগদিগের সপক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা স্বয়ং ঐ সকল ব্যবস্থা রহিত করণে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি বলিতেন, আমি এতদ্দেশ প্রচলিত শাসন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিব এমত শপথ করিয়া রাজমুকুট ধারণ করিয়াছি; এক্ষণে এই শপথ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক রোমান কাথলিক সম্বন্ধীয় চির প্রচলিত ব্যবস্থা সমস্ত রহিত করণে সম্মত হইলে আমার অধর্ম্ম হইবে। রাজার সহিত মন্ত্রিবর্গের এইরূপ বিবাদ হওয়াতে মন্ত্রিবর্গ আপনাদিগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের সর্ব্ব প্রধান এবং নানা সদ্গুণ সম্পন্ন ও ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের একান্ত প্রিয়তম বাগ্মী ফক্স মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। আর বোনাপার্টি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জিনা ও অরষ্টড্‌ নামক দুই স্থানে প্রসিয়ার রাজাকে পরাভূত করিয়া এবং ফ্রিডলণ্ডের সংগ্রামে রুসীয় সম্রাটকে আপন পদাবনত করিয়া টিলসিট নামক স্থানে উক্ত মহীপালদ্বয়ের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন।

গ্রেনবিলের মন্ত্রিত্ব অবসান হইলে ডিউক অব পোর্টলাণ্ড নামক একজন ভূম্যধিকারী রাজমন্ত্রী হইলেন। হাক্‌সবুরী, কাষ্টলরীয়া, ক্যানিং এবং পর্শিবাল নামক কতিপয় প্রধান ব্যক্তি ইঁহার সহকারী হইয়াছিলেন। ইঁহারা কোন সংবাদে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, বোনাপার্টি ডেনমার্ক দেশীয় রণতরী সাহায্যে সসৈন্যে

আসিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন; অতএব ইহারা অবিলম্বেই আপনাদিগের পোতবাহিনী প্রেরণ করিয়া দিনামারদিগের রণপোত সমস্ত বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। ঐ সময়ে ইংরেজদিগের সহিত দিনামারদিগের সন্ধি ছিল; কোন বিবাদের সূত্রই হয় নাই। শান্তি এবং সন্ধিসত্বে এরূপ অত্যাচার করাতে সকলেই ইংরাজদিগের নিন্দা করিতে লাগিল।

যদি বোনাপার্টি এই সময় হইতে বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিতেন এবং নিতান্ত স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া ইউরোপীয় সকল জাতির স্বাধীনতাপহরণে যত্নবান না হইতেন, তাহা হইলে তিনি ফ্রান্সকে যেরূপ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তাহা অখণ্ডিত রাখিয়া আপন বংশে সেই সিংহাসন স্থায়ী করিতে পারিতেন। কিন্তু এতদিন সর্ব্বত্র অপ্রতিহত প্রভাব প্রকাশ করিতে পারিয়া তিনি এক্ষণে আপনাকে কোন অপূর্ব্ব দৈবশক্তিসম্পন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল যে, আমি চিরকাল এইরূপ শুভাদৃষ্ট ভাজন থাকিব; কোন কালেই আমার দুরদৃষ্ট ঘটিবে না। বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত তিনি ফরাসী জাতির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া তাহাদের বিপদ প্রতীকার করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি কিরূপে আপন পরিবার এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতিকে রাজপদাভিষিক্ত করিবেন এবং আপনি সমুদায় পৃথিবীতে একাধিপতি সম্রাট হইয়া বসিবেন, নিরন্তর এইরূপ যত্ন করিতে লাগিলেন। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে ফরাসীদিগের সহিত যত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে প্রতিপক্ষ রাজ্যের প্রজাগণ বিশেষ যত্ন করিত না। কিন্তু এই সময় অবধি নানা দেশীয় প্রজাগণ বোনাপার্টির প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[রাজার উন্মাদ নিবৃত্তি—বোনাপার্টির রুসিয়া আক্রমণ—ওয়াটরলুর যুদ্ধে বোনপার্টির পরাভব—হোলি-এলাএন্স—তৃতীয় জর্জের মৃত্যু।]

সর্ব্ব প্রথমে স্পেইন দেশে প্রজাবৃহের মধ্যে বোনাপার্টির বিরুদ্ধে তীব্র জাতীয় বিরুপতার ভাব প্রকাশিত হইল। তথায় বোনাপার্টি আপন জ্যেষ্ঠভ্রাতা জোসেফকে রাজাসন প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাগণ পূর্ব্ব রাজার অপমানে আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া ফরাসিদিগের প্রতি বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং ইংলণ্ডের স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিল। ইংরাজেরা ওয়েলেস্‌লী নামক

সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়া বিশেষ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি পোর্টুগালে অবতীর্ণ হইয়া 'বিমিরা' নামক স্থানে ফরাসীদিগের সেনানী জুনটকে পরাভূত করিলেন এবং পরে তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া আসিলেন। তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে সর জন মূর নামক একজন বহুগুণ-সম্পন্ন ইংরাজ সেনাপতি স্পেইন-দেশে প্রেরিত হয়েন। কিন্তু তিনি তদ্দেশীয়গণের বিশেষ উপকার করণে সমর্থ হইলেন না। বোনাপার্টি আপন সেনাপতি সুল্টকে এত অধিক সৈন্য সমভিব্যাহারে স্পেইনে প্রেরণ করিলেন যে, ইংরাজেরা তাহাদিগের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে একান্ত অসমর্থ হইয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল এবং পরিশেষে জাহাজারোহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

এইরূপে ফরাসীদিগের দ্বারা স্পেইন অধিকৃত হইলে পর, অষ্ট্রীয় সম্রাট পুনর্ব্বার বোনাপার্টির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। বোনাপার্টিও তৎক্ষণাৎ স্পেইন হইতে অধিকাংশ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন একমল এবং ওয়াগ্রাম নামক দুই স্থলে যে দুই যুদ্ধ হইল, তাহাতেই অষ্ট্রীয়ার সমুদায় বল একেবারে নিঃশেষিত হইল। অষ্ট্রীয় সম্রাট বোনাপার্টির নিতান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন, এবং বোনাপার্টি আপন বংশ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব পত্নী জোসেফিন্‌কে পরিত্যাগ করিয়া সম্রাট্ কন্যা মেরিয়া লুইসার পাণিগ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে ইংরাজেরা লক্ষাধিক লোক প্রেরণ করিয়া বেল্‌জিয়ম দেশান্তর্গত সোল্ড নদীর মুখভাগ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাদিগের সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। সৈন্যগণ কুষ্ঠল বাসে নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অধিকাংশই কাল গ্রাসে পতিত হয়। অবশিষ্ট জনগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করে।

পরন্তু ইংরাজেরা স্পেইন্ রাজ্যে ফরাসী সৈন্য সংখ্যা অল্প হইয়াছে দেখিয়া এই সময় তথায় জেনারেল ওয়েলেস্‌লীকে পুনর্ব্বার প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি অনায়াসেই বোনাপার্টির সেনাপতি সুল্টকে পর্টুগাল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং অতি ত্বরিত পদে স্পেইন্ রাজধানী মেড্রিড নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। স্পেইন দেশের অভিনব ভূপতি যোসেফ, ভিক্টর নামক ফরাসী সেনানীর সমভিব্যাহারে আসিয়া 'টালাভিরা' অভিধেয় এক স্থানে মিলিত

ইংরাজ ও স্পেনীয় সৈন্যের সহিত অতি তুমুল সংগ্রাম করিলেন। এই যুদ্ধে ফরাসীদিগের সম্পূর্ণ পরাভব না হইলেও ইংরাজদিগের অনেকটা সুবিধা হইলে ইংরাজেরা বহুকালাবধি স্থলযুদ্ধে ফরাসীদিগের কর্তৃক পরাভূত হইয়া শেষে এই অসম্পূর্ণ জয় লাভেও মহা আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। মহাবীর ওয়েলেস্লী সকলেরই প্রশংসাস্পদ এবং শ্রদ্ধাস্পদ হইলেন। তাঁহাকে মার্কুইস অব ওয়েলিংটন উপাধি প্রদত্ত হইল।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে বোনাপার্টি আপন সেনানী মাসেনাকে স্পেইন রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। ওয়েলিংটন ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পর্টুগালের অন্তর্গত বুসাকো স্থানের পার্ব্বতীয় অধিত্যকায় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মাসেনা সহস্র চেষ্টা করিয়াও সেই ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহার পর ওয়েলিংটন আবার টরিস্ ভিড্রাস্ নামক স্থানে সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করেন। মাসেনা সেই ব্যূহ আক্রমণ করিতেও সাহস করিলেন না; প্রত্যুত তাঁহাকে পর্টুগাল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল এবং সেই প্রস্থানকালে তাঁহার সৈন্য-গণ যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে লাগিল। ইহার পর ওয়েলিংটন আপনি ফরাসী-দিগের অধিকৃত দুর্গ সমস্ত আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং প্রায়ই সর্ব্বত্র বিজয় করিয়া পুনর্ব্বার পর্টুগালে আসিয়া ব্যূহনির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ড-রাজ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়া রাজকার্য্যালোচনে অক্ষম হওয়াতে তাঁহার পুত্র রাজপ্রতিভূ হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইনি পূর্ব্বে যেমন হুইগ্ মতাবলম্বীদিগের সপক্ষ হইয়াছিলেন, এক্ষণে আর সেরূপ হইলেন না; রোমান কাথলিকদিগের দুঃখ বিমোচন বিষয়ে ইঁহার পূর্ব্বে যেরূপ অভিমত ছিল এখন আর সে মত রহিল না; সুতরাং ইনি মৌখিক হুইগ্দিগের বন্ধু থাকিয়াও প্রকৃতপক্ষে টোরিদিগের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকেই মন্ত্রিত্ব পদে স্থায়ী করিয়া রাখিলেন।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিল। বোনা-পার্টি সমুদায় ইউরোপ খণ্ডকে আপন করতলস্থ করিয়া বার্লিন এবং মিলান হইতে যে অনুজ্ঞা প্রচার করেন, তদনুসারে ইউরোপীয় কোন বন্দরে ইংরাজদিগের বণিক্পোত সকল প্রবেশ করিতে পারিত না। সুতরাং ইংরাজদিগকে গোপনে গোপনে বাণিজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইত। এই জন্য তাঁহারাও ক্রোধান্ধ

হইয়া এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি আমরা ইউরোপীয় কোন বণিকের সহিত বাণিজ্য করিতে না পাই, তবে আর কাহাকেও তৎকর্ম্ম সুখে নির্ব্বাহ করিতে দিব না। এইরূপ মনস্থ করিয়া ইংলণ্ডীয় শাসন-কর্ত্তৃগণ অনুমতি করেন যে, যখন কোন বণিক্ পোত ইউরোপীয় কোন বন্দরে বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া যাইবে, তখন তাহাদিগকে অগ্রে ইংলণ্ডে আসিয়া শুল্ক প্রদান করিতে হইবে; নচেৎ ইংলণ্ডীয় রণতরী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ইংলণ্ডের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। এইরূপে প্রতিপক্ষ উভয় দলে বাণিজ্যের ব্যাঘাত করাতে সর্ব্বদেশীয় জনগণেরই অপরিসীম ক্লেশ হইতে লাগিল। ফলতঃ বাণিজ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যে রাজাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য, ইহা তৎকালে স্পষ্টরূপে কাহারও বোধগম্য হয় নাই। এ পর্য্যন্ত কোন রাজ্যের দরিদ্র প্রজারা ফরাসীদিগের জয়ে কষ্ট পায় নাই। সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচারিতার এবং অকর্ম্মণ্যতার নিরাকরণ হইয়া সুব্যবস্থাই ঘটিতে ছিল; কিন্তু বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত দুর্ম্মূল্য হইল এবং সকলেই উত্যক্ত বোধ করিল।

পর বৎসর উভয় পক্ষকেই ইহার ফলভোগ করিতে হইল। স্পেইনদেশে ফরাসীরা যুদ্ধে পরাভূত হইতেছে শুনিয়া রুসিয়াধিপতি আলেক্‌জাণ্ডার, বোনাপার্টির বাণিজ্য বিষয়িণী অনুজ্ঞা অমান্য করিবার সাহস প্রাপ্ত হইলেন; বোনাপার্টিও তাঁহাকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে ছয় লক্ষাধিক রণদক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রুসিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অতি শীঘ্রই রুসীয় সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের রাজধানী মস্কৌ অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু রুসীয়রা নির্ম্মম হইয়া সেই নগর অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলিল। সেই সময়ে দুরন্ত হেমন্ত কালের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন জীব জন্তু সেই দেশে রক্ষা পাইতে পারে না। কিন্তু ফরাসী সৈন্য মস্কৌ বিনাশে নিরাশ্রয় হইয়াছিল; সুতরাং বোনাপার্টিকে অগত্যা পশ্চাদবর্ত্তী হইতে হইল। শীতের প্রাদুর্ভাবে তাঁহার সৈন্য সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল; রুসীয়রাও উহাদিগকে নিরন্তর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল; ফলতঃ তৎকালে ফরাসী সৈন্যগণ যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে বীর পুরুষেরা কখন শত্রুদলকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই, যাহাদিগের ভয়ে ইউরোপের সকল রাজা সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন এবং যাহাদিগের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন মাত্রে

শত্রু সেনাগণ প্রস্থান-পরায়ণ হইত, এক্ষণে তাহারা আহারাভাবে অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া ভয়ানক রাত্রির আগমনে হিম-শিলোপরি শয়ান হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন সেই সুদীর্ঘ রাত্রি প্রভাত হয়, তখন উহাদিগের মধ্যে কত শত শত কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি আর গাত্রোত্থান করিয়া উঠে না। বৃষ্টি, বিদ্যুৎপাত, বজ্রধ্বনি, ও ঝঞ্ঝাবায়ু এবং তদপেক্ষাও নৃশংসতর রুসীয় সৈন্যগণ আর তাহাদিগের সেই কাল নিদ্রা ভগ্ন করণে সমর্থ হয় না। এইরূপে দিন দিন ক্ষয় হইয়া বোনাপার্টির সর্ব্ববিজয়িনী সেনার এক লক্ষ মাত্র নিমেন নদী পার হইয়া ফিরিল। তিনি নিতান্ত হীনবল এবং ভগ্নোদ্যম হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। রুসীয়, প্রুসীয়, অষ্ট্রীয় প্রভৃতি রাজবর্গ ইংলণ্ড কর্ত্তৃক উত্তেজিত এবং ইংলণ্ডের ভৃতি প্রাপ্ত হইয়া একেবারেই তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বোনাপার্টির আর রক্ষা নাই। তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যগণ রুসীয়ায় ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং রাইন নদীর পর পার হইতে, আল্প পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে, পিরিনিস পর্ব্বতের অধিত্যকা হইতে, বিপক্ষ পক্ষের ঘোররাব সমস্ত বিশ্রুত হইতে লাগিল, ফ্রান্সের সৈন্যচয় তাহার প্রতিকার করণে সমর্থ হইল না। ফলতঃ যেমন কোন্ সুবিক্রান্ত শার্দ্দুল জাল জড়িত হইলে তচ্চতুর্দ্দিকে লোকের কোলাহল হইতে থাকে এবং পশুরাজ কিছুই করিতে পারে না; কিন্তু তথাপি কাহারও সাহস হয় না যে, মৃগপতির নিকটবর্ত্তী হয়, এই সময়ে বোনাপার্টির অবস্থা অবিকল তদ্রূপ হইয়াছিল। তিনি পতন কালেও সিংহবৎ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রণপাণ্ডিত্য, শূর-প্রকৃতি এবং ক্ষিপ্রকারিতা যেমন এইক্ষণে প্রকাশিত হইতে লাগিল আর কখনই তেমন হয় নাই। তিনি ফ্রান্সের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিলেন। যেখানে শত্রু উপস্থিত হয় অমনি বোনাপার্টি তাঁহার সম্মুখে স্বনামজনিত ভয় উদ্রেক দ্বারা হঠাইয়া দেন; কিন্তু জর্ম্মনির অন্তর্গত লিপজিক নামক স্থানে যে ঘোরতর সংগ্রাম হইল আর সেই সময়েই স্পেইনের অন্তর্বর্ত্তী ভিটোরিয়া নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে ফরাসী সৈন্যগণ একেবারে নির্ম্মূলিত হইয়া গেল। সুতরাং পরিশেষে বোনাপার্টিকে ফ্রান্সের রাজমুকুট পরিত্যাগ করিতে হইল এবং বিপক্ষ রাজগণ তাঁহাকে ইটালীর বায়ুকোণবর্ত্তী এল্‌বা নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের আধিপত্য প্রদান করিয়া অষ্টাদশ লুই নামক

ফ্রান্সের পূর্ব্ব রাজবংশীয় এক ব্যক্তিকে তদ্দেশের সিংহাসনে অধিরোহিত করিলেন।

অষ্টাদশ লুই, আপন প্রজাবর্গের ভক্তিভাজন হইতে পারিলেন না। ফরাসীরা ভাবিল যে, ইনি শত্রুপক্ষের অনুগ্রহে আমাদের রাজা হইয়াছেন; ইহাঁর রাজ্যকাল আমাদিগের লজ্জাকর; কোন মতেই গৌরবসূচক নহে। ফরাসীরা ইহাও মনে মনে ভাবিত যে, হায়! যখন বোনাপার্টি আমাদের রাজা ছিলেন, তখন ফরাসী নামটী কেমন উজ্জ্বল হইয়াছিল; এক্ষণে সেই নামে কলঙ্ক হইল। আবার কখন আমরা তাঁহাকে পাই, তবে এই লজ্জাপনয়নের উপায় হইতে পারে। ফ্রান্সের প্রজাব্যূহ এইরূপ চিন্তা করিতেছে আর ভিয়েনা নগরীতে সমস্ত বিজেতা রাজগণ মিলিত হইয়া কি প্রকারে আপন আপন রাজ্য শাসন করিবেন, কেমন করিয়া প্রজাবৃন্দকে চিরকাল অধীনতাবস্থায় উপশান্ত রাখিবেন; কে, কোন দেশের অধিকারী হইবেন, এই সকল স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমত সময়ে প্রচারিত হইল যে, বোনাপার্টি পাশ-বিনির্মুক্ত সিংহের ন্যায় এল্‌বা দ্বীপ হইতে প্রস্থান করিয়া পুনর্ব্বার ফ্রান্সে আগমন করিয়াছেন। বাস্তবিক ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি গোপনে ফ্রান্সে আসিয়াছিলেন। যে সকল ফরাসী সৈন্য তাঁহাকে ধৃত ও বন্দীকৃত করিয়া আনিবার নিমিত্ত প্রেরিত হয় তাহারা উহাঁকে দর্শন করিবামাত্র একেবারে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া "মহারাজার জয় হউক" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করে। তিনি সৈন্য সামন্ত কিছুই লইয়া আইসেন নাই; কিন্তু দিবস কতিপয় মধ্যেই সমুদায় ফরাসী সেনা তাঁহার হস্তগত হয় এবং অষ্টাদশ লুই আপনার প্রাণভয়ে কাতর হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করেন। ফরাসী প্রজাব্যূহ আবার আপনাদিগের সর্ব্ববিজয়ী মহীপালের আশ্রয়লাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইল এবং মহোৎসাহ সহকারে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই দুই লক্ষ সত্তর হাজার ফরাসী সেনা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল। তদ্ব্যতিরিক্ত আরও লক্ষাধিক সৈন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এখানে ইউরোপীয় মিলিত রাজবর্গ অবিলম্বে অস্ত্রধারণ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই প্রুসীয় এবং ইংলণ্ডীয় সেনা রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। বোনাপার্টি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ গমনে যত কাল বিলম্ব করিবেন তাঁহার

শত্রুচয় ততই প্রবল হইয়া উঠিবে। এই ভাবিয়া বোনাপার্টি সত্বর হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, প্রুসীয় এবং ইংলণ্ডীয় সৈন্যদ্বয়ের মধ্যভাগে একটী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে; এই দেখিয়া তাঁহার স্থির হইল যে, বিপক্ষ সেনানীদ্বয় বাস্তবিক যুদ্ধ কৌশল পরিজ্ঞাত নহেন। তিনি স্থির করিলেন যে, উভয় সৈন্যদলকে মিলিত হইতে দিব না; প্রথমে প্রুসীয়দিগকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া পরে ইংলণ্ডীয়দিগকে অনায়াসে জয় করিব। তিনি প্রথম দিনের যুদ্ধে প্রুসীয়দিগকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। পর দিবস ওয়াটারলু নামক স্থানে ইংরাজ সেনার প্রতি অতিশয় পরাক্রম সহকারে আক্রমণ করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রতিপক্ষ উভয় দলের কামানের ধুম উত্থিত হইয়া রণস্থল আচ্ছন্ন করিল; তৎক্ষণাৎ ফরাসী অশ্বারোহগণ সমুদায় রণস্থল কম্পান্বিত করিয়া ইংলণ্ডীয় সেনার প্রতি আক্রমণ করিতে আসিল। এই অবকাশে ইংলণ্ডীয় অশ্বারোহগণ পশ্চাৎবর্ত্তী হয় এবং পাদাত সৈন্যগণ বর্গক্ষেত্রের আকারে নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান থাকে। ফরাসীরা সমুদ্রের উর্ম্মির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর বেগে আইসে, কিন্তু নিশ্চল শৈল স্বরূপ ইংরাজ পাদাতগণ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া পরাঙ্মুখ হইয়া যায়। যুদ্ধ প্রায় সমস্ত দিবসই এইরূপ হইতে লাগিল। কোন দলের জয় পরাজয় নিশ্চয় হয় না, এমত সময়ে ফরাসী সেনার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ধুলি উত্থিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই একটী বিপুল সৈন্যদল সেই দিকে দৃশ্যমান হইল। তাহাদিগের সুশাণিত অস্ত্রে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইতে লাগিল। বোনাপার্টি প্রথমে ভাবিলেন যে, ঐ সকল সৈন্য তাঁহার আপনারই হইবে, তিনি পূর্ব্ব দিবস প্রুসীয়দিগের পশ্চাৎ যে সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই বুঝি প্রত্যাগত হইয়াছে এই বলিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্ললোচনে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, এমত সময়ে প্রুসীয় রণপতাকা সমূহ তাঁহার নয়নগোচর হইল; তাহাদিগের কামানের গোলাও সেই সময়ে আসিয়া তাঁহার সৈন্য মধ্যে পতিত হইতে লাগিল; এবং তাহাদিগের অশ্বারোহগণ অতিঘোরতর গর্জ্জন করিয়া তাঁহার সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। বোনাপার্টি ইহার পরেও আর একবার ইংরাজ সৈন্যের প্রতি ঘোরতর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তথাপি সুদৃঢ় ইংরাজ সৈন্যকে ভেদ করিতে পারিলেন না। তখন ইংরাজদিগের অশ্বারোহগণ বহির্গত হইল,

পাদাতগণ জয়ধ্বনি করিল, প্রুসীয় অশ্বারোহ সমুদায় সমরে প্রবৃত্ত হইল, এবং ফরাসী সৈন্য একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। বোনাপার্টি আর কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই একটি ইংলণ্ডীয় রণপোতাধ্যক্ষের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিবার মানস প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা তাঁহার সেই মানস সফল করিলেন না; তাঁহাকে স্বাধিকৃত আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দী ভাবে প্রেরণ করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইউরোপীয় রাজারা অষ্টাদশ লুইকে পুনর্ব্বার ফ্রান্সের সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিয়া বিয়েনা নগরে সম্মিলিত হইলেন। তাঁহারা ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যাপার দর্শনে এমত ভীত হইয়াছিলেন যে, অবিলম্বে একমত হইয়া একটী সন্ধিপত্র অবধারিত কবিলেন। ঐ সন্ধিকে "হোলিএলাইআন্স" অর্থাৎ পবিত্র সন্ধি নামে অভিহিত করা যায়। উহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন রাজার প্রজাগণ কখনও রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রবৃত্ত হয় তবে অন্য রাজারা তাঁহার সহায় হইয়া প্রজাবর্গকে দমন করিয়া দিবেন। অষ্ট্রীয়া, প্রুসীয়া এবং রুসিয়ার রাজারা এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ইংলণ্ডীয় রাজ প্রতিভূ স্বয়ং উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই; কিন্তু এই সন্ধি যে তাঁহার মনোনীত বটে, এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ফলতঃ ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব জনিত সুমহৎ যুদ্ধের অবসানে ইউরোপের সর্ব্বত্রই রাজা এবং ভূম্যধিকারিবর্গের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীও নামে প্রজাতন্ত্র হইয়া বাস্তবিক ভূম্যধিকারপরতন্ত্র হইয়া রহিল। এই সময়ে যে সকল ব্যবস্থা ইংলণ্ডে প্রচলিত হইয়াছিল তাহার তাৎপর্য্য অবগত হইলে ইহা সুপ্রতীত হয়। ইংলণ্ডের ভূম্যধিকার সমুদায়ই আঢ্য কুলীনবর্গের হস্তগত; সুতরাং ভূমি প্রসূত শস্যাদির মূল্য যত উচ্চ থাকে, ততই ভূম্যধিকারিবর্গের লাভ অধিক হয়; অতএব এমত ব্যবস্থাপিত হইল যে, গোধূমের বাজার দর কম থাকিলে অন্য দেশ হইতে ঐ শস্য আনীত হইতে পারিবে না। যুদ্ধকালে প্রজাদিগকে যে নানাবিধ কর প্রদান করিতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে সকল লোককে আপনাপন আয় অনুসারে একটী কর দিতে হইত; এই কর আঢ্যদিগেরই বিশেষ ক্লেশকর; দুঃস্থ লোক-দিগের পক্ষে তাদৃশ ক্লেশকর হয় না; সুতরাং আঢ্যকুলীনবর্গ ইহার আদায়

রহিত করিয়া দিলেন; প্রজাসাধারণ তদ্বিপরীত চেষ্টা করিয়া সফলপ্রযত্ন হইতে পারিল না।

বস্তুতঃ এই সময়ে ইংরাজদিগের যেমন গৌরব এবং অধিকার বৃদ্ধি হইয়াছিল, উহারা স্বদেশে তেমন সুখভাগী হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ রাজপ্রতিভূর চরিত্র ভাল ছিল না। তিনি কারোলিন নাম্নী যে কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করেন নাই; আর তৎপত্নীও যথার্থ স্নেহের পাত্র ছিলেন না। যাহাহউক ইংরাজেরা উভয়ের দুষ্ট ব্যবহার দর্শনে নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। তাহাদিগের এই মাত্র ভরসা ছিল যে, ইহাদিগের কুমারী সুশীলা শার্লট যদি কখন রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন তাহা হইলে সিংহাসনের গৌরবরক্ষা ও প্রজাব্যূহের সুখ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু শার্লট প্রথম বারে সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়াই একটী মৃতকুমার প্রসব করতঃ লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিলেন। ইংলণ্ডীয় প্রজামাত্রেই দুঃখে কাতর হইল। ইহার পর যে কে রাজাসন গ্রহণ করিবে তাহারও নিশ্চয় রহিল না। কারণ তৃতীয় জর্জের চারি পুত্রের এই একমাত্র কন্যাসন্তান ছিল; অপর সকলেই নিঃসন্তান ছিলেন; সুতরাং উহাদিগের মধ্যে যাঁহারা এপর্য্যন্ত অকৃতদার ছিলেন, তাঁহারা সকলেই দারপরিগ্রহণার্থ যত্নবান হইলেন। ইংরাজদিগের আর এক দুঃখের কারণ এই যে, যতদিন যুদ্ধ চলিতেছিল, পৃথিবীর সমুদায় বাণিজ্যই তাহাদিগের হস্তগত থাকে; তাহাতে অনেক অর্থাগম হয়। আর সেই সময়ে পণ্য দ্রব্য মাত্রের মূল্যও অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল; তাহাতেও পণ্যজীবিমাত্রের অধিক লাভ হইত। কিন্তু যুদ্ধ নিবারণ হইলে যেমন দ্রব্যাদির মূল্যও ন্যূন হইল, ইংরাজদিগের বাণিজ্যও আর তেমন বিস্তৃত রহিল না। আবার ঐ সময়ে শস্যোৎপত্তি প্রচুর পরিমাণে হয় নাই। সুতরাং প্রজাদিগের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। উহারা ভাবিল যে, শাসনকর্ত্তৃগণের দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে। এই ভাবিয়া তাহারা পার্লিয়ামেণ্ট সভা সংশোধনার্থ যত্নবান হইয়া ভূরি ভূরি লোকে নানা স্থানে দলবদ্ধ হইতে লাগিল। আবেদনপত্র সমুদায় রাজ প্রতিভূ সমীপে প্রেরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন স্থলে আঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহ সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত করিয়া বিবিধ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল। রাজমন্ত্রিগণ ভাবিলেন যে প্রজাসাধারণের এইরূপ অত্যাচার বলপূর্ব্বক নিবারণ করা বিধেয়। তাঁহারা

পার্লিয়ামেণ্টের সম্মতিলাভ করিয়া হেবিয়স্ কর্পস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থা রহিত করিলেন; অনেকানেক প্রজাপক্ষীয় ব্যক্তিকে কারাগৃহে নীত করিলেন এবং সৈনিকগণ প্রেরণ করিয়া প্রজাদিগের দল ভঙ্গ করিয়া দিতে লাগিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২০ পর্য্যন্ত এইরূপে গত হইল। এই বৎসরে প্রাচীন রাজা তৃতীয় জর্জ্জ লোকান্তর গমন করিলে রাজ প্রতিভূ চতুর্থ জর্জ্জ নামধেয় হইয়া রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

[চতুর্থ জর্জ্জ—রাজ্ঞী কারোলীন্—চতুর্থ উইলিয়ম—কাথলিক বিমোচন—ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব—দাস বিমোচন—রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া—সর্ রবর্ট পীল—ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব—চার্টিষ্ট সম্প্রদায়—ক্রিমিয়ার যুদ্ধ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপ।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যু হইলে পর চতুর্থ জর্জ্জ রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি নিজ পত্নী কারোলীনকে রাজ্ঞীর উপাধি প্রদান করিলেন না। কারোলীন এতাবৎকাল স্বেচ্ছামত ইটালী দেশে গমন করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন; তিনি এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাজা আপনার গুপ্তচর সকলের দ্বারা কারোলীনের দুশ্চরিত্রতার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; অতএব রাজ্ঞী ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার পদমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে পর ভূপাল নিজ পত্নীর নামে অভিযোগ করিলেন। হৌস্ অব্ লর্ডস্ সভায় এই বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইল। প্রজাগণ রাজ্ঞীর পক্ষ হইয়াছিল; তাহারা জানিত যে কারোলীন যদিও দুশ্চরিত্রা বটেন, কিন্তু রাজা তাঁহার অপেক্ষা দাম্পত্য ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন দোষে অধিক দূষিত হইয়াছিলেন। লর্ড ব্রোহাম নামক অতি প্রসিদ্ধ বাগ্মী কারোলীনের উকীল হইয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। প্রজামাত্রেই তাঁহার জয় বাঞ্ছা করিতে লাগিল এবং রাজা অতি কুৎসিত ব্যবহার করিয়াছেন ইহা সকলের প্রতীত হইল। সুতরাং রাজপক্ষের জয় হইবার যদিও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, তথাপি রাজা চূড়ান্ত বিচার রহিত করাই বিধেয় বোধ করিলেন। ইহার পর রাজা রাজমুকুট ধারণ করিবার নিমিত্ত যে মহাসমারোহ করিলেন, তাঁহার পত্নী সেই সমারোহ দর্শনার্থে গমন করিয়া

দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক অপমানিতা হইলেন। এই মনস্তুঃখেই কারোলীনের মৃত্যু হইল।

চতুর্থ জর্জ্জ আপনার রাজ্যকাল মধ্যে এক এক বার করিয়া সমুদায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় অধিকার সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী মার্কুইস্ অব লণ্ডণ্ডেরী আত্মহত্যা করেন। সেই হেতু বিচক্ষণবর 'ক্যানিং' ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ গ্রহণ করিতে পারিলেন না; তিনি প্রধান মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারও হঠাৎ মৃত্যু হইল এবং সুপ্রসিদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটন ও সর রবর্ট পীল প্রভৃতি টোরি মতাবলম্বীগণ রাজমন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। উহাঁদিগের সময়ে আয়র্লণ্ডে কাথলিক্ সভা নামে একটী সভা সংস্থাপিত হয়। সেই সভার প্রধান 'ওকোনেল' সাহেব অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুসাহসিক এবং সদ্বক্তা ছিলেন। ঐ সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, রোমান কাথলিকদিগের প্রতি যে সকল কঠিন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেই সকল ব্যবস্থা রহিত হইয়া যায়। টোরি মন্ত্রিগণের ও রাজার কাহারও ইচ্ছা ছিল না যে, উক্ত সভার তাদৃশ অভি-প্রায় সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু জনসাধারণের ঐ বিষয়ে যেরূপ অভিমত হইয়াছিল তাহাতে উহাঁদিগকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল; ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রোমান কাথ-লিকদিগের আইন ঘটিত অনধিকারগুলি রহিত হইল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ জর্জ্জের মৃত্যু হইল। তাঁহার ভ্রাতা, চতুর্থ উইলিয়ম নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক ইংলণ্ডের রাজাসন গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ফ্রান্স দেশে পুনর্ব্বার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিল। যেমন ষ্টুয়ার্ট রাজবংশীয় প্রথম চার্লস নিহত হই-লেও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জেম্স পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রজাদিগের স্বাধীনতা-পহরণ চেষ্টায় বিরত হয়েন নাই, প্রত্যুত তাঁহাকেও স্বরাজ্যচ্যুত হইতে হইয়া-ছিল ফ্রান্সেও অবিকল সেইরূপ ব্যাপার উপস্থিত হইল। বোর্বনবংশীয় ষোড়শ লুই প্রজাদিগের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; তথাপি সদ্বংশ-সম্ভূত অষ্টাদশ লুই ও তৎপরবর্ত্তী রাজা দ্বাদশ চার্লস নিজ প্রজাব্যূহের মন বুঝিয়া চলিতে পারিলেন না। সুতরাং শেষোক্ত নৃপাল রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তৎ-পরিবর্ত্তে অর্লীন্সবংশীয় লুই ফিলিপ রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ফ্রান্সে এই ব্যাপার উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডেও পার্লিয়ামেণ্ট সভার সংশোধ-নার্থ সমূহ যত্ন হইতে লাগিল। তাহাতে টোরি মতাবলম্বী ওয়েলিংটন রাজ-

মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিলেন এবং হুইগ্ মতানুবর্ত্তী 'গ্রে', প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ইঁহার সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের সংশোধন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইল, অর্থাৎ যে সকল গ্রাম এবং নগর পূর্ব্বে বহুলোকের নিবাস স্থান ছিল এবং পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিভূ প্রেরণ করিত, এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি নিতান্ত হীন দশা প্রাপ্ত হওয়াতে আর প্রতিভূ প্রেরণ করিবার ক্ষমতা পাইল না। আর যে সকল স্থান পূর্ব্বে হীন দশাগ্রস্ত ছিল, কিন্তু কালবশে এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রভাবে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা প্রতিভূ নিয়োগের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। এতদ্বারা জমিদার শ্রেণী অপেক্ষাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহার পর ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থা-প্রণালী সংশোধনার্থ বিশিষ্ট যত্ন হয়। তাহারই কিয়ৎকাল পরে ইংরাজেরা বিংশতি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া আপনাদিগের ঔপনিবেশিকগণের দাস-বাণিজ্য রহিত করিলেন। এই কীর্ত্তিটী ইংরাজজাতির অর্থশাস্ত্রজ্ঞতার এবং সাধুশীলতার দেদীপ্যমান প্রমাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। প্রধানমন্ত্রী গ্রে সাহেব এইরূপ কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া স্বেচ্ছাতঃ মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করিলেন। 'মেলবুর্ণ' তাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ইনি আয়র্লণ্ডের উপদ্রবকারী প্রজাগণের দমনার্থ একটি ব্যবস্থা প্রচলিত করিলেন। পরে রাজা ইহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া পুনর্ব্বার ওয়েলিংটনকে প্রধানমন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত করেন এবং সেই হইতে সর রবর্ট পীলকে আনয়ন করেন, কিন্তু ইঁহারা অধিক কাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার মেলবুর্ণের মন্ত্রিত্ব লাভ হইল। পরন্তু তিনি কোন বিশেষ রাজনিয়ম প্রচলিত না করিতে করিতেই ভূপাল লৌকিকলীলা সম্বরণ করিলেন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ উইলিয়মের ভ্রাতুষ্কন্যা ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজাসন পরিগ্রহ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত জর্ম্মনদেশীয় প্রিন্স আলবর্ট নামক সুযোগ্য রাজকুমারের বিবাহ হইল। ১৮৩৯ অব্দে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র এক পেনি খরচে ডাকের চিঠি পাঠানর ব্যবস্থা হয়।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মেলবুর্ণকে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিতে হইল এবং সর রবর্ট পীল তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। ইনি ইংলণ্ডের অন্তর্বাণিজ্য এবং শান্তিরক্ষা বিষয়ে অনেক সুনিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া পরে শস্যের আমদানি রপ্তানি বিষয়ে যে সকল অবিশুদ্ধ নিয়ম প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় রহিত করিয়া দিলেন; ইংল-

ণ্ডের বহির্বাণিজ্য-প্রণালীও সর্ব্বতোভাবে উন্মুক্ত করিলেন; যাহাতে স্বদেশীয় জনগণের স্বাস্থ্য বিধান হয় এমত ব্যবস্থা সমস্ত প্রচলিত করিলেন, এবং প্রজাব্যূহের বিদ্যা শিক্ষার সদুপায়াবধারণের নিমিত্ত সমধিক প্রয়াস পাইলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিলে লর্ড জন রসেল নামা অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ইঁহার সময়ে আয়র্লণ্ডে অতি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, রসেল সাহেব সেই দুর্ভিক্ষ-জনিত দুঃখ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে সমূহ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে অনেকানেক উত্তমোত্তম ব্যবস্থা সকল প্রচলিত হয়। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়েও ইঁহার মনোযোগের ত্রুটি ছিল না।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা হঠাৎ রাজ বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের রাজা লুই ফিলিপকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল এবং পুনর্ব্বার সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিল। ফ্রান্স-রাজ ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়া আসিলেন। ফলতঃ এই সময়ে ইউরোপের সর্ব্বত্রেই দুঃস্থ প্রজাগণ শাসনকর্ত্তৃগণের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া তাঁহাদিগকেই আপনাদিগের দুরবস্থার নিদানভূত বিবেচনা করিয়া সাতিশয় ক্রোধ এবং দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিত যে, একই রাজ্যের মধ্যে কোন প্রজা অতিশয় বিত্তবশালী এবং কেহ বা উপজীব্য বিরহিত হইয়া থাকা অত্যন্ত অন্যায্য। শাসন কর্ত্তৃগণের কর্ত্তব্য তাঁহারা এই প্রকার বৈসাদৃশ্য নিবারণের উপায় করেন—শ্রমজীবীদিগের অবস্থা উন্নত করেন এবং বিকলেন্দ্রিয়-প্রযুক্ত পরিশ্রমে অক্ষম ব্যক্তিব্যূহের ভরণ পোষণের উপায় বিধান করিয়া দেন।

এই সকল মত ইংলণ্ড পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়া আসিল এবং চার্টিষ্ট নামক এক সম্প্রদায় দলবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লাবক পরামর্শ সমস্তের আন্দোলন করিতে লাগিল। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোক সকল ফরাসীদিগের ন্যায় নিতান্ত চপল বা তরলমতি নহে। তাহারা ঐ সকল দুষ্টাভিসন্ধির অনুমোদন করিল না এবং ডিউক অব ওয়েলিংটন বিলক্ষণ কৌশলপূর্ব্বক সৈন্য বিনিবেশ করিয়া চার্টিষ্ট মতাবলম্বীদিগকে এতাদৃশ ভয় প্রদর্শন করিলেন যে, তাহারা বিশেষ কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিল না। বার্ম্মিংহামের দাঙ্গায় উহাদের ২০ জন গুলির আঘাতে হত হয়।

কিন্তু ইটালী, অষ্ট্রিয়া, প্রুসীয়া, হঙ্গেরী, স্পেইন এবং পোর্টুগাল প্রভৃতি দেশ এই সময়ে অতি ভয়ঙ্কররূপে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই প্রজাকুল বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। অষ্ট্রিয়ার ন্যায় যে যে সাম্রাজ্য বিভিন্ন জাতীয় লোকের সম্মিলন দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছিল তথায় জাতিবৈর প্রবলতর হইয়া সাম্রাজ্য বন্ধনকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবার উপক্রম করিল আর কোন কোন স্থলে একরাজ্যের কিয়দ্ভাগ পূর্ব্বরাজার অধীনতা পরিহার করিয়া (ডেনমার্ক, ইটালী. আয়র্লণ্ড) অন্য রাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অস্ত্র-বল এবং মন্ত্রণা-কৌশল দ্বারা বহু বিবাদ বিসম্বাদের পর * ঐ সকল গোল-যোগের নিবারণ হইয়া পরিশেষে প্রায় সকল ইউরোপীয় রাজ্যেই ইংলণ্ডের অনুরূপ শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হইয়া উঠিল।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা প্রিন্স আলবর্টের সবিশেষ যত্নে পৃথিবীস্থ সমুদায় জনপদবাসীদিগের শিল্প-প্রসূত দ্রব্যজাত সঞ্চিত হইয়া একটী প্রকাণ্ড কাঁচভবন মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ সমুদায় সামগ্রীর মূল্য অন্যূন দুই কোটি মুদ্রা হইবে এবং ত্রয়োবিংশ সপ্তাহ কালাবধি তদ্দর্শনার্থ নানাদিগ্দেশীয় ছয় কোটি মনুষ্য সমাগত হইয়াছিল। ঐ কাঁচ ভবনের অনুকৃতি এক্ষণে নিউইয়র্ক, পারিস, ডব্লিন প্রভৃতি স্থানে বিনির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহাও সাইডেনহাম্ নামক স্থানে যৎকিঞ্চিদ্রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া রক্ষিত আছে।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক অব ওয়েলিংটনের মৃত্যু হয় এবং তাহারই কয়েক দিবস পরে তাঁহার প্রতিপক্ষ মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টির ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রান্সের সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। লুই নেপোলিয়ন অতি সুচতুর এবং সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্য লাভ করিয়া অবধি ইংলণ্ডের সহিত স্থির সৌহার্দ্দ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং প্রায় সর্ব্বস্থলেই ইংরাজদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া সন্ধিবিগ্রহাদি করিয়াছিলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রুসীয় সম্রাট নিকোলাস্ তুরস্ক সাম্রাজ্য বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ দুর্ব্বল রাজ্যের প্রতি আপনার অগণ্য সৈন্যচয় এবং অতি-

---

* (১) হঙ্গেরি অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য হইতে পৃথক এবং স্বাধীন হওয়ার জন্য এরূপ বিদ্রোহ উত্থাপন করে যে রুসীয় সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত উহার দমন হয় নাই।

(২) আয়র্লণ্ডের প্রজাগণ ফরাসীদিগের সাধারণী সভাতে এই সময়ে এক লিপি প্রেরণ করে এবং ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা পায়।

পরাক্রান্ত পোতবাহিনী প্রেরণ করেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তৎক্ষণাৎ মিলিত হইয়া তুরস্কের রক্ষার্থ সজ্জীভূত হইল। পরবৎসর ডেনুব নদীর তীরে, আর্ম্মিনিয়া প্রদেশের পশ্চিম ভাগে, ক্রিমিয়া প্রায়োদ্বীপের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রুসীয়রা বহুকালাবধি ক্রিমিয়ার অন্তর্গত শিবাষ্টপল নামক নগরে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা নিতান্ত অজেয়বৎ করিয়া তুলিয়াছিল। সেই নগরের সন্নিহিত সমুদ্রক্রোড়ে উহাদিগের সুবহু রণতরী প্রস্তুত হইতেছিল এবং তথা হইতেই উহারা যাইয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারিত। অতএব মিলিত ফরাসী এবং ইংরাজ সৈন্যগণ সেই নগরাভিমুখেই প্রেরিত হইল। এই নগরাবরোধে উভয় পক্ষের বল, বুদ্ধি, সমর-কৌশল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা বিলক্ষণরূপে পরীক্ষিত হইতে লাগিল। ইংরাজেরা সৈন্যগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার নিমিত্ত সমুদ্রকুল হইতে রণস্থল পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করিলেন, লণ্ডন এবং পারিস হইতে যুদ্ধ-স্থল পর্য্যন্ত তাড়িত-বার্ত্তাবহ সমুদ্রগর্ভ দিয়া পরিচালিত হইল—আহত এবং পীড়িত সৈন্যদিগের সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত মিস্ নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি অতি দয়াশীলা কামিনীগণ স্বদেশ হইতে যাইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন—আর সৈনিক কার্য্যের বিবিধ বিশৃঙ্খলা প্রকাশিত হওয়াতে তাৎকালিক প্রধান মন্ত্রী লর্ড আবর্ডিন সাহেব স্বকর্ম্মচ্যুত এবং লর্ড পামর্ষ্টন সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। সার্ডিনিয়ার রাজাও ঐ সময়ে ইংরাজ এবং ফরাসীদিগের সহিত একপরামর্শী হইয়া যুদ্ধস্থলে সৈন্য প্রেরণ করেন। বহু কষ্টের পর শিবাষ্টপলের প্রধানতম দুর্গ ফরাসীদিগের হস্তগত হইল এবং রুসীয়েরা আর নগর মধ্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়া কিঞ্চিদ্দূরে অপসৃত হইল। রুসীয় সম্রাট নিকোলাস এইরূপে অপমানিত হইয়া মানসিক কষ্টে রোগগ্রস্ত ও গতাসু হইলেন এবং তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আলেকজণ্ডার সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। অষ্ট্রীয় সম্রাটের মধ্যস্থতায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিপক্ষ উভয়দলে সন্ধি বন্ধন হইল এবং তুরস্কের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন হইয়া রহিল।

পারস্য রাজ্য মধ্যে রুসীয়রা নানা কৌশল ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা বিলক্ষণ প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে সুতরাং রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের বিবাদ হইলেই পারস্য রাজ্যের প্রতি ইংরাজদিগের কটুকটাক্ষ নিক্ষেপ হইয়া থাকে। ফলতঃ রুসিয়ার সহিত উল্লিখিত যুদ্ধব্যাপার সর্ব্বতোভাবে নিঃশেষিত না হইতে হইতেই

পারসিকেরা কোন পূর্ব্বকৃত সন্ধির বিরুদ্ধে হীরাট নগর আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে পারসিক-দিগের দেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ঐ সৈন্য দ্বারা পারস্যোপসাগর সন্নিহিত বুসায়র নগর আক্রান্ত, এবং অধিকৃত হইল। অনতিবিলম্বে ইংরাজেরা চীন রাজ্যের সহিতও সমরে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পারস্য ও চীন উভয় দেশেই সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। উভয় দেশেই তাঁহাদিগের জয় হইতে লাগিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মার্কুইস্ অব ডালহৌসির শাসনকর্তৃত্বের মধ্যে ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রতি দত্তক গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি সুকঠিন নিয়ম প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল, নাগপুর, ঝাঁসী প্রভৃতি কয়েকটী রাজ্য বিশে-ষতঃ অযোধ্যা প্রদেশ ইংরাজাধিকার সম্ভুক্ত করা হইয়াছিল এবং পূর্ব্বে যেমন স্থানবিশেষের মধ্যেই সৈনিকগণ কার্য্য করিবে, তাহাদিগকে সর্ব্বত্র যাইতে হইবে না এমত অঙ্গীকার সহকারে সিপাহী সমস্ত সংগৃহীত হইত এক্ষণে সেই নিয়ম রহিত করা হইয়াছিল। সিপাহীরা নিতান্ত মূর্খ এবং অনভিজ্ঞ। তাহারা মনে মনে নিশ্চয় করিল যে, নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষ ইংরাজেরা এতদিনে সমুদায় ভারতবর্ষ আপনাদিগের কবলিত করিয়া এই বারে প্রত্যন্ত দেশ সমস্ত অধিকার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত চেষ্টা করিবে। কিন্তু সেই মনস্কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত সৈন্যের আবশ্যকতা হইবে সুতরাং আমাদিগকেই ঐ সকল ম্লেচ্ছদেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবে এবং তজ্জন্য আমাদিগের জাতিনাশ করিবে। সিপাহীদিগের মানসাকাশ এইরূপ সন্দেহাকুল হইয়া আছে এমত সময়ে টোটা কাটিবার অনুজ্ঞা প্রচারিত হইল। অজ্ঞ লোক মাত্রেই পরচিত্ত পর্য্যালোচনে নিতান্ত অক্ষম বলিয়া সর্ব্বদা সন্দিহানমনা হইয়া থাকে। কোন নূতন কার্য্যের আদেশ করিলেই—কোন অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার উপস্থিত হইলেই, তাহারা একান্ত বিরক্ত হয় এবং দুষ্টাভিসন্ধির সম্ভাবনা করে। সিপাহীরা তাদৃশ সময়ে তাদৃশ অনুজ্ঞা প্রচারিত হইবামাত্র একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল এবং রাজ-বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। এই বিদ্রোহ সমকালে যে কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কত অত্যাচার, কত নৃশংসতা প্রকাশ এবং কত সাহসিকতা ও বীরত্বের কার্য্য হইয়া গিয়াছে, তাহা একখানি গ্রন্থে স্বতন্ত্র করিয়া লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। যাহা হউক, ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের প্রযত্নে এবং

কৌশলে বিদ্রোহিবর্গের দমন, রাজ্যের পুনঃসংস্থাপন এবং ইংরাজাধিকারের কিঞ্চিৎ সংস্কার হইয়া পরিশেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবস হইতে এই সাম্রাজ্য ইংলণ্ডেশ্বরীর সাক্ষাৎ অধীন এবং জগদ্বিখ্যাত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপ হইয়াছে। রাজ্ঞী এতদ্দেশীয় প্রজা সমস্তকে স্বদেশীয় ইংলণ্ডীয় প্রজা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই সময় হইতে কোম্পানী বাহাদুরের সমস্ত রাজশক্তি ইংলণ্ডেশ্বরীর হস্তগত হই-য়াছে। তিনি পঞ্চদশসংখ্যক সদস্য ঘটিত একটী সভার সভাপতি একজন ষ্টেট্ সেক্রেটারীর দ্বারা ভারত সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। ভারত-বর্ষের শাসনকার্য্য কিরূপে চলিতেছে, যদি পার্লিয়ামেণ্ট সভা দেখেন তবেই দেখা হয়। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট স্বদেশীয় দলাদলীরই ক্ষেত্র। সেখানে ভারত শাসনের প্রতি অল্পই দৃষ্টিপাত হ'তে পারে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারীর নিয়োগ সম্বন্ধে পরীক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই পরীক্ষা গ্রহণের স্থল ইংলণ্ড। কোম্পানী বাহাদুরের যে সৈনিক দল ছিল, তাহাও ইংলণ্ডেশ্বরীর সৈন্যদল সম্ভুক্ত হইয়াছে। ঐ সময় অবধি এরূপ একটী নিয়মও প্রচলিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের বহির্ভাগে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইলে তাহার ব্যয়ভার ভারতবর্ষের উপর পতিত হইবে না, আর ভারতবর্ষের অন্তর্নি-বিষ্ট কোন প্রদেশের প্রতি যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইলে, তিন মাসের মধ্যে তাহার সংবাদ পার্লিয়ামেণ্টে জানাইতে হইবে।

ষোড়শ অধ্যায়।

[জর্ম্মণ রাজকুমার—অর্শিনি—পামষ্টনের পদত্যাগ—চিনীয় যুদ্ধ—ডর্বির মন্ত্রিত্ব—রোথ চাইল্ড এবং য়িহুদীদিগের পার্লিয়ামেণ্টে অধিবেশন—আইয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ—ইটালীর স্বাধীনতা সাধন—মন্ত্রিদলের কার্য্যত্যাগ—গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রিত্ব—চিনীয় যুদ্ধ—লেবাননের হত্যাকাণ্ড—মার্কিনদিগের গৃহবিচ্ছেদ—মেক্‌সিকো—প্রিন্স আলবর্টের মৃত্যু—পামষ্টনের প্রকৃতি—ছোট ছোট যুদ্ধ—লিবরেলদল দুই শাখায় বিভক্ত]

১৮৫৮ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত প্রুসিয়ার রাজপুত্র ফ্রেডরিক উইলিয়মের বিবাহ-সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। এই সময়ে ইটালীদেশ নিবাসী অর্সিনি নামা এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে আসিয়া তাঁহার জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধন বিষয়ে

সহায়তার নিমিত্ত ইংরাজদিগকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করেন। লণ্ডনের নাগরিকেরা পালে পালে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যায় এবং তাঁগকে খুব বাহবা দেয়, কিন্তু প্রকৃত সাহায্য দানে কিছুমাত্র অগ্রসর হয় না। অর্সিনি মনে করে যে, এমন উদার চরিত্র জাতির সাহায্য প্রদানে কুণ্ঠতা তাহাদিগের গবর্ণমেণ্টের দোষেই ঘটিতেছে। কিন্তু ইংরাজদিগের গবর্ণমেণ্টও ত জাতীয় অভিমতের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারেন না। অতএব সেই বিরুদ্ধাচরণের হেতু অপর কিছু আছে। এইরূপ কুতর্ক দ্বারা সে নিশ্চয় করে যে, ফ্রান্স সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের কুপরামর্শ হইতেই ইংলণ্ডীয় প্রধান মন্ত্রী পামর্ষ্টন ইটালির প্রতি অনুকূল হইতে পারেন নাই। এই ধ্রুবজ্ঞানে অর্সিনি ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে গমন করে এবং তথায় বার্ম্মিংহামে প্রস্তুত এরূপ ভয়ানক আগ্নেয়াস্ত্র একটী (বোমা) সম্রাটের গাড়ির ভিতরে ফেলিয়া দেয় যে, তাহাতে দশ জন লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয় এবং নিকটবর্ত্তী অপর ১০৬ জন আহত হয়। অর্সিনি ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল এবং এইরূপ দুরভিসন্ধির ষড়যন্ত্র ইংলণ্ডে থাকিয়াই করিতে পারিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টও বিশিষ্টরূপে অনুযুক্ত হইল। পামর্ষ্টন্ ঐরূপ ষড়যন্ত্র ভবিষ্যতে আর না হইতে পায়, এই অভিপ্রায়ে একটী ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু ফরাসী সংবাদপত্রে লণ্ডনকে "খুনির আড্ডা" বলিয়া অভিহিত করায় ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পার্লিয়ামেণ্টে সেই ব্যবস্থা গ্রাহ্য হইল না; সুতরাং পামর্ষ্টন্ মন্ত্রিপদ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা যে ফরাসীদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল, সে ভাবটী অচিরস্থায়ী হইল; ফ্রান্স-সম্রাট ইংলণ্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়া চীনীয়-দিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ঐ সম্মিলিত সৈন্য কর্ত্তৃক কাণ্টন নগর অধিকৃত, চীনদেশীয় মহাবীর ঈয়ে বন্দীকৃত এবং চীন হইতে রাজদূত ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে প্রেরণ করিবার বিধি ব্যবস্থাপিত হইল। ইতিপূর্ব্বে চীনীয়রা ইউরোপীয়দিগকে ম্লেচ্ছ বলিত। এই যুদ্ধের পর যে সন্ধিপত্র লিখিত হইল তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইল যে, ইংরাজ এবং ফরাসীদিগের প্রতি ঐ অবজ্ঞা-সূচক শব্দের প্রয়োগ করা হইবে না।

পামর্ষ্টন্ মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিলে ডর্বি প্রধান মন্ত্রী এবং ডিসরেলি তাঁহার সহকারী হইলেন। এই সময়ে বেরণ রথচাইল্ড নামা একজন সুপ্রসিদ্ধ য়িহুদী

জাতীয় বণিককে পার্লিয়ামেণ্টে আসন প্রদান করিবার জন্য ১৮৩০ অব্দ হইতে যে চেষ্টা হইতেছিল তাহা সফলা হইল। বস্তুতঃ ইংরাজ পার্লিয়ামেণ্টের রীতিই এই যে—কোন কার্য্য ন্যায়সঙ্গত অথবা উদারভাবপ্রণোদিত বলিয়া তাহা কদাপি গ্রাহ্য হয় না; কোন দল ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিতবল হইয়া প্রভাবশালিতা নিবন্ধন তাহার অনুকুল আইন জারি করিয়া লইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কাহারও কোন উপকার হইতে পারে না; এক্ষণে ধনী য়িহুদীদিগের বহুবর্ষ-ব্যাপী তুমুল আন্দোলনের ফলে উহাদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র আইন প্রচারিত হইল। একটী আইনের দ্বারা পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য হইবার জন্য দুইশত পৌণ্ড মূল্যের ভূমি সম্পত্তি অথবা গবর্ণমেণ্ট কাগজ থাকা চাই বলিয়া রাজ্ঞী এনের সময় হইতে যে বিধি চলিয়া আসিতেছিল তাহা রহিত করা হইল। এই সময়ে আর একটী কার্য্য হয় তাহাতে শুদ্ধ পার্লিয়ামেণ্টের নহে, সমস্ত ইংরাজ জাতির "বিচিত্র" স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮১৫ অব্দ হইতে অর্থাৎ নেপোলিয়ান বোনাপার্টির পতন সময় হইতে ভূমধ্যসাগরের আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে। অনন্তর গ্রীস, একটী স্বাধীন রাজ্য হইয়া উঠিলে আইওনীয় দ্বীপ নিবাসীরা স্বজাতীয় গ্রীকদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করে। ইংরাজেরা এ কথায় কোন প্রকারে প্রতীতি করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগের ধ্রুবজ্ঞান এই যে, যে কোন দেশ বা জাতি সৌভাগ্যবলে একবার ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীন হয়, সে দেশ বা জাতি আর কখনও ঐ কর্ত্তৃত্ব হইতে বিচলিত হইতে চাহে না। গ্লাডষ্টোন ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত উল্লিখিত দ্বীপপুঞ্জে প্রেরিত হইয়া যথোচিত রিপোর্ট করিলে, কেহই তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিল না! আইওনীয় দ্বীপবাসীদিগের সম্বন্ধে ইংরাজের ভ্রম ১৮৬৩ অব্দের পূর্ব্বে অপনীত হয় নাই।

সাভয় দেশের রাজা ইমানুয়েলের মন্ত্রী কাবুরের যত্নে ফ্রান্স সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান ইটালীর স্বাধীনতা সম্পাদনের জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহায়তায় ইটালীয়রা অষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করিল এবং সমস্ত ইটালী একটী সম্মিলিত মহৎ সাম্রাজ্য হইবার পথে দাড়াইল। ইংরাজ জাতির সহানুভূতি উদ্রেক হইলেও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে কিছুমাত্র সহায়তা করেন নাই। ডিস্‌রেলী এই সময়ে (১৮৫৯) একটা "রিফরম্‌ বিল" চালাইবার

চেষ্টা করেন। ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই; এবং মন্ত্রীদল কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

পামর্ষ্টন প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অধীনে গ্লাডষ্টোন চানসেলর এবং রসেল বৈদেশিক সেক্রেটারী হইলেন। এই বর্ষে মেকলে লোকান্তরগত হইলে তাঁহার দেহ ওয়েষ্টমিনিষ্টর সমাধিস্থানে সমাহিত হইল। এই সময়ে (১৮৬০) জন্ ব্রৌন্ নামা এক জন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ইউনাইটেড ষ্টেটের অন্তর্গত ভর্জিনিয়া প্রদেশে ক্রীত দাসদিগের সপক্ষতা করিতে গিয়া তত্রত্য দুর্ব্বৃত্ত দাস-স্বামীদিগের দ্বারা উদ্বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যে মহাত্মার যত্নে দাসগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ লিন্‌কন্‌ও এই বর্ষে মার্কিনদিগের সভা-পতির আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা ফরাসী সম্রাটের প্রতি অনুকূল ছিল না; কিন্তু অবাধ বাণিজ্য প্রণালীর প্রবর্ত্তক কবডেন ফরাসী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড উভয় দেশের মধ্যে একটী বাণিজিকী ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিয়া লয়েন; তাহাতে ফরাসীরা ইংরাজের কয়লা এবং লৌহের উপর শুল্ক কমাইয়া দেন এবং ইংরাজেরা ফরাসী শিল্পজাত এবং মদ্যের উপর শুল্ক হ্রাস করেন। এই সময়ে সংবাদপত্র এবং পুস্তক প্রচার সুলভ করার জন্য ইংলণ্ডে আমদানী কাগজের প্রতি শুল্ক কমাইয়া দিবার প্রস্তাবও হইয়াছিল। কিন্তু গ্লাডষ্টোন কৃত ঐ প্রস্তাব কমন্স সভার গ্রাহ্য হইলেও উহা লর্ড সভায় গ্রাহ্য হইল না। তাহাতে কমন্স সভা বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং কথা উঠে যে, কর ধার্য্য করা বা কমান একই কথা; উহাতে লর্ডস্ সভা আইনমত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। প্রধান মন্ত্রী পুনরায় ঐ প্রস্তাব অপরাপর রাজস্ব-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সহিত মিশাইয়া দিয়া সুকৌশলে আনায় লর্ড সভা সুবুদ্ধির সহিত আর কখনও কোন আপত্তি করেন নাই।

এই সময়ে ব্রুস্ নামা এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী টিনসিনের সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করাইবার জন্য পীহোনদী দিয়া চীন রাজধানী পিকিং নগরে যাইবার চেষ্টা করেন। চীনীয়রা তাঁহাকে ঐ নূতন পথ দিয়া যাইতে দেয় নাই। তজ্জন্য ইংরাজ পোতাধ্যক্ষ হোপ নদী মুখস্থিত চীনীয় দুর্গের প্রতি আক্রমণ করেন। কিন্তু চীনীয়েরা তাঁহাকে পরাভূত করে। ইংরাজদিগের সেনাপতি লর্ড এলগিন এবং ফরাসী সেনাপতি নেগ্রো উভয়ে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করেন এবং চীনীয়

দুর্গগুলি এবং রাজধানী পিকিন অধিকার করিয়া সম্রাটের একটী সুবিস্তৃত প্রাসাদ লুঠ করিয়া অগ্নিযোগে তাহা ভস্মসাৎ করেন।

এই সময়ে আসিয়িক তুরস্কের লেবানন নামক পার্ব্বতীয় প্রদেশে খৃষ্টানেরা কতকগুলি মুসলমানের হত্যা করে, আর দামাস্কাস্ নগরে মুসলমানেরা কতকগুলি খৃষ্টানকে মারিয়া ফেলে। খৃষ্টানদিগের হত্যা হওয়াতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট লর্ড ডফরিণকে এবং ফ্রান্স সম্রাট কতকগুলি সৈন্য আসিয়িক তুরস্কে প্রেরণ করেন। তুরস্কের সুলতান ফুয়াদ্ পাসা নামক আপনার এক জন কর্ম্মচারীকে ঐ প্রদেশে পাঠাইয়া দেন। ফুয়াদ্ যথেষ্ট নিষ্ঠুরতাচরণ পূর্ব্বক মুসলমানদিগের দমন করেন। ডফরিণ সেই সকল নিষ্ঠুর ব্যবহার দর্শন করিয়া এবং ফরাসী সেনাগণ লেবানন প্রদেশে কিয়ৎকাল থাকিয়া স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮৬১ অব্দের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে ইউনাইটেড রাজ্যের দক্ষিণভাগ তাহার উত্তরভাগ হইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক চার্লসটন নগরে নূতন রাজধানী এবং জেফরসন ডেবিস্ নামে এক ব্যক্তিকে নূতন সভাপতিরূপে নির্দ্ধারিত করে। উত্তর ভাগের সহিত দক্ষিণ ভাগের বিবাদের কারণ দাস ব্যবসায়। দক্ষিণীরা দাস রাখিত এবং তাহাদের কাহারও গুরুতর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কোন দাস উত্তর ভাগের কোন প্রদেশে পলায়ন করিলে তাহারা বলিত যে উহাদিগকে ধরিয়া দিতে হইবে। উত্তরাঞ্চলবাসী মার্কিনেরা আপনারা দাস রাখিত না এবং পলায়নপর শরণাগত দাসদিগকে ধরিয়া দিতে বড়ই অনিচ্ছু হইত। মহাত্মা লিন্কন্ ইউনাইটেড রাজ্যের সভাপতি মনোনীত হইলে দক্ষিণীরা বুঝিল যে, আর তাহাদের নিগ্রোদাসদিগের উপর অত্যাচার চলিবে না; এই জন্য তাহারা পৃথক হইতে চাহিল। কিন্তু তাহাদিগকে পৃথক হইতে দিলে, ইউনাইটেড রাজ্যের লৌলিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, এই জন্য লিন্কন্ তাহাদিগকে পৃথক হইতে দিতে সম্মত হইলেন না। দক্ষিণীরা যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহাদিগেরই জয় হইতে লাগিল এবং ইংরাজ ও ফরাসীরা তাহাদিগের জয় কামনা করিতে লাগিলেন। এমন কি, দক্ষিণভাগের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইল। ফ্রান্স সম্রাটও এই সুযোগে আমেরিকা খণ্ডের অন্তর্গত মেক্সিকো সাম্রাজ্যের সহিত বিবাদ উপস্থিত করিয়া তথাকার সভাপতি ইণ্ডিয়ান জাত্যুদ্ভূত রাজনীতিবিশারদ জুয়ারেজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ

পূর্ব্বক তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অষ্ট্রীয় সম্রাটের বংশসম্ভূত মাক্সিমিলিয়ানকে মেক্সিকোর সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় রাজগণ কখনই আমেরিকা খণ্ডের অন্তর্ব্বিবাদে হস্তার্পণ করিবেন না বলিয়া পূর্ব্বে যে নিয়ম মার্কিন সভাপতি মনরোর সময়ে অবধারিত হইয়াছিল, ফরাসী সম্রাট অধিক দিন সেই নিয়ম উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না। উত্তরাঞ্চলীয়রা বিশেষ রূপে যুদ্ধের উদ্যোগ করিল এবং তাহাদিগের অপরিসীম বীর্য্য প্রভাবে দক্ষিণীরা ক্রমে ক্রমে পরাজিত এবং পরিশেষে একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল। তাহাদিগের প্রধান সেনাপতি লী রণবন্দী হইলেন এবং তাহাদিগের রাজধানী চার্লসটন অধিকৃত হইয়া গেল। তখন ফ্রান্স সম্রাট আপন সৈন্যগণকে মেক্সিকো হইতে ফিরাইয়া আনিলেন এবং হতভাগ্য মাক্সিমিলিয়ান ঘাতক হস্তে নিহত হইল। ইংরাজেরাও দক্ষিণীদিগকে কয়েক খানি রণপোত প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলেন বলিয়া অনুযুক্ত হইলেন।

মহারাজ্ঞীর স্বামী প্রিন্স আলবর্ট ১৮৬১ অব্দের ১৪ই ডিসেম্বর লোকান্তর গমন করেন। তিনি কেনসিংটন নগরে মেলা প্রদর্শনের নিমিত্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন। উহা ১৮৬২ অব্দের মে মাসে প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রিন্স আলবার্টের অকাল মৃত্যুতে রাজ্ঞীর যৎপরোনাস্তি বৈধব্য শোক জন্মে, আর তাঁহার পরামর্শ প্রদাতাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উদারমতি ছিলেন তাঁহার একান্ত অভাব উপস্থিত হইয়াছিল। পামর্ষ্টন একজন বড় মন্ত্রী ছিলেন বটে এবং ইংরাজদিগের নিকট তাঁহার সুখ্যাতিও অপরিসীম। কিন্তু সে সুখ্যাতির মূল তাঁহার রাজকার্য্যের ঔদার্য্য নহে। প্রত্যুত ইংরাজজাতির যে সকল দোষ নৈসর্গিক প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পামর্ষ্টন সেই সকল দোষের প্রশ্রয় প্রদান করিয়া চলিতেন, এই জন্যই ইংরাজেরা তাঁহাকে ঘৃনার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটী মুখের কথা উদ্ধৃত করিলেই তাঁহার প্রকৃতি অতি উত্তমরূপে বোধগম্য হইবে। তিনি বলিতেন—"পুনঃপুনঃ রাজনীতির সংস্কার চেষ্টা অতি মূর্খের কর্ম্ম"। "রায়তদিগের স্বত্ব এ কথার অর্থই ভূম্যধিকারীর প্রতি জুলুম"। "মানুষ স্বভাবতঃই ঝকড়াটে এবং লড়াইয়ে জানোয়ার।" বাস্তবিক পামর্ষ্টনের মন্ত্রিত্ব কালে ইংরাজেরা অনেকগুলি ছোট খাট লড়াইয়ে মাতিয়াছিলেন। একটী লড়াই আফ্রিকার অন্তর্গত আসান্টিতে আর একটী

প্লাপানে, আর একটী নিউজিলণ্ড দ্বীপের আদিম নিবাসী মেওরীদিগের সহিত। কিন্তু ঐ সময়েই পোলণ্ডবাসীরা রুসিয়ার বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিয়া ইংরাজের মুখ চাহিয়া চাহিয়া শেষে মারা গেল। ফ্রান্সরাজ নিমন্ত্রণ করিলেও পামষ্টর্ন ঐ যুদ্ধে সম্মত হইলেন না। আবার ডেনমার্ক-রাজ স্পষ্টাভিধানে আশ্বস্ত হইলেও যখন (১৮৬৪ খৃঃ অঃ) প্রুসিয়া এবং অষ্ট্রীয়া তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিল, এবং প্রুসিয়া ডেনমার্কের শ্লেসউইগ এবং হলষ্টীন প্রদেশদ্বয় কাড়িয়া লইল, তখনও পামষ্টর্ন্ কিছু বলিলেন না। ফ্রান্স সম্রাট ঐ যুদ্ধে আসিতে চাহিলেন না বলিয়া আপনিও নিরস্ত রহিলেন। ফল কথা পামষ্টর্নের মন্ত্রিত্ব কালাবধি যেন এইরূপ একটী নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, ইংলণ্ড আর কোন প্রবল ইউরোপীয় জাতির সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু ইউরোপের বাহিরে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজ্য সকলের প্রতি অল্প কারণেও আক্রমণ করিবেন। মন্ত্রিবর পামষ্টর্ন স্বদেশ ইংলণ্ডকে যত ভাল বাসিতেন, সত্য, ন্যায় এবং ধর্ম্মকে ততটা ভাল বাসিতেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সময় হইতে ইংলণ্ডের লিবরল দলস্থ রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে দুইটী শাখা দেখা দিয়াছে। ঐ দুয়ের একটী কেবল ইংলণ্ডের প্রাধান্য এবং মঙ্গল কামনা করেন, পৃথিবীর অপর কোন জাতীয় লোকের যে কিঞ্চিন্মাত্র মুখাপেক্ষা করিতে হয়, তাহাদিগেরও যে কোন কোন বিষয়ে বিশেষ স্বত্ব থাকিতে পারে, সমুদায় পৃথিবী যে ইংরাজের জন্যই সৃষ্ট হয় নাই, এরূপ একটী বোধ যেন তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। লিবরেল সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শাখাটিও স্বদেশ এবং স্বজাতিবৎসল, কিন্তু এই শাখার মধ্যে মানবজাতির হিতৈষীরও কতকটা স্থান আছে; ইংরাজের লাভ ত দেখিতেই হইবে, কিন্তু অন্য জাতীয় লোকের প্রতিও ন্যায়পর হইতে হইবে। পামষ্টর্নেরই দলসম্ভুক্ত এবং তাঁহারই প্রধান সহকারী গ্লাডষ্টোন এই দলের নেতা হইয়াছিলেন। ১৮৬৫ অব্দে পামষ্টর্নের মৃত্যু হইলে, গ্লাডষ্টোন লিবরেল * দলের প্রধান এবং বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলি কনসারভেটিভ দলের প্রধান হইয়া পরস্পর বাকযুদ্ধে এবং নীতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* হুইগ্ বা প্রজা পক্ষীয়েরা আপনাদিগকে উদার নৈতিক বা লিবারেল নাম দিয়াছেন। টোরি বা ধনী পক্ষীয়েরা আপনাদিগকে কনসরভেটিভ বা রক্ষণশীল নাম দিয়াছেন। এই দুই নামের দ্বারা উভয় দল প্রতিপক্ষ দলের নিন্দা এবং আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকেন। যেন অপর দলটা যথাক্রমে অনুদার বা উচ্ছৃঙ্খল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

[জামেকায় অত্যাচার—মন্ত্রিপরিবর্ত্ত—পার্লিয়ামেণ্টের সংস্কার—গো-মড়ক—আমেরিকার সহিত তাড়িতবার্ত্তাবহ সংযোগ—পার্লিয়ামেণ্টের সংস্কার—ফিনিয়ান্ উপদ্রব—শ্রামিক সমিতি—রক্ডেলের তন্তুবায় সমিতি—কানেডার শাসনপ্রণালী—আবদুল আজিজ—মন্ত্রিপরিবর্ত্ত—আবিসিনিয়ার যুদ্ধ—মন্ত্রিপরিবর্ত্ত—আয়র্লণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট প্রণালীর উচ্ছেদ—ভৌমিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্ত—শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থা—'ব্যালট' বাক্সয় ভোট দিবার নিয়ম—শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যবস্থা—প্রুসিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ—মার্কিণদিগের ক্ষতিপূরণ—মন্ত্রিপরিবর্ত্ত—আসাণ্টির যুদ্ধ—বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ—ধর্ম্ম-বিচ্ছেদ—বণিক পোত বিষয়ক ব্যবস্থা—রুস তুরস্কের যুদ্ধ।]

এই সময়ে জামেকা দ্বীপে এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়। ঐ দ্বীপে ক্রীত দাস রূপে সমানীত অনেক নিগ্রো জাতীয় লোকের বাস হইয়া গিয়াছিল। দ্বীপের শাসন কার্য্য একটী প্রতিনিধি সভা, একটী প্রধান সভা এবং একজন গবর্ণরের দ্বারা সম্পাদিত হইত। গবর্ণর ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত হইয়া যাইতেন। প্রধান সভার বার জন সভ্য সকলেই গবর্ণরের দ্বারা নিযুক্ত হইতেন, কেবল প্রতিনিধি সভার পঁয়তাল্লিশ জন সভ্য অধিবাসীদিগের দ্বারা মনোনীত হইত। নিগ্রো জাতীয় অধিবাসীরা বলিত, কৃষ্ণ এবং শ্বেত বর্ণের লোকের মধ্যে বিবাদ হইলে কৃষ্ণেরা কখনই সদ্বিচার প্রাপ্ত হয় না। তাহারা ইহাও বলিত যে, যে সকল ভূমির করাদানে শ্বেত পুরুষদিগের কোন অধিকার নাই, তাঁহারা সেই সকল ভূমিরও করাদান করিতেন এবং কৃষ্ণকায়দিগের প্রতি অন্যান্যরূপেও অত্যাচার করিতেন। ফল কথা, শ্বেতকায়দিগের উৎপীড়নে একান্ত উত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণকায়েরা অভ্যুত্থান করিবার উপক্রম করে। গবর্ণর এয়ার অতি কঠোর শাসন পূর্ব্বক তাহাদিগের দমন করেন। ইংলণ্ডে উহাঁর দৌরাত্ম্যের বিবরণ প্রচারিত হইলে, উহাঁকে প্রত্যানয়ন করা হয় এবং উহাঁর প্রতি পার্লিয়ামেণ্ট সভায় অভিযোগ উত্থাপিত করা হয়। কিন্তু ঐ অভিযোগে কোন ফল হয় নাই; মোকদ্দমার খরচাও তিনি পার্লিয়ামেণ্ট হইতে ফেরত পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবকে এয়ার সাহেবের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া জামেকার গবর্ণর করিয়া পাঠান হইল।

এই সময়ে গ্লাডষ্টোন পার্লিয়ামেণ্টের সংস্কার সাধনার্থ যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন তাহা প্রচলিত হয় নাই এবং তাহা না হওয়াতে মন্ত্রিদল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। লর্ড ডর্বি এবং ডিস্রেলি প্রভৃতি টোরি দলের লোকেরা মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে প্রুসিয়ার সহিত অষ্ট্রীয়ার ঘোরতর সংগ্রাম হয় এবং সেই যুদ্ধে সপ্তসপ্তাহ মধ্যেই অষ্ট্রীয়া সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া জর্ম্মনির মধ্যে প্রুসিয়ার সর্ব্বাঙ্গীণ প্রভুত্ব স্বীকার করে। প্রুসিয়ার মিত্ররূপে ইটালিও এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু জলে পরাজিত হয়। তথাপি অষ্ট্রীয়াকে বেনিস্ নগর ও তৎপ্রত্যন্ত সমস্ত দেশ ইটালীকে ছাড়িয়া দিতে হয় (১৮৬৬ খৃঃ অঃ)।

ইংলণ্ডে (১৮৬৫। ৬৭ খৃঃ অঃ) ভয়ানক গো-মড়ক উপস্থিত হইয়া প্রায় ৪০ হাজার গোরু মারা যাওয়াতে যে সকল কৃষকের গোরু মারা গিয়াছিল তাহাদিগের ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত তাহাদিগকে অর্থদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সাইরসফীল্ড নামা একজন মার্কিনের যত্নে তাড়িত বার্ত্তাবহ তারের দ্বারা ইংলণ্ড এবং আমেরিকার সংযোগ সাধন হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সকলেই একবাক্য হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ কার্য্য কোন ক্রমেই সিদ্ধ হইবে না। পরন্তু যখন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বণিক লিসেপ্স সাহেব ইতঃপূর্ব্বে সুয়েজ প্রণালী প্রস্তুত করিবার জন্য উদ্যোগ করেন, তখনও ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরা মত প্রচার করিয়াছিলেন যে, ঐ কাজটী কোন ক্রমেই সুসিদ্ধ হইবার নহে। বৈজ্ঞানিকদিগের ঐ রূপ ভ্রম প্রায়ই হইয়া থাকে এবং সেই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছে যে, কৃতবিদ্যদিগের অপেক্ষা কৃতকর্ম্মারা বড় লোক।

ডিস্রেলির প্রবর্ত্তিত পার্লিয়ামেণ্টের সংস্কার বিধি (১৮৬৭ খৃঃ) জারি হইলে নগর সকলে গৃহস্বামী পুরুষ মাত্রেই, যাহারা 'পুয়র-রেট' (দীনপালনার্থ ট্যাক্স) দিত, ভোট (অভিমতি) দিবার অধিকার পাইল; আর পল্লীগ্রাম সকলে যাহাদের বার্ষিক আয় অন্যূন ৫ পৌণ্ড (ইংলণ্ডে) এবং অন্যূন ৪ পৌণ্ড (আয়র্লণ্ডে) অথবা যাহাদিগের বার্ষিক দেয় খাজনা ১২ পৌণ্ড (ইংলণ্ডে) এবং ১৪ পৌণ্ড (স্কটলণ্ডে) তাহারাও ভোট দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। গৃহস্বামিনী, সম্পত্তিশালিনী খাজানা দাত্রী ঐরূপ স্ত্রীলোকদিগকেও ভোট দিবার ক্ষমতা প্রদান করা উচিত, এই কথা বলিয়া বিখ্যাত নামা মিল পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কথা রক্ষা হয় নাই।

আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের অধীন হইয়া বা পরে ইংলণ্ডের সহিত এক পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সম্মিলিত হইয়া, কখনই সন্তুষ্ট এবং সম্যক উপদ্রব শূন্য হয় নাই। ১৮৬৬ অব্দে 'ফিনিয়ান্' দলের উপদ্রব বলিয়া যে ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে দেশময় গুপ্তসভা সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল। বহুলক্ষ আইরিস লোক আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল; তাহারা সকলেই আপনাপন শক্ত্যনুসারে অর্থদান করিয়া আয়র্লণ্ডের দুঃখ মোচনের জন্য সহায়তা করিত; আর কেহ কেহ বা আয়র্লণ্ডে আসিয়া লোক সকলকে অভ্যুত্থান করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিত। এই সকল লোকে প্রায়ই ধরা পড়িত এবং বিদ্রোহকারী বলিয়া দণ্ডিত হইত। কিন্তু দেশ সাধারণে ঐ স্বজাতিবৎসল পুরুষদিগের দণ্ড দর্শনে বড়ই কাতর হইত; বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেক স্থলেই আয়র্লণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন। মিল সাহেব বলিয়াছিলেন, "ইংরাজদিগের কেমন একটা আপনাদেরই কিসে ভাল হয় ভাবা অভ্যাস; উহারা অপরের ভাবাভাব কিছুই বুঝিতে পারেন না"। ব্রাইট্ বলিয়াছেন, "আহা! যদি আয়র্লণ্ড জাহাজের মত হইত এবং নোঙ্গর তুলিয়া ভাসিয়া যাইতে পারিত, তবে কত কাল ইংলণ্ডের ত্রিসীমা ছাড়িয়া পশ্চিমে ভাসিয়া দুই হাজার ক্রোশ দূরে আমেরিকার গায়ে গিয়া লাগিত"। গ্লাড্ষ্টোনও বুঝিয়াছিলেন যে, আর শুদ্ধ দমনে চলিবে না, আয়র্লণ্ডকে 'তুষ্ট' করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের শ্রমজীবী লোকদিগের অবস্থা যেরূপে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া বুঝিতে হয়। ইংলণ্ড যতই স্বাধীন দেশ বলিয়া উক্ত হউক, অনতিকাল পূর্ব্বেও ঐ দেশে এমত আইন সকল প্রচলিত ছিল, যাহাতে স্বাধীনতার খুব অল্প লক্ষণই লক্ষিত হয়। আইন ছিল যে, ৬০ বৎসরের অনধিক বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি আপনার জীবিকার বিশিষ্ট কোন উপায় দেখাইতে না পারিবে, তাহাকে যে কেহ কোন বৈতনিক কার্য্য করিতে আদেশ করিলে, তাহা অবশ্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আইন ছিল, যদি কোন শ্রমজীবী স্বইচ্ছাতঃ কোন 'চুক্তিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে' আপনার চাকুরী ত্যাগ করে, তাহার কারাবাস দণ্ড হইবে। আইনের দ্বারা বিশেষ বিশেষ শ্রমজীবীর বিশেষ বিশেষ বেতনও নির্দ্ধারিত ছিল। চুক্তিভঙ্গের জন্য চাকরের কারাবাস হইত; কিন্তু মনিবের অর্থদণ্ড মাত্র হইত। ঐ সকল অতি

দুই ব্যবস্থার ক্রমশঃ অনেক পরিবর্ত্তন এবং সংশোধন হয় (১৮৭৩-৭৫) এবং শ্রমজীবীরা ধর্ম্মঘট করিয়া সম্মিলিত হইতে পারিবে না বলিয়া যে আইন প্রচলিত ছিল, তাহাও রহিত হইয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ডের শ্রমজীবী জনগণ উল্লিখিতরূপে অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত হইয়া আপনাদের মধ্যে বিশিষ্টভাবে সম্মিলিত হইয়া উঠিয়াছিল; প্রতি ব্যবসায়ের কারিগর এবং শ্রমজীবিদিগের মধ্যে এক একটী সমিতি জন্মিয়া গিয়াছিল; ঐ সমিতি সকলের দ্বারা শ্রমজীবিদিগের পরস্পর সহায়তা করিবার অভ্যাস জন্মিয়াছিল। ১৮৭৩ অব্দে রক্‌ডল্ নামক ক্ষুদ্র নগরের তন্তুবায়েরা সম্মিলিত হইয়া প্রত্যেকে প্রতি সপ্তাহে দুই পেন্স করিয়া সঞ্চয় করত একটী সাধারণ ধন ভাণ্ডার প্রস্তুত করিল। ঐ ভাণ্ডারে ২৫ পৌণ্ড জমা হইলে তাহারা একটী মুদিখানার দোকান খুলিল, অনন্তর একটি মাংস বিক্রয়ের দোকানও খুলিল, তাহার পর একখানি কাপড়ের দোকান খুলিল এবং সর্ব্বশেষে যখন তাহাদের মূলধন ১ লক্ষ ১০ হাজার পৌণ্ড হইয়া উঠিল, তখন আপনারা কাপড়ের কল চালাইতে আরম্ভ করিল। ইহারা নিয়ম করিয়াছিল— (১) নগদে বই ধারে কিনিবে না (২) ক্রেতৃবর্গকে লাভের অংশ দিবে (৩) মন্দ বা ভেজাল জিনিস দোকানে রাখিবে না। প্রথম কয়েক বৎসর গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের প্রতি অনুকূল ছিলেন না; কিন্তু পরে যথেষ্ট অনুকূল হইয়াছেন; ইহাদিগের প্রতি যে সকল কঠিন নিয়ম ছিল তৎসমুদায় রহিত হইয়া গিয়াছে।

উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কানেডা প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা যেরূপে অবধারিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ইংলণ্ড নিজ শাসিত ব্যক্তি-ব্যূহের অভিমতির প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন এবং আমেরিকার শাসন সম্বন্ধে একবার যেরূপ ভুল করিয়াছিলেন আর তেমন ভুল করিবেন না। লর্ড ডরহামের কানেডার শাসন সম্বন্ধে মন্তব্যলিপি অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রচলিত হইল এবং কানেডা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। এমন কি আপনাকে যথেচ্ছ পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে এবং ইংলণ্ডেরও প্রতি-কূলে বাণিজ্য বিধি সমস্তের বিধান করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইল। যেমন ভারতবর্ষ অধিকার এবং শাসনের জন্য কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল এবং পরে সেই কোম্পানীর লোপ হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ 'হডসন বে কোম্পানী' 'রেড্‌রিবর কোম্পানী' এবং 'নর্থওয়েষ্টরন ফর্ কোম্পানী' প্রভৃতি

বিজাতীয় লোক, প্রজাদিগের প্রতি সহানুভূতি শূন্য; উহাঁরা কিছুমাত্র দয়া প্রবৃত্তির অথবা কোন দেশাচারের অনুযায়ী না হইয়া যেরূপে পারেন প্রজাদিগের খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া লইতেন। এই সকল কারণে একান্ত অত্যাচারিত হইয়া আয়র্লণ্ডের লোকেরা গুপ্ত সমিতি সকলের সংঘটনে প্রবৃত্ত হয় এবং অনেকানেক জমীদারের গোমস্তা নায়েব প্রভৃতি দুর্বৃত্ত কর্ম্মচারীকে হত্যা করিয়া ফেলে। গ্লাডষ্টোন আয়র্লণ্ডে যে খাজানার আইনের প্রস্তাব করিলেন (১৮৭০) তাহার স্থূল কথা এই যে, একটি সরকারি কমিসনের দ্বারা খাজানার হার নির্দ্ধারিত হইবে; সেই হারে খাজানা দিলে জমীদার প্রজাকে উঠাইয়া দিতে পারিবেন না; প্রজা নিজ ব্যয়ে যদি ভূমির কোন উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে তবে তাহাকে উঠাইতে হইলে ঐ উৎকর্ষের মূল্য ধরিয়া দিতে হইবে, এবং প্রজা আপনার জমার জমি অন্যকে বিক্রয় করিতে পারিবে। এই দুই আইন বিধিবদ্ধ হইলে ধর্ম্ম এবং ভূমি সম্বন্ধীয় আইরিস অসন্তোষ হ্রাস হয়। এই সময়ে ইংলণ্ড ওয়েলস্ এবং আয়র্লণ্ড তিনটী দেশের নিমিত্তই একটী প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইনের মঞ্জুরি হয়। এতদ্বারা ব্যবস্থাপিত হয় যে, দেশময় স্কুলবোর্ড সকল সংস্থাপিত হইবে; বোর্ড উপবিধি প্রচলিত করিতে পারিবেন; ছাত্রদিগকে আইনের বলে পাঠশালায় লইয়া আসিতে পারিবেন; স্কুল সকলে কোন ধর্ম্ম বিশেষ শিখাইতে হইবে না; বিষয় কার্য্য বুঝিবার জন্য যে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন তাহাই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইবে; যে সকল বিদ্যালয় পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে এবং যাহাতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের নিয়ম আছে, সে সকল বিদ্যালয়েও এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে যে, যদি কোন ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ের ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণে অসম্মত হয়, তজ্জন্য তাহার বৈষয়িক শিক্ষার কোন বাধা হইবে না।

সৈনিক বিভাগে এত দিন পর্য্যন্ত পদ ক্রয় বিক্রয়ের যে নিয়ম ছিল, তাহা রাজাজ্ঞাবলে রহিত হইয়া যায়। পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের সময় প্রকাশ্যে ভোট দিবার নিয়ম ছিল। তাহাতে অনেক অত্যাচার হইত এবং উৎকোচ চলিত। ঐ প্রণালী রহিত করিয়া গোপনে বাক্সে ভোট লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। তাহাতে গোলমাল অনেক কমিয়া গেল, কিন্তু উৎকোচদান বড় ন্যূন হইল না; এখন উৎকোচ প্রদান ভোট প্রদানের পূর্ব্ববর্ত্তী

ব্যাপার না থাকিয়া তাহার পরবর্ত্তী হইয়াছে মাত্র! পূর্ব্বে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলণ্ড প্রচলিত * ধর্ম্মমত না মানিলে কেহ প্রবিষ্ট হইতে পারিত না। এক্ষণে সেই নিয়ম রহিত হইয়া ঐ বিদ্যালয়ের দ্বার সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতিই অনবরুদ্ধ হইল। সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং 'পুয়রল' নামক দরিদ্রপালক আইনের তত্ত্বাবধানার্থ একটী বোর্ড বা সভা এই সময়েই সংস্থাপিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইউনাইটেডষ্টেটস্ মহারাজ্যের মধ্যে যখন অন্তর্বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া অতি তুমুল সংগ্রামকাণ্ড হয়, সেই সময়ে কি ইংলণ্ড, কি ফ্রান্স, কেহই উহার প্রতি উদার ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ফ্রান্স ঐ গৃহবিবাদের সুযোগ পাইয়া মেক্সিকো সাম্রাজ্যের উপর আপন হস্ত প্রসারিত করেন। মার্কিনেরা দক্ষিণীদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়া এবং সম্যক্ প্রকারে গৃহবিচ্ছেদ মিটাইয়া ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে এমনি ভয় প্রদর্শন করিল যে, তিনি আপন সৈন্য সামন্ত স্বদেশে প্রত্যানীত করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিতে পারেন নাই। ইহাতে তিনি বড়ই অপ্রতিভ এবং অপদস্থ হইয়া পড়েন। যখন প্রুসিয়া কর্ত্তৃক অষ্ট্রীয়ার বিমর্দ্দন হয় সে সময়েও সম্রাট নেপোলিয়ন নিতান্ত অকর্ম্মণ্য লোকের ন্যায় চুপ করিয়াছিলেন; তজ্জন্যও তাঁহার গৌরব অনেকটা ন্যূন হইয়াছিল। তাঁহার গৌরবের এতই ন্যূনতা হইয়াছিল যে, যখন তাঁহার সম্রাটশক্তি স্থায়ী থাকিবে না, এই বিষয়ে প্রজা সমূহের মত গ্রহণ করা হইল, তখন সৈনিকদিগের মধ্যেই ৫২ হাজার লোক তাঁহার প্রতি আপনাদিগের অনভিমতি প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব তৃতীয় নেপোলিয়ন আপনার গৌরব পুনঃসংস্থাপনের অভিলাষে একটা সামান্য ছল করিয়া প্রুসিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ঐ যুদ্ধই তাঁহার কাল হইল। প্রুসীয় সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া তাঁহার রাজ্য ছাইয়া ফেলিল, তাঁহাকে প্রতি সংগ্রামেই পরাভূত করিল এবং পরিশেষে সিডানের যুদ্ধে তাঁহাকে বন্দীকৃত করিল। সম্রাট বন্দী হইলে ফরাসীরা তাঁহার মুখ চাহিল না; উহারা প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিল। কিন্তু প্রুসীয়দিগের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া, রাজধানী প্যারিস

* ইহাতে বিশপদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে। ইহাকে এপিস্কোপেলীয় বা অ্যাংগ্লিকান বা এষ্টাব্লিশ্ড্ চার্চ্চ বলা হয়।

পর্য্যন্ত হারাইয়া পরিশেষে আলশেস এবং লোয়েন নামক দুইটী প্রদেশ এবং ২০ কোটি পৌণ্ড নিষ্ক্রয় স্বরূপে প্রদান করিয়া তবে মুক্তি পাইল। প্রুসীয়রাজ প্রথম উইলিয়ম সম্মিলিত জর্ম্মনির প্রথম সম্রাট হইলেন। মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ বিসমার্কের এবং রণকৌশলবিৎ মোলটকির যত্ন সফল হইয়া তাঁহাদের স্বদেশ বিশিষ্ট গৌরবান্বিত হইল। ফ্রান্স হইতে প্রাপ্ত ধনেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের এবং শিল্পোন্নতির বিশেষ ব্যবস্থা জর্ম্মনিতে করা হইয়াছিল।

ইংলণ্ডও আমেরিকার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নাই। মার্কিণেরা ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করাতেও ইংলণ্ড সে নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী দক্ষিণীদিগকে ইংলণ্ডে যুদ্ধপোত নির্ম্মাণ করিতে এবং তাহাদিগকে ইংলণ্ডের বন্দর সকলে আশ্রয় লইতে দিয়াছিলেন। ঐ পোতগুলির মধ্যে আলাবামা নামক একখানি রণতরী সর্ব্বাপেক্ষায় খ্যাতনামা হইয়াছিল এবং উহার দ্বারা মার্কিণদিগের অনেক বণিকপোত বিলুণ্ঠিত এবং বিনষ্ট হইয়াছিল। মার্কিণেরা এতদিন ধরিয়া সেই সকল ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিয়া আসিতেছিল। অনেক তর্কবিতর্কের পর ইংলণ্ডকে (জেনিভার সালিসি বিচারের রায় অনুসারে) স্বদোষ স্বীকার এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল এবং তিন কোটি পৌণ্ড ক্ষতিপূরণার্থে প্রদান করিতে হইল। *

যদিও ঐ ক্ষতিপূরণ করা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইয়াছিল, তথাপি উহাতে ইংরাজেরা আপনাদিগকে বড়ই অপমানিত জ্ঞান করিলেন এবং ঐ সময়েই মদ্য বিক্রয়ের কাল অবধারিত করিবার নিমিত্ত একটী ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়াতে গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রিত্বে অনেকের বিরাগ জন্মিতে লাগিল। বস্তুতঃ ঐ সময়ে ইংলণ্ডের মধ্যে প্রজাতন্ত্রতার প্রতিই বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ফ্রেড্রিক হারিসন নামা এক ব্যক্তি ভবিষ্যোক্তি করিলেন যে, ইংলণ্ড এক সময়ে অবশ্যই প্রজাতন্ত্র হইবে; স্যর চার্লস ডিল্‌কি নামক রাজনৈতিক বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যে রাজা এবং রাজপরিবার পুষিতে ইংলণ্ডের অনেকটা অনর্থক অর্থ ব্যয় হয়; ঐ কথা লইয়া পার্লিয়ামেণ্টে যে তর্ক

* সমৃদ্ধিশালী ইংলণ্ডে মদ্য পান এতই অধিক যে আবকারীর বর্দ্ধিত আয় হইতেই এই ক্ষতিপূরণের টাকাটা অক্লেশে দেওয়া হইয়াছিল এবং রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী বলিয়াছিলেন "ইংরাজ জাতি আলাবামার গোলযোগ মদ খাইয়াই মিটাইয়া দিয়াছে!"

উপস্থিত হয়, তাহাতে ফসেট্‌ও প্রজাতন্ত্রের প্রকৃতা স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিলেন। এই সময়ে কৃষিজীবিরাও ভোট দিবার অধিকার প্রার্থী হয়। টিক্‌বুর্ণের জাল ভূম্যধিকারীও এই সময়ে চৌদ্দ বৎসরের জন্য কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হয়। ১৮৭৩ অব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন মানবলীলা সম্বরণ করেন। জর্ম্মন সম্রাট্ তাঁহাকে অত্যল্প কাল মাত্র বন্দীভাবে রাখিয়া পরে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এবং তিনি সপরিবার ইংলণ্ডে আসিয়াই বাস করিতেছিলেন। এই বর্ষে বুলর লীটন (উপন্যাস রচয়িতা), লিবিঙ্গষ্টোন (পর্য্যটক), জন ষ্টুয়ার্ট মিল (দার্শনিক) দেহ ত্যাগ করেন।

গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগের পর ডিস্‌রেলী প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তাঁহার সময়ের একটী ঘটনা আসান্টির যুদ্ধ। ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগের স্থানে আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলে কতকটা ভূমি ক্রয় করিয়াছিল; ওলন্দাজেরা ঐ ভূমির জন্য আসান্টির রাজাকে বর্ষে বর্ষে কর দিত; ইংরাজেরা ঐ কর দিতে অস্বীকার করায় ১৮২৪ অব্দে একটী যুদ্ধ ঘটে; কিন্তু সেই যুদ্ধে ইংরাজদিগের পরাভব হয় এবং তাঁহাদিগের অনেক সৈন্য সেনাপতি সহ মারা পড়ে। কিন্তু ১৮৭৩ অব্দে সার গার্ণেট ওল্‌সী কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরাজ সৈন্য আসান্টির রাজাকে সর্ব্বতোভাবে পরাভূত করিয়াছিল। কিন্তু আসান্টির অপেক্ষা প্রবলতর দুর্ভিক্ষ নামা যে শত্রু বাঙ্গালীকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে শত্রুও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুকের গুণে সম্যকরূপে উপশমিত হইয়াছিল; ঐ দুর্ভিক্ষে না খাইতে পাইয়া একটিও মহাপ্রাণীর মৃত্যু ঘটে নাই। দুর্ভিক্ষে ওরূপ প্রজাপালন আর কোথাও কখন হইয়াছে, ইহা ইউরোপীয় ইতিহাস বলিতে পারে না।

ডিসরেলী প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ন্যূন করিয়া উহাতে দ্বাদশজন মন্ত্রীর স্থান হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তিনি রাজ্ঞী এনের সময়ে যে ব্যবস্থা প্রণীত হইয়া পাদ্রি নিয়োগের ভার বিষয়ীলোকের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল, তাহা রহিত করিলেন। বস্তুতঃ এই সময়ে ইংলণ্ডের অভ্যন্তরে ধর্ম্মবিচ্ছেদের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। কেহ বলিত, বাইবেল গ্রন্থের যে শাসনবল তাহা অন্য কোথাও হইতে প্রাপ্ত নয়, উহা আত্মসম্ভূত; এই মতাবলম্বীদিগকে 'ইভাঞ্জেলিকাল' বলিত। 'ট্রাক্‌টেরিয়ন' দলের লোকেরা বলিত যে, বাইবেলের বল আত্মসম্ভূত নহে; উহা ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণের ব্যাখ্যা সমুদ্ভূত। এই শেষোক্ত দল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়া এক সম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদী (ক্রিথিক্কর) অপর

সম্প্রদায় আচারী (রিটুয়ালিষ্ট) নাম প্রাপ্ত হয়। এই সকল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গোল-যোগ মিটাইবার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট সভায় একটী ব্যবস্থার প্রস্তাব হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোন্ এবং শালিস্‌বরি ঐ ব্যবস্থা প্রণয়নের বিরুদ্ধপক্ষ এবং ডিস্রেলী এবং হারকোর্ট উহার সপক্ষ হইয়াছিলেন।

প্লিম্‌সন্ নামা একব্যক্তি একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, সমুদ্রগামী বণিক পোত সকলের বীমা (ইন্‌স্যুর) করিবার ব্যবস্থা থাকায়, ইংলণ্ডীয় বণিক সম্প্রদায় সমুদ্র গমনের অনুপযোগী, পুরাতন, ভগ্নপ্রায় জাহাজ সকল সমুদ্রে প্রেরণ করেন; কারণ জাহাজ সমুদ্রে ডুবিলেও তাঁহারা বীমা আফিস হইতে আপনাদিগের ক্ষতিপূরণের টাকা পাইয়া থাকেন; কিন্তু অভাগা নাবিকেরা যে একেবারে ধনে প্রাণে যায়, বণিকেরা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না। ইংলণ্ড বণিক-প্রধান দেশ; সেখানে বণিকবর্গের দোষ প্রকাশ করা অসীম সাহসের কর্ম্ম। প্লিন্‌সন্ সাহেবের উপর অনেকেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ঐ ভাব দিনকয়েক মাত্র থাকিল; সত্যের জয় হইয়া গেল এবং বণিক পোত সম্বন্ধীয় একটী বিশেষ বিধিব্যবস্থাপিত হইল। যে সময়ে ডিস্‌রেলি এই সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া লইতেছিলেন, সেই সময়ে গ্লাডষ্টোন্ আপন দলের কর্ত্তৃত্ব হার্টিংটনের হস্তে সমর্পণ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

গ্লাডষ্টোন রাজকার্য্য বিষয়ে পরিশ্রমী, সূক্ষ্মদর্শী এবং পরিণামদর্শী ব্যক্তি; তিনি জাঁক জমকের কিছুমাত্র পক্ষপাতী নহেন; কি করিলে প্রজাদিগের ইচ্ছানুযায়ী প্রকৃত কার্য্য হইবে তিনি এই বিষয়েই বিশেষ দৃষ্টি করিয়া চলিতেন। ডিস্‌রেলি ও প্রকৃতির লোক ছিলেন না। নূতন নূতন কাজে হাত দিয়া আপনার উদ্ভাবনা শক্তির খ্যাপনেই ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে বলেন, "ইংলণ্ড যতটা আসিয়িক রাজ্য ততটা ইউরোপীয় রাজ্য নহে;" এই বলিয়া মিশরের ঋণগ্রস্ত খেদিবের স্থানে সুয়েজ প্রণালীর পৌনে দুই লক্ষ সেয়ার ৪০ লক্ষ পৌণ্ড দিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য ক্রয় করিলেন। তাহার পর "দক্ষিণ-আফ্রিকা-সমিতি" নামক সমিতি স্থাপন করিয়া ইতিহাসবেত্তা ফ্রুডকে তাহার কর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সমিতির উদ্দেশ্য হইল আফ্রিকার ঐ খণ্ডের শাসন-প্রণালী এবং বিচার-প্রণালীর সংশোধন করা; ফলে কিছুই

হইল না। ডিস্‌রেলিই রাজ্ঞীপুত্রকে ভারতবর্ষে আসিবার পরামর্শ দেন; লর্ড লিটন বাহাদুরকে গবর্ণর জেনেরাল করিয়া পাঠান; এবং মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ভারতবর্ষের এম্‌প্রেস্ (সম্রাজ্ঞী) উপাধি গ্রহণ করা।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর তুরস্ক সম্রাজ্যের অন্তর্গত হের্জগোবিনিয়া প্রদেশে (১৮৬২) এবং ক্রীট দ্বীপে (১৮৬৭) রাজবিদ্রোহ হইয়াছিল। তুরস্ক সুলতান ইংলণ্ডের মিত্র; যাহাতে অষ্ট্রীয়া ঐ বিদ্রোহকারীদিগের পক্ষতাবলম্বন না করে, তজ্জন্য তিনি ইংলণ্ডকে অনুরোধ করিতে বলেন; ঐ কথার উত্তরে তুরস্ককে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, কালবিলম্ব না করিয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশিষ্ট বল প্রয়োগ করা হউক। তুরস্ক তাহাই করিলেন; বিদ্রোহীদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি পীড়ন হইল। এই সময়ে অষ্ট্রীয়ার প্রধান মন্ত্রী 'কৌণ্ট আণ্ড্রাসি' একটী মন্তব্যলিপি প্রচারিত করিয়া তাহাতে জর্ম্মণি এবং রুসিয়ারও স্বাক্ষর করাইলেন। মন্তব্যলিপির মূল তাৎপর্য্য এই যে, তুরস্কের সুলতান তাঁহার খৃষ্টীয় প্রজাব্যূহকে ন্যায়পরতা সহকারে পালন করিতে বাধ্য। ফ্রান্স এবং ইটালী ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিল। তুরস্কের সুলতান ঐ লিপি পাইয়া আপনার অঙ্গীকৃতি প্রকাশপূর্ব্বক ইংলণ্ডকে অনুরোধ করিলে, উহাতে ইংলণ্ডেরও স্বাক্ষর হইল। ফল কথা, নানা কারণে তুরস্কের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া রহিল যে, ইংলণ্ড তাহার সহায় এবং পৃষ্ঠপূরক হইবেন এবং সেই বিশ্বাসে ইংলণ্ডের প্রদত্ত পরামর্শানুসারে তুরস্ক বিদ্রোহ দমনে বিলক্ষণ উগ্রভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। রাজবাটীর বিপ্লবে সুলতান আবদুল আজিজ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আত্মহত্যা করিলে সুলতান মুরাদের তিনমাস মাত্র রাজত্ব করার পর আবদুল হামিদ রাজা হইলেন। বুলগেরিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ দমনে বহু প্রাণহানি হইল। ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত একজন কর্ম্মচারী সংবাদ দিলেন যে, একটীমাত্র প্রদেশে (ফিলিপোপোলিসে) বার হাজার লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব আর শাস্ত্রীয় বিচার লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি তুরস্কদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া সমস্ত দেশকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। ডিস্‌রেলী এই সময়ে (১৮৭৬ খৃঃ) আর্ল অব বীকনসফীল্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়া হৌস্ অব লর্ডস সভায় চলিয়া গেলেন। ইংলণ্ডের প্রধান দুই বাগ্মীর লড়াই আর সেই অবধি দৃষ্টিগোচর হইল না।

১৮৭৬ অব্দে সর্বিয়া এবং মন্টিনিগ্রো নামক দুইটী প্রদেশ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইংলণ্ড টালমটাল করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন সর্বিয়া পরাজিত হইল, তখন সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তুরস্ক আর ইংলণ্ডের কথা শুনিল না। ১৮৭৭ অব্দে রুসিয়ার সেনা সর্বিয়ার সাহায্যে তুরস্ক রাজ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তুরস্কের সৈন্যগণ ওসমান পাসা কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হইয়া 'প্লেব্‌না' নগরে ব্যূহ স্থাপনপূর্ব্বক রুসীয়দিগকে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত করিল। পরিশেষে সামরিক ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল টডলিবেনের পরিচালনায় রুসীয়েরা প্লেবনার চতুর্দ্দিকে পরিখা প্রস্তুত করিয়া দাঁড়াইলে ঐ তুর্ক সৈন্যকে আহার্য্যাভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হয় এবং সিপকা গিরিবর্ত্মের যুদ্ধে বিজয়ী রুসীয়েরা স্তাম্বুল রাজধানীর পথ উন্মুক্ত দেখিতে পাইল। অগত্যা তুরস্ক সুলতান 'সানষ্টেফানোর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সাম্রাজ্যান্তর্গত খৃষ্টীয় প্রজাসমূহের স্বাধীনভাব স্বীকার করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[সাইপ্রস্ লাভ—আইরিস্ সদস্যদিগের কৌশল—আবদুররহমান—জুলু যুদ্ধ—মন্ত্রী পরিবর্ত্ত—আইরিস ভূমিসমিতি—মিশরের যুদ্ধ—সুদানের যুদ্ধ—আয়র্লণ্ডের স্বাতন্ত্রিকতার প্রস্তাব—লর্ড সালিসবরীর মন্ত্রিত্ব—আফগাণস্থানের সীমা নির্দ্দেশ—ব্রহ্মরাজ্য বিজয়—উপনিবেশিকদিগের সহিত সম্মিলনের কথা—জুবিলির মহোৎসব—ধর্ম্মঘট—আয়র্লণ্ড শাসন—আফ্রিকা বণ্টন—ফরাসী উৎসব—শ্রমসম্মিলনী—ত্রৈরাজ্যিক সন্ধি—রৌপ্যের মূল্য হ্রাস—মুক্তিফৌজের ব্যবস্থা মণিপুরের যুদ্ধ।]

ইংলণ্ড সানষ্টেফানোর সন্ধিপত্রের সকল কথায় সম্মতি খ্যাপন করিলেন না। ইংলণ্ডের ভূমধ্যসাগরস্থিত পোতবাহিনী তুরস্কের সমীপাগত হইল; ভারতবর্ষীয় সিপাহী সমূহ মালটা দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইল। এমন সময়ে প্রুসীয় রাজমন্ত্রী বিসমার্ক বলিলেন যে তিনি স্বয়ং মধ্যস্থতা করিবেন। সকল প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাজ্য হইতে বার্লিন মহানগরে অধ্যক্ষ সভায় প্রতিভূ প্রেরিত হইল। ডিস্‌রেলী সাহেব ইংলণ্ডের প্রতিভূ হইয়া গেলেন এবং তুরস্কের সাইপ্রস্ দ্বীপটা লইয়া রুসিয়ার সহিত তুরস্কের সন্ধিপত্রে ইংলণ্ডের সম্মতি প্রদান করিলেন; ঐ সুযোগে অষ্ট্রীয়ারও বসনিয়া এবং হর্জ্জগোবিনা প্রদেশ দুইটী লাভ হইল; রুসিয়াও বেসারেবিয়া এবং বাটুম পাইলেন। মুখে নিরপেক্ষ

থাকিলেও কার্য্যে রুস-তুরস্ক যুদ্ধের সময় জর্ম্মণি রুসিয়ার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। জর্ম্মণি ঘোষণা করিয়া দেয় যে পোলণ্ডে বিদ্রোহ হইলে জর্ম্মণ সৈন্য বিদ্রোহ দমন করিয়া দিবে; ইহাতে রুসীয়েরা নির্ভয়ে পোলণ্ডস্থিত কয়েক লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে পাঠাইতে পারে।

আইরিস নেতা পার্ণেল এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের আইরিস সভ্যবর্গকে বুঝাইলেন যে, ইংলণ্ডের সমস্ত ব্যবস্থাপন কার্য্যে বাধা দিয়া চলিলে পার্লিয়ামেণ্টকে অবশ্যই দায়ে পড়িয়া তাঁহাদিগের কথা শুনিতে হইবে। আইরিস সভ্যেরা পার্ণেল সাহেবের এই কথাঅনুযায়ী চলিয়া ক্রমে এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া সপক্ষ করিতে না পারিলে, কোন রাজমন্ত্রীই আর পার্লিয়ামেণ্টে কোন ব্যবস্থা মঞ্জুর করাইতে পারিলেন না।

রুসিয়া হইতে কাবুলে একজন রাজদূত আসিয়াছিল। এই জন্য ভারতবর্ষ হইতেও তথায় একটী দূত প্রেরিত হইল। আমীরের সহিত পূর্ব্বাহ্নে ঐ দূত পাঠাইবার কোন কথা না থাকায়, পথের এক জন আফগান কিল্লাদার তাঁহার গতিরোধ করে। সেজন্য গবর্ণর জেনারেল লর্ড লীটনের অনুজ্ঞায় কাবুলাধিপতি শের আলির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্য প্রেরিত হইল। আমীর শের আলি যুদ্ধে হারিলেন এবং য়াকুব খাঁ তাঁহার পদে প্রতিষ্টিত হইলেন। 'গণ্ডামকে' যে সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হইল, তদনুসারে ইংরাজেরা বর্ষে বর্ষে ষাটি হাজার পৌণ্ড য়াকুব খাঁকে দিতে সম্মত হইলেন এবং একজন রাজদূত কাবুলে থাকিবে অবধারিত হইল। সার লুই কাবাগ্‌নারি ঐ দৌত্যে নিযুক্ত হইয়া কাবুলে গেলেন। কাবুলীরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলে আবার যুদ্ধ বাধিল। য়াকুব খাঁ হারিলেন এবং বন্দীকৃত হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। তাঁহার ভ্রাতা আয়ুব খাঁ 'মেওয়াণ্ডে'র যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেও তিনি অতি সত্বরেই বিতাড়িত হইলেন। তখন আবদর রহমান খাঁকে আমিরী দেওয়া হইল।

আফ্রিকার দক্ষিণভাগে কেপ কলনিতে যে ওলন্দাজ উপনিবেশ ছিল, তাহাতে ইংরাজদিগের অধিকার হয় (১৮০৬ খৃঃ)। তখন কতক ওলন্দাজ বংশীয় 'বোয়ার'রা ঐ স্থানের উত্তরে অরেঞ্জ ফ্রীষ্টেটে এবং ট্রান্সভালে সরিয়া গিয়া বাস করে। তাহারা ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়া (১৮৭৭ খৃঃ) বলিল যে, আমাদের উত্তর সীমায় যে বলবান এবং সাহসী আদিম নিবাসী জুলু

জাতীয়েরা বাস করে, তাহারা সম্মিলিত এবং প্রবল হইয়া কতকটা ভূমির অধিকারিত্ব লইয়া বিবাদ করিতেছে; অতএব বিবাদ যাহাতে মিটিয়া যায়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় বিধান করুন। ইংলণ্ড হইতে একজন কমিশনর নিযুক্ত হইয়া গেলে, তিনি বলিলেন যে, জুলুরা যে ভূমিখণ্ডের দখল চাহিতেছে, তাহা উহাদের প্রাপ্য। কিন্তু কেপ কলনির গবর্ণর "ফ্রীয়র" সাহেব, যিনি পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের গবর্ণর ছিলেন, তিনি ঐ ন্যায় বিচারে সম্মত না হইয়া জুলুদিগের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। প্রথম যুদ্ধে (ইসানডুলায় ১৮৭৯ খৃঃ) ইংরাজেরা হারিলেন। পরে তাঁহাদিগের জয় হইল এবং জুলুরাজ 'সেটেয়ো' রণবন্দী হইয়া ইংলণ্ডে নীত হইলেন।

জুলুযুদ্ধে ৭॥০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ১৮৭৯ অব্দে গ্লাডষ্টোন বলেন যে, সাইপ্রস্ এবং ট্রান্সভাল অন্যায় উপায়ে প্রাপ্ত; উহাদের ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। বাহিরের এই সকল ঝঞ্ঝাট ক্রমশঃ বহুমুখ হইতেছে দেখিয়া ইংরাজেরা কনসারবেটিব সম্প্রদায়ের মন্ত্রিত্বে একটু বীতশ্রদ্ধ হইলেন এবং ১৮৮০ অব্দে গ্লাডষ্টোন পুনর্ব্বার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। বোয়ারেরা বিদ্রোহ করিল; ইংরাজেরা 'লেয়াংনেক' এবং 'মাজুবার' যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। মুষ্টিমেয় বোয়ারদিগের বিক্রমে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মহাত্মা গ্লাডষ্টোন তাহাদের স্বাধীনতা দান করিলেন (১৮৮১)।

আয়র্লণ্ডের জমিদার এবং রাইয়তদিগের মধ্যে যে বিবাদ নিরন্তর চলিয়া আসিতেছিল তাহা মিটাইয়া দিবার নিমিত্ত রাইয়তদিগকে অনেকানেক অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু বিবাদ মিটে নাই। 'লাণ্ডলীগ' অর্থাৎ ভূমি সমিতি নামে একটী প্রকাণ্ড সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া পার্ণেল প্রমুখ আইরিশ নীতিজ্ঞেরা স্বদেশের নিমিত্ত একটা স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আয়র্লণ্ডের নেতৃগণ যেমন স্বদেশে জাতীয় ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছিলেন, সেইরূপ মিশর দেশেও জাতীয়ভাব সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত একটী সম্প্রদায় জন্মিয়াছিল। ইহারা বলিত যে মিশরের অধিপতি খেদিব ক্রমে ক্রমে দেশটীকে বৈদেশিক বণিকবর্গের পদাবনত করিয়া ফেলিয়াছেন, অতএব তাঁহার কর্ত্তৃত্ব যাহাতে না থাকে তজ্জন্য চেষ্টা করা বিধেয়। কিন্তু ইংরাজ এবং ফরাসী বণিকদিগেরই

অধিক টাকা মিশরের খেদিবকে ঋণ দেওয়া ছিল। অতএব খেদিবের কর্ত্তৃত্বলোপে পাছে তাঁহাদের ক্ষতি হয়, এই ভয়ে ঐ বণিকেরা কথা তুলিলেন যে আরবী পাশা প্রমুখ মিশরের জাতীয় দল সুয়েজ প্রণালীর বাণিজ্য লোপ করিবে। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট খেদিবকে সাহায্য প্রদানের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ ফরাসীরা কিছুই করিল না; ইংরাজদিগের পোতবাহিনী হইতে গোলা-বৃষ্টি হইয়া 'আলেকজাণ্ড্রিয়া' মহানগরীকে প্রধ্বস্ত করিল, এবং ইংরাজ সৈন্যদল ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ হইতে গিয়া মিশরীয়দিগকে "তেল এল কাবিরের যুদ্ধে পরাভূত করিল।

ইংরাজেরা মিশরে লব্ধ প্রবেশ হইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। মিশরের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী সুদান নামক সুবিস্তৃত প্রদেশের কিয়দংশ ক্রমশঃ মিশ-রের অধিকৃত হইয়াছিল (১৮২০-৭৫)। সেই প্রদেশের আরব বংশোদ্ভব অতি সাহসিক জনসমূহ 'ইমাম মেহেদি' উপাহিত একজন উপদেষ্টার মতাবলম্বী হইয়া খেদিবেব বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল এবং ইংরাজ সেনাপতি হিকস্ পাশা পরি-চালিত একটী মিশরীয় সৈন্যদলকে বিনষ্ট করিল (১৮৮৩ খৃঃ)। জেনারেল গর্ডন যিনি চীন গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিয়া টাইপিং বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন এবং এক সময়ে খেদিবের অধীনে সুদানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সকল অবস্থা বুঝিবার জন্য খার্টুমে প্রেরিত হইলেন। মেহেদির লোকে খার্টুম দখল করে এবং তাঁহাকে হত্যা করে (১৮৮৫)। জেনারেল উলস্‌লি তাঁহার রক্ষার্থ যে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার সহিত মেহেদির সৈন্য সম্মুখ সংগ্রাম করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। গর্ডন নিহত হইয়াছেন শুনিয়া জেনারেল উলসলি পথ হইতে ফিরিয়া গেলেন।

আয়লণ্ড দেশকে কতকটা স্বাতন্ত্রিকতা প্রদানে গ্লাডষ্টোন প্রমুখ মন্ত্রিবর্গের ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, আয়র্লণ্ডের জন্য একটী পার্লিয়ামেণ্ট সভা ডবলিন নগরে সংস্থাপিত হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে যে সকল ইংরাজের ভূমিসম্পত্তি আয়র্লণ্ডে আছে তাহাদিগের ক্ষতি-পূরণার্থে অনেক টাকা দিতে হইবে; আর আয়র্লণ্ডের উত্তরাঞ্চলে অলষ্টর প্রদেশবাসী প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বীদিগের প্রতি উৎপীড়ন হইবে; পৃথক পার্লিয়া-মেণ্ট হইলে আয়লণ্ড পৃথক হইয়া যাইবে, এইরূপ আশঙ্কাসমূহ দেখাইয়া প্রধান

মন্ত্রীর বিপক্ষেরা তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাইলেন। লিবারেল দলের মধ্যে কতক লোক আপনাদের 'ইউনিয়নিষ্ট' বা সম্মিলনের পক্ষ নাম দিয়া গ্লাডষ্টোনের প্রতিকূল হইয়াছিলেন।

লিবারেল সম্প্রদায় সম্ভূক্ত লর্ড হার্টিংটন এবং চেম্বারলেন তথা সুপ্রসিদ্ধ জন ব্রাইট আপনাদের দলবল লইয়া গ্লাডষ্টোনকে পরিত্যাগ করাতে মন্ত্রী পরিবর্ত্ত ঘটিল; টোরিদলের নেতা লর্ড সালিসবরি মন্ত্রী হইলেন। কিন্তু মন্ত্রী পরিবর্ত্ত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বাহ্য রাজনীতির কোন ইতর বিশেষ ঘটিল না। গ্লাডষ্টোন যেমন রুসিয়ার অনুকূল ভাবে চলিতেন, ইহাঁরাও সেইরূপভাবে চলিলেন। বুলগেরিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডারকে রুসীয়েরা সিংহাসনচ্যুত করিল; ইহাঁরা তাহাতে উচ্চবাচ্য করিলেন না। রুসীয়েরা আফগানিস্থানের উত্তর পশ্চিম সীমা যে প্রকারে নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছিল, সেইরূপেই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। গ্লাডষ্টোনের সময়ে মিশর অধিকার করা হইয়াছিল; সে অধিকার বজায় রহিল। অধিকন্তু টোরিরা ব্রহ্মরাজ্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিলেন (১৮৮৬ খ্রীঃ) এবং চিনীয়দিগের নিকট একটু ন্যূনতা স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মদেশ আপনাদিগের কবলে রাখিলেন।

ইংলণ্ডের রাজনীতিতে এক্ষণে প্রধানতঃ একটী বিষয়ের আলোচনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংলণ্ডের উপনিবেশ অনেক; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর কখনই সূর্য্য অস্তগমন করেন না, একথাটী অত্যুক্তি নহে, স্বরূপ কথা; সেই সুবিস্তৃত এবং সুসম্বদ্ধ সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশগুলি পরস্পর দৃঢ় সম্বদ্ধ থাকে, কখন বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, ইহার প্রকৃত বন্দোবস্ত কি প্রকারে হইতে পারে, তাহারই চিন্তা অনেক দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের মানসে উদয় হইয়াছে; যদি কোনকালে ইহা সুসম্পন্ন হইয়া উঠে, তবে এই মহারাজ্যের প্রত্যেক খণ্ডের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন-শক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইবে এবং কেবল বৈদেশিক রাজনীতি একীভূত করিয়া অপর সকল বিষয়েই প্রত্যেক অংশকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। ভূতপূর্ব্ব ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সমুদায় লাটিন জাতীয় লোকদিগকে একমতাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; প্রুসিয়ার মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ বিসমার্ক সমুদায় টিউটোনিক জাতীয় লোকদিগকে একচ্ছত্রাধীন করিবার যত্ন করিয়া কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন; রুসিয়ার সম্রাট মহাত্মা পীটর হইতে এ পর্য্যন্ত স্লাভোনীয়দিগকে

সম্মিলিত করিবার উদ্যোগ চলিয়া আসিতেছে; যদি ইংরাজেরা আপনাদিগের সাম্রাজ্য জাতীয়ভাবে সম্বদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন, তবে সেই সাম্রাজ্য অপরাপর জাতীয়ের সাম্রাজ্য অপেক্ষা যে কেবল অধিক বিস্তৃত এবং বলশালী হইবে তাহা নহে, ইহার অন্তর্ভূত স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর বহুল প্রসারতা নিবন্ধন ইহা অপর সকল সাম্রাজ্যের আদর্শীভূতও হইবে। তদ্দ্বারা ইংলণ্ড চিরকালাবধি রাজনীতি বিষয়ে যেমন অপর সকল ইউরোপীয় জাতির শিক্ষাদাত্রী হইয়া আছেন, ভবিষ্যতের রাজনীতি সম্বন্ধেও তাহাই থাকিবেন। ইহার দুইটী অন্তরায় আছে। ইংরাজ ইংরাজ ভিন্ন অপর কাহাকেও স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না; এবং ইংরাজ উপনিবেশিকেরা মাতৃভূমির সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য অধিককাল ধরিয়া কোন প্রকারের স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন না। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার চরিত্রগুণে তিনি সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালের (১৮৮৭ খ্রীঃ) পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়াতে তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া আনন্দোৎসব (জুবিলি) হইল। এই উপলক্ষে সর্ব্বত্রই অনেক অর্থব্যয় এবং অনেক সদনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মহাসাম্রাজ্যের কোন ভাগ অপেক্ষা উহা ভারতবর্ষে ন্যূন হয় নাই।

জুবিলির পর বৎসর হইতেই ইংলণ্ডে একটী আভ্যন্তরিক উপদ্রব প্রবলরূপ ধারণ করে। তথাকার মূলধনীরা শ্রমজীবীদিগকে উপযুক্ত পরিমাণ বেতন দিতেন না; এই জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রমজীবীরা মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য ছাড়িয়া দিতেছিল; কিন্তু পূর্ব্বে পূর্ব্বে অর্থাভাবে ধর্ম্মঘটকারীরা সত্বরেই মূলধনীদিগের বশতাপন্ন হইয়া পড়িত। পূর্ব্ব হইতেই চাঁদা করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করায়, ইদানীন্তনকালে ধর্ম্মঘটগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী ও প্রায়ই কতকটা কার্য্যকারী হইতেছে। জাহাজের নাবিক, ডকের মুটে, কারখানার এবং রেলওয়ের কর্ম্মী প্রভৃতির মধ্যে ধর্ম্মঘট হইতে হইতে পুলিস ও পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারী মধ্যেও ধর্ম্মঘট বাধিবার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল; দুই এক দল সৈনিকও সামান্যরূপ অবাধ্যতা দেখাইয়াছিল। অশান্ত ইউরোপীয়দিগের সমাজবন্ধন প্রণালীর মৌলিক দোষ হইতেই এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে; সুতরাং এই সকল ব্যাপার স্থায়ীরূপে উপশান্ত হইবার নহে।•

আয়র্লণ্ডে কঠোররূপে ফৌজদারী আইন চালাইয়া, এমন কি পার্লিয়ামেণ্টের

কয়েকজন আইরিশ সভ্যকেও জেলে পাঠাইয়া, টোরি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আয়র্লণ্ডের দাঙ্গাহাঙ্গামা অনেকটা থামাইয়াছিলেন; আইরিশ দলপতি পার্ণেলের মৃত্যু হওয়াতে স্বায়ত্তশাসনের দলও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

ইংরাজ, ফরাসী, পোর্টুগীজ, জর্ম্মণ, ইটালীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতীয়েরা দাসব্যবসায়ের বিলোপ ও বাণিজ্য বিস্তারের উল্লেখ করিয়া প্রায় সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশটী বণ্টন করিয়া লইলেন! ষ্টানলি এবং এমিনপাশা আফ্রিকার মধ্যভাগ আলোড়িত করিয়া ফিরিলেন। যে সকল অংশে তখনও কোন ইউরোপীয়ের পদার্পণ হয় নাই তাহাও অক্ষ এবং দ্রাঘিমা ধরিয়া সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া হইল। জর্ম্মণেরা ও ইংরাজেরা পূর্ব্ব আফ্রিকায় জাঞ্জিবারের সুলতানের সাম্রাজ্যটী ভাগ করিয়া ইজারা লইলেন। আফ্রিকায় অধিকার বিস্তার ইংরাজদিগেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। তখন জমির উপলক্ষে পোর্টুগালের সহিত ইংরাজদিগের যে বিবাদ হয়, তাহা আপোষেই মিটিয়া গেল।

১৮৮৯ অব্দে পারিস নগরীতে ফরাসী-বিপ্লবের শত সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটী অপূর্ব্ব প্রদর্শনী খোলা হয়। ফরাসী ইঞ্জিনিয়র 'ইফেল' তথায় একটি লৌহময় উচ্চ জয়স্তম্ভ প্রস্তুত করেন। ইউরোপীয় রাজারা কেহই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ উৎসবে যোগ দেন নাই; কিন্তু প্রায় সকল দেশ হইতেই শিল্পজাত ও দর্শকবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল।

জর্ম্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম শ্রমজীবীদিগের ধর্ম্মঘটাদির অনুষ্ঠান দেখিয়া সকল ইউরোপীয় ও আমেরিক রাজ্যের প্রতিনিধি আহ্বানপূর্ব্বক শ্রমজীবীদিগের অবস্থা কিসে উন্নত হয় তাহার সাধারণ ব্যবস্থা স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারখানায় বালকদিগের ব্যবহারের হ্রাস এবং পূর্ণবয়স্কদিগের শ্রমকাল নির্দ্ধারিত রাখা জন্য সকল দেশেই যে ব্যবস্থা হওয়া উচিত, ইহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। সেই সময় হইতে ইংলণ্ডের কারখানা আইন ভারতবর্ষেও কিয়ৎপরিমাণে প্রচালিত হইয়াছে।

ফরাসীরা আল্‌সেস ও লোরেন প্রদেশদ্বয় জর্ম্মণির গ্রাস হইতে পুনরুদ্ধারের জন্য সমর সজ্জায় নিরত আছে; রুসিয়াও সমস্ত স্লাভজাতীয়দিগকে আপনার অধিনায়কতার মধ্যে আনিতে চায়। এই দুই জাতির আকাঙ্ক্ষা হইতে ইউরোপের শান্তি হানি হইবার সম্ভাবনা উল্লেখে জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া ও ইটালি পরস্পর

দৃঢ়রূপে সন্ধিবদ্ধ হয় (১৮৮২)। ফরাসীরা টিউনিস অধিকার করায় (১৮৮১ খৃঃ) ইটালীর ঐ প্রদেশ অধিকার সম্বন্ধে আশা ভঙ্গ হয় এবং সেই জন্য চিরশত্রু টিউটন শক্তি অষ্ট্রীয়ার দলে সাময়িক ক্রোধভরে গিয়া পড়ে; নচেৎ লাটিন ফ্রান্সই উহার স্বাধীনতা সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছিল এবং অষ্ট্রীয়ার অধীন ডালমেসিয়া প্রভৃতি ইটালীয়ের অধ্যুষিত প্রদেশগুলির প্রাপ্তি জন্যই তীব্র জাতীয় আকাঙ্ক্ষা।

জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন উঠাইয়া দেওয়ায় এবং ইংরাজেরা স্বর্ণ রৌপ্যের আপেক্ষিক মূল্য স্থির রাখিবার চেষ্টায় অপর রাজ্যের সহিত যোগ না দেওয়ায় রৌপ্যের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস হয়। মার্কিণেরা এবং ফ্রান্স প্রমুখ লাটিন রাজ্যগুলি বেলজিয়াম, রুমানিয়া, গ্রীস, পোর্টুগাল, স্পেন, ইটালী স্বর্ণের মূল্য তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় রৌপ্যের ষোলগুণ থাকে তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

শ্রমজীবীদিগের অসন্তোষ আধুনিক ইউরোপের একটী প্রধান সমস্যা। উহারা আপনাদের অবস্থার উন্নতির জন্য নানা প্রকার সমিতি সংঘটন ও মধ্যে মধ্যে উপদ্রব করে। সদাশয় ব্যক্তিগণ ইয়ুরোপীয় অযথা ধন বিভাগের দোষ সংশোধনার্থ "দানধর্ম্মের" আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতেছেন—ইংলণ্ডে মুক্তি ফৌজ নামক খৃষ্ট সম্প্রদায়ের নেতা 'বুথ' শ্রমজীবীগণের জন্য আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছেন। অনেক স্বাস্থ্যকর ভাল বাড়ী (পিপল্‌স্ প্যালেশেস্) প্রস্তুত হইয়াছে।

মধ্য এসিয়ায় রুসিয়ার প্রাবল্য দর্শনে ভারতবর্ষ সুরক্ষিত রাখিবার উদ্দেশে কাশ্মীরের উত্তরভাগে গিলঘিট প্রদেশে ইংরাজসৈন্য স্থাপিত হয় এবং বেলুচিস্থানের এবং আফগানিস্থানের পূর্ব্বাংশে পার্ব্বত্য পথগুলির মুখে প্রভূত অর্থব্যয়ে গিরি দুর্গাদি নির্ম্মিত হয়। মণিপুরের সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ তথায় রাষ্ট্রবিপ্লব করায় এবং তথায় আসামের কমিসনার প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারী নিহত হওয়ায় ইংরাজরাজ সামান্য যুদ্ধের পর উক্ত সেনাপতিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং মণিপুরে নূতন বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করেন (১৮৯১ খৃঃ)। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে আর কোন স্বাধীন রাজ্যের ব্যবধান রহিল না।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মন্ত্রী পরিবর্ত্তন—ক্রীটে বিদ্রোহ—গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ—দ্বিতীয় জুবিলি—"বৃহত্তম ইংলণ্ড" স্থাপনে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা—সুদান অধিকার—ফাশোদা—দ্বিরাজ্যিক সন্ধি—ট্রান্সভাল—বোয়ার যুদ্ধ—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু—সপ্তম এডোয়ার্ড—দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলিত প্রদেশ—সেনাপতি বোথা—চীন জাপানের যুদ্ধ—বক্সার বিদ্রোহ—রুশ-জাপান যুদ্ধ—ফ্রান্সের সহিত প্রীতি স্থাপন—রুসিয়ার সহিত সন্ধি বন্ধন—জর্ম্মণির শিল্প ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি—পঞ্চম জর্জ্জ—বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ—দিল্লীর দরবার—বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ—পার্লিয়মেণ্ট আইন—হোমরুল বিল—অলষ্টারের উগ্রতা—উপনিবেশগুলির সহিত ঘনিষ্টতা—আকাশগামী পোত—হেগ মধ্যস্থ আদালত—তুর্ক ইটালীর যুদ্ধ—ট্রিপলি—বলকান যুদ্ধ—বুলগেরিয়ার সহিত গ্রীস ও সার্বিয়ার যুদ্ধ—জর্ম্মণির বিস্তারলাভ জন্য উদ্যোগ—অষ্ট্রীয়ার সার্ব্বীয় বিদ্বেষ—অষ্ট্রীয় যুবরাজের হত্যা—ইউরোপের মহাযুদ্ধ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়া, ইটালী, জাপান, রুমেনিয়া, পোর্টুগাল ও মার্কিন যুক্তরাজ্য প্রভৃতির সহিত জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া বুলগেরিয়া ও তুরস্কের যুদ্ধ—কোয়ালিসন মন্ত্রীদল—জর্ম্মণ উপনিবেশগুলির অধিকার—মিশরে সুলতান নিয়োগ—প্যালেষ্টাইনে ও মেসো-পাটে-মিয়ায় যুদ্ধ—রুসিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লব—ইংলণ্ডের ধন লোকবল—জর্ম্মনের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে ভদ্রতা ত্যাগ।

গ্লাডষ্টোন চতুর্থবার প্রধান মন্ত্রী হইয়া পুনরায় আয়র্লণ্ডে স্বায়ত্বশাসন (হোমরুল) প্রস্তাব করিয়া চাহিলেন যে, কানেডা প্রভৃতির ন্যায় আয়র্লণ্ডে পৃথক পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপিত হইলেও সাম্রাজ্যের (ইম্পিরিয়াল) পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় আইরিশ সভ্য লওয়া হয়। লর্ড সভা প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে গ্লাডষ্টোন পদত্যাগ করেন (১৮৯৩ খৃঃ)। তাঁহার পর যথাক্রমে লর্ড রোজবেরি এবং লর্ড সালিসবরি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

আর্ম্মিনীয়দিগের বিদ্রোহ দমন (১৮৯৬) উপলক্ষে তুর্ক সুলতান ভীষণ হত্যাকাণ্ড করাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ হয়। পর বৎসর ক্রীট দ্বীপ বাসীরা বিদ্রোহ করে। গ্রীস উহাদের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করিলে গ্রীসতুরস্ক যুদ্ধ হয়। তাহাতে গ্রীকেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। ইয়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ অশান্ত ক্রীটের শাসনভার গ্রহণ করেন (১৮৯৭)। এই যুদ্ধে তুরস্ক উচ্চশ্রেণীর জর্ম্মন সেনাপতিদিগের উপদেশের সাহায্য পাইয়াছিলেন।

ঐ বৎসরেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের ষষ্টিবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় দ্বিতীয় জুবিলি উৎসব হয়। স্বাধীন মার্কিনেরাও দেশময় সভা করিয়া মহারাণীর

গুণানুবাদ এবং আনন্দ প্রকাশ করে। তাহাতে অনেক ইংরাজের মনে সমগ্র ইংরাজীভাষা-ভাষীগণের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্মিলনের এবং পৃথিবীর উপর তাঁহা-দের অখণ্ড কর্ত্তৃত্বের আশার সঞ্চার হয়। বাস্তবিকই উত্তর আমেরিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইংরাজী-ভাষীদিগের অপরিমিত বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ হইয়া গিয়া-ছিল এবং শিল্পে, বাণিজ্যে ও রাজ্য বিস্তারে উহাঁরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী ইতিমধ্যেই হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ের ২০ বৎসর পূর্ব্বে অনেক ইংরাজ রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের বৃদ্ধিতে ভয় পাইতেন এবং কোন কোন অংশ ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল এরূপ মতও প্রকাশ করিতেন; এক্ষণে সেরূপ কথা কোন ইংরাজ রাজনৈতিক বলিলে তাঁহাকে "ক্ষুদ্র ইংলণ্ডীয়" (লিটল্ ইংল্যাণ্ডার) নাম দেওয়া হইতে লাগিল। "বৃহত্তর ব্রিটেনের" (গ্রেটার ব্রিটেন) কথাই সকলের মুখে শুনা যাইতে লাগিল। "শ্বেতকায়ের গুরুতর ভার" (হোয়াইট ম্যানস্ বার্ডন) অর্থাৎ পৃথিবীর সকল রাজ্যের ভারই অগত্যা শ্বেতকায়দিগকে বহন করিতে হইতেছে এবং ক্রমশঃ তাহা আরও করিতে হইবে এ কথা উঠিল। এই উপলক্ষে আফ্রিকা মহাদেশটীও যাহাতে অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় পূর্ণভাবে ইংরাজ উপনিবেশিকদিগের জন্য লাভ হয় এবং কায়রো হইতে উত্ত-মাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ইংরাজাধিকৃত হইয়া রেলওয়ে প্রস্তুত হয়, এরূপ কল্পনার উদয় কাহার কাহার মনে হইলে তাহার ফলও আফ্রিকার উভয় প্রান্তে অবি-লম্বেই দেখা গেল! সুদানে গর্ডনের মৃত্যুর এবং ট্রান্সভালে বোয়ারদিগের নিকট মাজুবার যুদ্ধে পরাজয়ের যে প্রতিশোধ দেওয়া হয় নাই তাহার স্মরণ করিয়া ঐ উভয় প্রান্তেই ইংরাজেরা হস্তক্ষেপ করিলেন।

জেনারেল কিচেনার মিশরীয় এবং ইংরাজ সৈন্য লইয়া সুদান আক্রমণ করিলেন। 'আটবারা' এবং অমডুরমানের যুদ্ধে অসম সাহসী সুদানী বীরগণ মুসলমান বীরত্বের অত্যুজ্জ্বল চিত্র দেখাইয়া ইউরোপীয় আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে বিনষ্ট হইল। কিচেনার মেহেদীর সমাধিমন্দির বারুদে উড়াইয়া দিলেন; সুদান দখলে রাখা হইল।

এই সময়ে ফরাসী অধিকৃত সাহারা প্রদেশ হইতে আসিয়া ফরাসী সেনানী মার্চ্চাণ্ড সুদানের অন্তর্গত 'ফাশোদা'নগর দখল করিয়া লইলে ইংলণ্ডের এবং ফ্রান্সের বিশেষ মনোমালিন্য হয়। ইংরাজেরা বলেন যে সমগ্র সুদান উহাঁরাই

সুবিধামত ক্রমশঃ অধিকার করিবেন, অপর কাহারও তাহাতে হস্তক্ষেপ করা বন্ধুতার বিরুদ্ধ কার্য্য। ফরাসীরা তখন ফাশোদা ছাড়িয়া দেওয়ায় যুদ্ধ হইল না ; কিন্তু জর্ম্মণির শত্রুতায় এবং ইংলণ্ডের বিরূপতায় নিজেকে অসহায় ভাবিয়া ফরাসী সাধরণতন্ত্র যুদ্ধকালে পরস্পরের সাহায্য করার সর্ত্তে রুসীয় সাম্রাজ্যের সহিত দ্বিরাজ্যিক সন্ধি বন্ধন করিল।

১৮৮৫ অব্দে ট্রান্সভালে স্বর্ণখনির আবিষ্কার হইলে বিভিন্নদেশবাসী বহু সংখ্যক ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংরাজেরা লাভের আশায় ট্রান্সভালে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ট্রান্সভালে আসল বোয়ার-দিগের অপেক্ষা বিদেশীয়দের সংখ্যা অধিক হইয়া উঠিল। বোয়ারেরা ভূস্বামী এবং চাসী ; ভূগর্ভে গিয়া খনির কার্য্যে মজুরি করা ঘৃণার চক্ষে দেখে। উহারা ইংরাজ মজুরদিগকে পীড়ন করিত। কেপ কলনির প্রধান মন্ত্রী সার সিসিল রোডস এবং ডাঃ জেমিসন বিদ্রোহোন্মুখ বৈদেশিকদিগের সাহার্য্য জন্য আটশত ভলন্টিয়র সৈন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। স্থির রহিল যে প্রিটোরিয়ার অস্ত্রাগার ট্রান্সভালের বিদ্রোহী ইংরাজ শ্রমজীবিরা দখল করিয়া রাখিবে এবং উহারাই জোহান্‌সবর্গ অধিকার করিবে। কিন্তু সে বিদ্রোহ হইল না এবং ডাঃ জেমিসন সসৈন্যে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়া বোয়ার হস্তে বন্দী হইলেন। শান্তির সময় ইংরাজ রাজ্য হইতে আসিয়া উপদ্রব করায় তাহাদিগকে বিচারের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তেই বোয়ারেরা সমর্পণ করিলে, ডাঃ জেমিসনের পনর মাস কারাদণ্ড হইল।

জর্ম্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম এই সময়ে বোয়ার প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে টেলিগ্রাম করেন যে, "বোয়ারেরা বন্ধুভাবাপন্ন ইউরোপীয় শক্তিদিগের সাহায্য ব্যতীতই শত্রু দমন করিতে পারায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।" ইহাতে বোয়ারেরা মনে করে জর্ম্মণি বুঝি উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহায্যে প্রস্তুত। উহারা অস্ত্র শস্ত্র জমা করিতে লাগিল। ইংরাজেরা ডাঃ জেমিসন কৃত অপকর্ম্ম জন্য আপত্তি করিয়া বলিতে পারিলেন না যে সাবধানতার প্রয়োজন নাই।

বোয়ারেরা বিদেশীয়দিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিতে বা রাজকার্য্য পরি-চালনা সম্বন্ধে ইংরাজদের কোন প্রস্তাবেই সম্মত হইল না। উভয় পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতে থাকিল এবং শেষে (১১।১০।১৮৯৯) বোয়ারেরাই

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কেপ কলনি ও নেটাল আক্রমণ করিল। অরেঞ্জ রাজ্যের বোয়ারেরা তাহাদের জ্ঞাতিদিগের সহিত মিলিত হইল। তিন বৎসর কাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিল।

যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় ইংরাজেরা তেমন প্রস্তুত না থাকায় বোয়ারেরাই পুনঃ পুনঃ জয়ী হয়। কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজদিগকে পরাজিত করিয়া বোয়ারেরা লেডিস্মিথ, কিম্বারলী ও ম্যাফিকীং নগরত্রয় অবরোধ করিলে যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া ইংলণ্ড ক্রমশঃ আড়াই লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করেন। কানেডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশ, সৈন্য সাহায্য দ্বারা উহারাও যে সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির প্রয়াসী তাহা দেখাইল। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা শ্বেতকায় বোয়ারের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহী সৈন্যের ব্যবহার করেন নাই। লর্ড রবার্টসকে প্রধান সেনাপতি করিয়া লর্ড কীচেনারকে তাঁহার সহকারীরূপে প্রেরণ করা হইলে যুদ্ধের স্রোত ফিরে। লর্ড রবার্টস বোয়ারদিগের দশগুণ সৈন্য পাওয়ায় বোয়ার সেনাপতি ক্রঞ্জি সসৈন্যে বন্দী হইলেন; অবরুদ্ধ সহরগুলির উদ্ধার সাধন হইল এবং ক্রমশঃ সমগ্র ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রাজ্য ইংরাজের হস্তগত হইয়া পড়িল। বোয়ারেরা তথাপি অস্ত্রত্যাগ করে নাই। ডিলারি, ডিওয়েট, বেয়ার্স, বোথা প্রভৃতি বিখ্যাত সেনাপতিদের নেতৃত্বে তাহারা কয়েক মাস ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। উহাদের স্ত্রী পুত্রদিগকে সকল গ্রাম হইতে সরাইয়া আনিয়া ইংরাজেরা ছাউনীতে একত্র করিয়া রাখায় এবং বোয়ারদিগের কোথাও আশ্রয় বা আহার পাওয়ার উপায় না থাকায় অবশেষে বোয়ারেরা (মে ১৯০২) ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিল।

বোয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হইলে (২২।১।১৯০১) তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বোয়ারদিগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কয়েক কোটি টাকা দেওয়া হয়; এবং তিন বৎসর ইংলণ্ড হইতে শাসিত হইলে বোয়ারদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়। (১৯০৫) পাঁচ বৎসর পরে কেপ কলনি, নেটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রিভর কলনি এই চারিটী প্রদেশ সম্মিলিত হইয়া "ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকা" গঠিত হইলে বোয়ার সেনাপতি বোথা এই সম্মিলিত রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হন। ইংরাজদিগের এই দূরদর্শিতা সম্ভূত উদারতায় বোয়ারদিগের বিরাগ অপনীত হইয়া যায়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ায় প্রাধান্য লইয়া চীন এবং জাপানে যুদ্ধ বাধে। জলে এবং স্থলে প্রত্যেক যুদ্ধেই চীন পরাজিত হইয়া ফরমোসা ও পোর্টআর্থর সহিত লাওটাং উপদ্বীপ প্রদান করিয়া জাপানের সহিত সন্ধি করে। রুসিয়া বহুকাল হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে একটী বরফশূন্য বন্দর প্রাপ্তির অভিলাষে পোর্ট আর্থারের উপরই লক্ষ্য রাখিয়াছিল। রুসিয়া এই সময়ে ফ্রান্স এবং জর্ম্মণির সহায়তায় জাপানকে লাওটাং উপদ্বীপ ছাড়িতে বাধ্য করিল। ইহার অল্পকাল পরেই রুসিয়া, ফ্রান্স, জর্ম্মণি ও ইংলণ্ড সকলেই চীনের নিকট হইতে একটী করিয়া বন্দর ইজারা লইল। মাঞ্চু কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের দুর্ব্বলতা জন্য জন্মভূমির এইরূপ অগৌরব ঘটায় 'বক্সার' অভিহিত একদল দেশভক্ত চীনীয় যুবক সমস্ত বিদেশীয়দিগকে চীন হইতে তাড়াইতে বদ্ধপরিকর হয় এবং অনেক বিদেশীয়ের হত্যা করে। ইউরোপীয় রাজ্য সমূহ এবং জাপান এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইলে, বক্সারদিগকে পরাজিত করিয়া ঐ সম্মিলিত সৈন্য পিকিন অধিকার করে (১৯০০)।

চীন সাম্রাজ্যের দৌর্ব্বল্যের সুবিধা পাইয়া রুসীয়েরা মাঞ্চুরিয়া দিয়া পোর্ট আর্থর পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুতের অধিকার লয় এবং প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেসনের জন্য অনেকটা করিয়া জমি লইয়া তাহাতে কিছু কিছু সৈন্য রাখে। উহারা পোর্ট আর্থর বন্দরটীও উত্তমরূপে গড়বন্দী করিয়া ফেলে। দূরদর্শী জাপানী রাজনৈতিকেরা রুসিয়াকে জাপানের সন্নিহিত উপকূলে প্রবল হইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না। জাপান রুসীয়দিগকে মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য সরাইবার সর্ত্ত পূর্ণ করিতে জিদ করিয়া বলিলে (১৯০৪ খৃঃ) রুষিয়া এবং জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। রুসীয়েরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হয় এবং 'মুকডেনের' মহাযুদ্ধে উহাদের লক্ষ সৈন্য নষ্ট হয়। রুসীয় বাণ্টিক রণপোতমালা জাপান সাগরে পৌছিলে জাপানী আড্‌মিরাল টোগোর সমর কৌশলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ হয়। রুসিয়া তখন মার্কিন মধ্যস্থতায় চীনকে মাঞ্চুরিয়া প্রত্যর্পণ করিয়া এবং অর্দ্ধেক সাগালিয়ান দ্বীপ জাপানকে দিয়া সন্ধি করিল।

রুস-জাপান যুদ্ধে একটী এসিয়িক জাতির নিকট একটী প্রবল ইউরোপীয় জাতির পরাজয় বহুকাল পরে আবার সকলে দেখিল। পূর্ব্বেই (১৯০২) জাপান এবং ইংলণ্ডে একটী সাধারণ সন্ধি হইয়াছিল; এক্ষণে উভয়রাজ্যের মধ্যে একটী

তুল্য মূল্যভাবে সন্ধি হইল। এই সন্ধিতে জাপান ও ইংলণ্ড বিপদকালে পরস্পরকে সাহায্য করিতে, এমন কি, জাপান প্রয়োজন হইলে ভারত রক্ষা জন্য সৈন্য দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

জাপানে ইউরোপীয়দিগের অপরাধের বিচার পূর্ব্বে ইউরোপীয় দূত (কন্সল) দিগের নিকট হইত ; এক্ষণে তাহা জাপানী আদালতেই হওয়া সুরু হইল।

ইউরোপে যে ইংলণ্ডের কোন মিত্র রাজ্য নাই, বোয়ার যুদ্ধকালে তাহা জানা গিয়াছিল। শান্তিপ্রিয় সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া বৈদেশিক রাজ্য সমূহের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে লাগিলেন। তিনি ফ্রান্সে গিয়া তাঁহার ব্যবহারে ফরাসীদিগকে এমন মুগ্ধ করেন যে, উভয় রাজ্যের মধ্যে দুইশতাধিক বৎসরের বিবাদ মিটিয়া সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের সাহায্য করিবার সন্ধি হয়।

মরক্কোর উপর ফ্রান্স বহুকাল হইতে অল্পে অল্পে ক্ষমতা প্রসার করিয়া আসিতেছিল ; জর্ম্মণিরও বহুদিন হইতে মরক্কোর উপর দৃষ্টি পড়িয়াছিল ; কিন্তু ফরাসী ও তাহার মিত্র রুষিয়ার ভয়ে জর্ম্মণি এতদিন কিছু করে নাই। এক্ষণে রুসিয়াকে দুর্ব্বল দেখিয়া জর্ম্মণি মরক্কোয় হস্তক্ষেপ করে ; তাহাতে ফ্রান্সে এবং জর্ম্মণিতে যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিবেন বলিয়া প্রকাশ করায় জর্ম্মণি মরক্কোর দাবী ত্যাগ করে, কিন্তু ইংলণ্ড জর্ম্মণির ভাল দেখিতে পারেন না ইহাও স্থির করে। জাপানের নিকট পরাজিত হইয়া রুষিয়াও নূতন মিত্রের জন্য ব্যগ্র হইল এবং পঞ্চম এডোয়ার্ডের সহিত রুসীয় সম্রাট নিকোলাসের সাক্ষাতের পর (১৯০৭) ইংলণ্ডের সহিত বিশেষ সন্ধি করিল যে এসিয়ার কোন দেশ লইয়া তাহারা কখন বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না এবং উত্তর পারস্য রুসিয়ার এবং দক্ষিণ পারস্যে ইংলণ্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় পরস্পরের সহানুভূতি থাকিবে। করাচি হইতে কায়রো পর্য্যন্ত মেসোপোটেমিয়া এবং প্যালষ্টিন্ দিয়া ইংরাজদিগের রেলপথ প্রস্তুতের কথা এই সময়ে উঠিয়াছিল। ঐ বৎসরেই সপ্তম এডওয়ার্ড স্পেনরাজ আলফন্সোর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয় রাজ্য পরস্পরের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়। ফ্রান্স ইতিপূর্ব্বেই স্পেনের সহিত সন্ধি করিয়াছিল।

জর্ম্মণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে ইংলণ্ড ও রুসিয়ার সহিত জর্ম্মণির সদ্ভাব ছিল।

ফ্রান্সের সমকক্ষ একটী প্রবলরাজ্য মধ্য ইউরোপে গঠিত হওয়া উহারা প্রার্থনীয় মনে করিতেছিল। জর্ম্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম সিংহাসনারোহণ করিয়া মহামন্ত্রী বিসমার্কের পরামর্শের বিরুদ্ধে রুসিয়ার সহিত কলহ করিলেন; শিল্প-বাণিজ্যে ও নৌবলে জর্ম্মণি ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল; জর্ম্মণ সস্তা-শিল্পে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। ইংরাজ বণিক জাতি; ব্যবসায়ে ক্ষতি লক্ষ্য করিয়া ইংরাজের হৃদয়ে একটু ঈর্ষার উদয় হয় এবং "মেড্ ইন্ জর্ম্মণি" (অর্থাৎ সবই জর্ম্মণিতে প্রস্তুত) প্রভৃতি পুস্তক প্রচার হইতে থাকে। জর্ম্মণ সম্রাট প্রেসিডেন্ট ক্রুগারকে ডাঃ জেমিসনের পরাজয়ে যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন এবং যে ভাবে জর্ম্মণ রণপোতমালা বৃদ্ধি করিতেছিলেন তাহাতে জর্ম্মণিকে ইংরাজ সামুদ্রিক প্রাধান্যের একান্ত বিদ্বেষ্টা বলিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন এবং একখানি জর্ম্মণ যুদ্ধ-জাহাজ প্রস্তুত হইলেই ইংলণ্ড দুইখানি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন (টুকীল্‌স টুওয়ান)। এই সময়ে সকল ইউরোপীয় রাজ্যেই সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িতভাবে পরিচালিত 'সবমেরিন' জাহাজ এবং আকাশগামী পোতও প্রস্তুত হইতে থাকে।

শান্তিপ্রিয় সপ্তম এডওয়ার্ডের বিভিন্ন রাজগণের সহিত সাক্ষাতে ইউরোপের সকল রাজ্যই ইংলণ্ডের দলে আশায় জর্ম্মণি এবং তাহার মিত্রগণের (জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া এবং ইটালির) সহিত যুদ্ধ বাধিলে ইংলণ্ডের আর একা পড়িবার ভয় রহিল না।

ভারতবর্ষে লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালে তিব্বতের সহিত যুদ্ধ করা হয়। সিকিমের পথে গিয়া ব্রিটিস সৈন্য লাসা অধিকার করে এবং তাহারপর ফিরিয়া আইসে (১৯০৪)। কর্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বাঙ্গালী-দের সাধারণভাবে গালি দেন এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালা এবং আসামের জন্য একজন পৃথক লেফট্‌নেণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থা করাইয়া তাঁহাকে ঢাকায় স্থাপিত করেন। পশ্চিম বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যা পৃথক থাকে। ইহাকেই 'বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ' বলা হইয়া থাকে। ইহাতে বাঙ্গালীরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। "স্বদেশী" দ্রব্য ব্যবহারের ইচ্ছা এই সময় হইতেই বিশেষ প্রবল হয়। স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তির জন্য আন্দোলনও বাড়িতে থাকে।

সপ্তম এডওয়ার্ডের (মে ১৯১০) মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র, (প্রথম

[illegible] মৃত্যু হইয়াছিল) পঞ্চম জর্জ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরী ভারতাগমন করেন এবং দিল্লীতে মহাসমারোহে দরবার হয় (ডিসেম্বর ১৯১১)। তাহাতে ভারতবর্ষের সমস্ত সামন্ত নৃপতিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। দরবারে সম্রাট ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে উঠিয়া গেল; বিচ্ছিন্ন বঙ্গ পুনর্ম্মিলিত হইল; বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটী নূতন প্রদেশ গঠিত হইল।

বঙ্গব্যবচ্ছেদে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালীর ক্ষতি হয় নাই; লোকে সবটা না বুঝিয়াই তীব্র আন্দোলন করে। প্রাদেশিক পার্থক্য সযত্নে রক্ষায় যে ভেদনীতি-বাদীদিগেরই সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় এবং বিধি প্রেরিত ইংরাজের শাসনে সমগ্র ভারতের শুভ সম্মিলনই যে ভারতবাসীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত এই আন্দোলনে বাঙ্গালীরা সকলেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কতক বাঙ্গালার সহিত আসাম এবং কতক বাঙ্গালার সহিত উড়িষ্যা, বিহার ও ছোটনাগপুর সংসৃষ্ট থাকায় সকলেরই পক্ষে উপকার হইতেছিল এবং দুই প্রদেশে বিভাগ থাকিলে বাঙ্গালীজাতি প্রকৃতপক্ষে দুই ভাগ হইয়া যাইত না। হিন্দী ভাষীরা পঞ্জাবে উঃ পঃ প্রদেশে এবং বিহারে আছেন সেজন্য কোন ক্ষতি হয় নাই। বাঙ্গালী ভারতের সকল প্রদেশেই বাস করেন; বাঙ্গালীই আছেন বরং হিন্দীও জানায় ভালই হইতেছে। ফলে দিল্লীতে নূতন রাজধানী; বিহারে নূতন রাজধানী ও নূতন হাইকোর্ট; আসামকে পুনরায় শ্রীহট্টসহ বাঙ্গালা হইতে পৃথক করিয়া তথায় একজন চীফ কমিশনরের প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গালার জন্য লেফটনেণ্ট গবর্ণরের স্থলে একজন গবর্ণর নিয়োগে রাজস্বের ব্যয় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি হইল। সম্রাটের দ্বারা এই সকল প্রধান প্রধান বিষয়ে ঘোষণা পার্লিয়ামেণ্টের মত না লইয়াই র‍্যাডিক্যাল মন্ত্রীদলের সময়ে ঘটায় ইংলণ্ডে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন,—কিন্তু কেহ কোন আপত্তি করেন নাই।

নূতন পার্লিয়ামেণ্ট আইনে (১৯১১) লর্ডস্ সভার শক্তি খর্ব্ব করিয়া স্থির হইল যে টাকা সম্বন্ধীয় কোন আইনে লর্ডস্ সভা হাত দিতে পাইবেন না; এবং অপর আইনও লর্ডস্ সভা না মঞ্জুর করিলে দুই বৎসর পরে উঁহাদের সম্মতি বিনাই তাহা বিধিবদ্ধ হইতে পারিবে। কমন্‌স সভার সভ্যেরা বার্ষিক ৪০০ পাউণ্ড বেতন পাইবার ব্যবস্থা হইল; এ পর্য্যন্ত কেহ বেতন লইতেন না; কিন্তু শ্রম-

জীবীদলের নির্ব্বাচিত সভ্যেরা অনেকেই এরূপ অবস্থায় আছেন যে আইনসভার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন।

জর্ম্মণির রণপোত বৃদ্ধি দেখিয়া বৈদেশিক শত্রু হইতে সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য উপনিবেশগুলির প্রধান মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শে স্থির হইল যে ঔপনিবেশিকেরাও যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিবে এবং যুদ্ধকালে সমস্ত জাহাজই ব্রিটিশ নৌযুদ্ধ বিভাগের অধীনে কার্য্য করিবে। সাম্রাজ্যের ভিতরে স্থানে স্থানে তারবিহীন টেলিগ্রাফ পাঠানর ষ্টেশন প্রস্তুত হয় (১৯১২)। অবাধ বাণিজ্যের নিয়ম রদ করিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সহিত বাণিজ্যে কম শুল্ক এবং অপর দেশের সহিত বাণিজ্যে অধিক শুল্ক লওয়ার জন্য আন্দোলন হইতে লাগিল; জর্ম্মণির শিল্পজাত অতীব দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছিল।

মিঃ অ্যাসকুইথ (এপ্রিল ১৯১২) আয়র্লণ্ডের জন্য হোমরুল আইনের পাণ্ডুলিপি দাখিল করিলে অলষ্টার প্রদেশে সার এডওয়ার্ড কার্সনপ্রমুখ নেতাগণ উহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করেন। অলষ্টারের স্কট ঔপনিবেশিক এবং অপর প্রদেশগুলির ন্যাশানালিষ্টদল গৃহ বিবাদ জন্য, ভলণ্টিয়ার প্রস্তুত করিতে লাগিলেন! অলষ্টারের দল এতদূর বাড়াইয়াছিল যে বলিতে থাকে যে, আয়র্লণ্ডকে হোমরুল দিলে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন উইলিয়ম অফ অরেঞ্জকে আনিয়াছিলেন উহারা "জর্ম্মণির উইলিয়মকে" সেইভাবে আয়র্লণ্ড গ্রহণ করিতে ডাকিবে। উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এমন সময়ে ইউরোপে মহাযুদ্ধ (১৯১৪) বাধায় উভয় দলের লোকেই একত্রে মিলিয়া ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইল। আয়র্লণ্ডে ঘরাও বিবাদ হইবে বলিয়া জর্ম্মণি যে আশা করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ হইল।

নেটালে এবং ট্রান্সভালে ভারতীয় শ্রমজীবীদিগের প্রতি অত্যাচার হইত। সে বিষয়ে একপক্ষে ধর্ম্মঘট এবং অপরপক্ষে কারাদণ্ডাদি নির্য্যাতন হইতে থাকায় গান্ধি এবং গোখলের আন্দোলনে উপস্থিত হইয়া (১৯১২) কতকটা ন্যায্য ব্যবস্থা ঘটে। ইংলণ্ডে সোসিয়ালিষ্ট দলের আন্দোলনে ৭০ বৎসরের অধিক বয়স্ক উপার্জনে অক্ষম শ্রমজীবী মাত্রের জন্য মাসিক বৃত্তি বরাদ্দের আইন (ওল্ড এজ্ পেনশন) পাস হয়।

আকাশগামী পোত সম্বন্ধে (১৯১১ খৃ) যে আইন বিধি বদ্ধ করা হইয়াছিল

[illegible] বিটিশ রাজত্বের উপর দিয়া ঐ রূপ পোত চালান নিষেধ করার অধিকার গবর্ণমেণ্ট পাইলেন। হেগ নগরে আন্তর্জাতিক আইনের বিদ্যালয়ে (১৯[illegible]) মত প্রকাশ হয় যে, যেমন উপকূল হইতে তিন মাইল দূরে সমুদ্রমধ্যে কোন রাজ্যেরই অধিকার নাই এবং সকলের পক্ষেই সেই পথ অবাধ বলিয়া স্বীকৃত, যতদূর উচ্চে তোপের গোলা পৌঁছায় তাহার উপর নিম্নস্থিত রাজ্যের অধিকার নাই; সে খানের বায়ু মণ্ডলে সাধারণের অধিকার। ইউরোপীয় এবং আমেরিক রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ যাহাতে যুদ্ধে পরিণত না হয় এবং মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তি হইতে পারে সে জন্ম হেগ নগরে একটি আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার আদালত স্থাপিত হয় (১৮৯৯)। কিন্তু জাতিতে জাতিতে যে সকল ভিতরের রেসারেসি হইতে যুদ্ধ বাধে তাহাই মূল। তাহা বাহিরের উপলক্ষগুলির সম্বন্ধে ন্যায়-বিচারে নিষ্পত্তি হইবার নহে। সর্ব্বত্র উপনিবেশ বৃদ্ধির চেষ্টা, অপর দেশে বিশেষভাবে শক্তি বৃদ্ধির এবং শিল্পজাত বিক্রয় বৃদ্ধির চেষ্টা, রেলওয়ে প্রস্তুত উপলক্ষে কতকটা দুর্ব্বলতর পর-রাজ্য দখল করিয়া লওয়া, —ফলতঃ নিজের ছেলের অন্ন সংস্থানের সুবিধার জন্ম পরের ছেলের অন্ন মারার অসঙ্কোচ—এ সকল সুবিধা প্রাপ্তির আগ্রহে ন্যায় বিচার কেহ মানিতে চাহে না। সেইজন্য রুস-জাপানী যুদ্ধ, তুর্ক-ইটালীয় যুদ্ধ, প্রভৃতির নিবারণ হয় নাই। কিন্তু হেগ আদালত ইংরাজ মার্কিনের আটলাণ্টিক উপকূলে মাছ ধরার বিবাদ (১৯১০); রুসীয়া তুর্কীর মধ্যে সুদ পাওনার বিবাদ (১৯১২), প্রভৃতি অনেকগুলি অপ্রধান বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে পারিয়াছিলেন।

ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড স্বীকার করিয়াই রাখিয়াছিলেন যে, তুর্ক সাম্রাজ্যান্তর্গত ট্রিপলী প্রদেশ ইটালীর ভাগে যাওয়ায় উহাঁদের আপত্তি নাই। ট্রিপলিতে একজন ইটালীয় মিসনরী হত হইলে, ইটালী একেবারেই যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং একলক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিয়া উপকূলভাগ দখল করে। ইটালীর রণতরীর প্রাবল্যে তুর্কেরা জলপথে সৈন্য সাহায্য পাঠাইতে পারে নাই; ইংরাজাধিকৃত মিশর দিয়াও পাঠাইতে দেওয়া হয় নাই। অধিবাসী আরবেরাই এক বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ চালাইয়াছিল। বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সুলতানকে ইটালীর সহিত সন্ধি করিতে হইল।

নব্য তুর্কের দল অপর ইউরোপীয় রাজ্যের ন্যায় পার্লিয়ামেণ্টের শাসনের

এবং নিয়মতন্ত্র প্রণালীর পক্ষপাতী। ইহারা ক্রমশঃ প্রধান হইয়া [illegible] তুর্কীর মহাসভায় এবং সৈন্যদলে খ্রীষ্টান প্রজাদিগের প্রবেশ করাইলেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থীদিগের ন্যায় ইঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বা অসীমসাহসী বা কষ্টসহ ছিলেন না। ইঁহাদের ভ্রম হইয়াছিল যে শাসন প্রণালীর সংস্কার হইলেই ইউরোপীয় রাজারা এবং অধীনস্থ খৃষ্টীয় প্রজারা সন্তুষ্ট থাকিবেন। যখন সকল ইউরোপীয় রাজ্যই এক একটী প্রকাণ্ড সৈন্যদলের ছাউনীতে পরিণত হইয়াছিল, তখন ইঁহারা সৈন্যদলের এবং রণতরীর উপর খরচ কমাইলেন! তখন সুবিধা বুঝিয়া গ্রীস, সার্ভিয়া, মন্টীনিগ্রো এবং বুলগেরিয়া গুপ্তসন্ধি অনুসারে সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ করিল এবং ক্ষুদ্র মন্টিনিগ্রো যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই বলকান যুদ্ধে তুর্কসৈন্য আহার্য্যের এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের বেবন্দোবস্তে হুলিবর্গাস প্রভৃতির যুদ্ধে পরাজিত হয়। কিন্তু শত্রুপক্ষ চাটালজার লাইন ভাঙ্গিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তুর্কীরা আড্রিয়ানোপল পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহার পরই গ্রীস এবং সার্ভিয়া একযোগে সুলতানের হস্তচ্যুত প্রদেশগুলির ভাগ সম্বন্ধে বুলগেরিয়ার সহিত বিবাদ করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলে তুর্কসৈন্য আড্রিয়ানোপল পুনরধিকার করিয়া লয় এবং পুনরায় সন্ধি হয়। এই সময়েই রুমানিয়া যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া বুলগেরিয়ার ডোব্রুজা প্রদেশটী অধিকার করিয়া লয়। তখন হইতেই বুলগেরীয়েরা সার্ভিয়া এবং রুমেনিয়ার উপর বিশিষ্টভাবে বিদ্বেষ পোষণ করিতে থাকে। জাপান এবং রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের বিশেষ সন্ধি হওয়ার পর হইতে তুর্কীও পূর্ব্বের ন্যায় ইংলণ্ডের সাহায্যে ও সহানুভূতি না পাইয়া, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের জন্য উহার সাম্রাজ্যভুক্ত মিশর দিয়া ট্রিপলিতে সৈন্য পাঠাইতে না পাইয়া, একান্ত বিরক্ত হয়। এইজন্য দুই বৎসর পরে ইউরোপের মধ্যে মহাযুদ্ধ বাধিলে সার্ভিয়ার উপর বৈরনির্য্যাতনের লোভ প্রদর্শন দ্বারা এবং ইংলণ্ডের হস্ত হইতে মিশর উদ্ধারের আশা দান করিয়া জর্ম্মণি ঐ দুই রাজ্যকে সহজে নিজপক্ষে লইয়া যাইতে পারে। তাহাতে উহাদের বহু লক্ষ সৈন্যনাশ জর্ম্মণির সুবিধার জন্য করিতে হয়।

জর্ম্মণদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেণীর বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা তিন পুরুষ চলিয়া আসায় উহাদের সম্মিলন এবং কার্য্যক্ষমতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। উহাদের পণ্ডিতেরা "মধ্যযুগে টিউটোনিক জাতির প্লাবনেই ফ্রাঙ্কদিগের দ্বারা ফ্রান্স, আঙ্গল-

দিগের দ্বারা ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির ... ছিল এবং পুনর্ব্বার ঐরূপ হওয়ার প্রয়োজন ; ইহারা ... বিলাসীতায় হীন (ডিক্যাডেণ্ট) হইয়া গিয়াছে" এইরূপ যুক্তসকল প্রচার করিতে থাকেন। জর্ম্মণদিগের সংখ্যা সাত কোটি এবং বার্ষিক প্রজা বৃদ্ধি দশ লক্ষ দাঁড়াইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকার এবং মিশর ইংলণ্ডের এবং পূর্ব্ব উপদ্বীপে এবং উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের এবং কঙ্গো-প্রদেশে ক্ষুদ্র বেলজিয়মের বিস্তীর্ণ বৈদেশিক অধিকার দেখিয়া জর্ম্মণদিগের একান্ত ঈর্ষাবোধ হয় এবং উহারা সুস্পষ্টই বলিতে থাকে, "আমাদের অন্ত-বিচ্ছেদে অবসন্ন থাকাকালে অপর ইউরোপীয় জাতীয়েরা পৃথিবী ভাগ করিয়া লইয়াছে ; আমাদের জন্য অপর কিছু বাকী রাখে নাই ; সুতরাং চীনে এবং তুর্কীতেই আমাদের বন্ধুভাবে বা অপর উপায়ে প্রবেশ করিতেই হইবে এবং প্রয়োজন হইলে 'অবনতির মুখে' পতিত অপর ইউরোপীয় রাজ্য ও অধিকার করা সঙ্গত হইবে।" জর্ম্মনেরা সুলতানের নিকট হইতে বোগদাদ পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুতের অধিকার পাইল এবং ভয় প্রদর্শন করিয়া চীনের কাউচাউ প্রদেশটীর কিয়দংশ দীর্ঘকালের জন্য ইজারা লইল।

সুলতানের অধিকার দিয়া এসিয়ার ভিতর পর্য্যন্ত শক্তিবৃদ্ধির কল্পনায় জর্ম্মণি এবং অষ্ট্রীয়া সম্পূর্ণ একমত হইল এবং ফ্রান্স, রুসিয়া এবং ইংলণ্ড উহাদের বৃদ্ধির শত্রু ভাবে প্রতীয়মান হইলেন। সার্ভিয়া এক সময়ে বৃহৎ রাজ্য ছিল ; উহা স্বাধীনতা পাইয়া পূর্ব্বকালের অংশ (অষ্ট্রীয় অধিকৃত) বসনিয়া, হের্জিগাভিনা প্রভৃতির দিকে লোলুপদৃষ্টি করিতেছিল এবং তথাকার গুপ্ত সমিতিগুলির সহিত সার্ভীয়দিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ওদিকে টিউটোনিক সাম্রাজ্য দুইটী পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে প্রসার জন্য ক্ষুদ্র সার্ভিয়ার বিলাপ সাধন একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিতে লাগিল। উহা অষ্ট্রীয়ার দখলে আসিলে সুলতানের রাজ্য দিয়া টিউটোনিক বিস্তার এসিয়ার ভিতরে বন্ধুভাবেই শিল্প-বাণিজ্য রেলপথ প্রভৃতির রূপ ধরিয়া (পীসফুল পেনিট্রেশন) লব্ধ প্রবেশ হইবার সুবিধা।

ইউরোপীয় রাজ্যগুলির মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন অষ্ট্রীয় যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড এবং তৎপত্নী বসনিয়ার অন্তর্গত সিরাজিভো নগরে হত হইলেন, এবং কথা উঠিল যে অষ্ট্রীয়ার অধীনস্থ শ্লাভ প্রজাদিগের স্বাধীনতা দান এবং সার্ভিয়ার

সহিত সম্মিলন জন্য যে বিরাট চক্রান্ত চলিতেছিল তাহার ফলেই যুবরাজকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। অষ্ট্রীয়া সার্ভিয়াকে হুকুম দিলেন যে অষ্ট্রীয় বিচারকে সার্ভিয়ায় গিয়া ঐ হত্যার অনুসন্ধান এবং বিচার করিবে। সার্ভিয়া স্বাধীন রাজ্য এবং রুসিয়ার দলভুক্ত; অতটা হীনতা স্বীকার করিল না। ইউরোপের যুদ্ধার্থ সদা সুসজ্জিত দেশগুলির মধ্যে মহাযুদ্ধ বাধিল।

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ফ্রান্সের মহাসভায় ফরাসিদিগের অস্ত্র শস্ত্র সরঞ্জাম প্রভৃতির অভাব স্বীকৃত হইয়া ৮০ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়; আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ ঘটার সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখা দিয়াছিল; রুসিয়ায় শ্রমজীবীদিগের ধর্ম্মঘট প্রভৃতি দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হইতেছিল। সুতরাং গোপনে যুদ্ধার্থে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মণি স্থির করিল যে, 'অবিলম্বেই' যুদ্ধারম্ভ করিলে সহজেই উহারা একে একে ফ্রান্স এবং রুসিয়াকে পরাজয় করিয়া সার্ভিয়াকে ধ্বংস করিবে, এবং বলকানের দিকে বিস্তৃতি লাভ করিবে; ইংলণ্ড এরূপ বিরাট যুদ্ধে স্থলপথে হাত দিতে সাহস করিবেন না; তজ্জন্য কিছু মাত্র প্রস্তুত নহেন; নিরপক্ষ বেলজিয়মের দিকটা ফরাসীরা সুরক্ষিত রাখে নাই। জর্ম্মণ সৈন্য বেলজিয়মের ভিতর প্রবেশ করিল এবং একান্ত নির্লজ্জভাবে জর্ম্মণ সম্রাট বেলজিয়মের নিরপেক্ষতা রক্ষার সন্ধিপত্রকে "চোতা কাগজ" বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। বেলজিয়মের সহিত সন্ধিপত্র অনুসারে ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। (৪।৮।১৯১৪) যুদ্ধ পরিচালক লর্ড কীচেনার অবিলম্বে দেড়লক্ষের উপর ব্রিটিশ সৈন্য ফ্রান্সে পাঠাইলেন এবং দেখাইলেন যে, ইংলণ্ড ভীত বা অবনতিশীল নহে। ভারত হইতেও সিপাহী সৈন্য ফ্রান্সে প্রেরিত হইল। জর্ম্মণেরা মনস্, কম্পিগনি এবং ক্যাম্ব্রের যুদ্ধে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সৈন্যকে পরাজয় করিয়া প্যারিসের দিকে ধাবমান হয়; কিন্তু পারিস পৌঁছিতে পারে নাই। ফরাসী সেনাপতি জফার সম্মুখ যুদ্ধে সমস্ত সৈন্য নিযুক্ত করিলেন না। উহাদের সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিতে না পারিয়া পরন্তু মার্ণ নদিতীরে বিশেষ বাধা পাইয়া বেলজিয়মের প্রায় সমস্ত এবং উত্তর ফ্রান্সের কিয়দংশ অধিকারে রাখিয়া জর্ম্মাণেরা নূতন রণনীতি অনুসারে পরিখা কাটিয়া দাঁড়াইয়া গেল। উহারা রুসীয় সৈন্যদিগকে ট্যানেনবর্গের যুদ্ধে পরাজয় করে এবং পরে সমগ্র পোলণ্ড দখল করিয়া পোলণ্ডকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। ইটালী ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সের উপর

টিউনিস সম্বন্ধে অভিমান করিয়া টিউটন রাজ্যগুলির সহিত 'ত্রৈরাজিক সন্ধি' করিয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে প্রথমে নিরপেক্ষ থাকিয়া পরে অষ্ট্রীয়ার অধীনস্থ ইটালীয় প্রজাদিগের স্বাধীনতা সাধন জন্য 'সন্ধিপত্রের বিরুদ্ধে' মিত্রপক্ষেই যুদ্ধ ঘোষণা করিল। বুলগেরিয়া সার্ভিয়া উচ্ছেদ সাধনে জর্ম্মণ পক্ষে সাহায্য করে। রুমানিয়া ট্রানসিলভেলিয়াস্থ রুমেনীয়দিগের স্বাধীনতা সাধন জন্য মিত্রপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে (২৭।৮।১৯১৬); কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। মিত্রপক্ষ এবং বিদ্রোহী প্রজা এবং বুলগেরীয় হইতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াও গ্রীকরাজ নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে থাকেন; উভয় পক্ষই প্রবলতর। ইংরাজ হইতে মিসরের এবং রুসীয়দিগের গৃহীত সার্কেসিয়ার পুনরধিকারের আশা জর্ম্মণির নিকট পাইয়া তুর্ক-সুলতান জর্ম্মণপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন; কিন্তু জর্ম্মণ সাহায্যে একবার গালিপলি হইতে সম্মিলিত মিত্র সৈন্য বিতাড়িত করা এবং মেসেপোটেমিয়ায় একদল ব্রিটিসসৈন্য 'কুট' নামক স্থানে বন্দী করা ভিন্ন অপর কোন লাভ তাঁহার হয় নাই; পরন্তু ইংরাজসৈন্য মেসোপোটেমিয়ায় পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ বোগদাদ নগর এবং মিশর হইতে গিয়া দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনের কিয়দংশ অধিকার করে [মার্চ্চ ১৯১৭] এই সময়ে রুসীয়েরা রাষ্ট্রবিপ্লব করিয়া সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসকে পদচ্যুত করিয়াছিল। রুসীয় সাধারণতন্ত্র জর্ম্মণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে সর্ব্বত্রই জর্ম্মণ উপনিবেশগুলি ইংরাজ হস্তগত হয়; কেবল কাউচাউ জাপানীরা অধিকার করিয়া লয়। ১৯১৭ মার্চ্চ শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা যুদ্ধে ব্যয় করেন! তন্মধ্যে ১০০০ কোটি টাকা মিত্ররাজ্যগুলিকে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। ইংরাজদিগের যুদ্ধে দৈনিক ব্যয় ৯ কোটি টাকা হইতেছিল। ভারতবর্ষ হইতে তিনলক্ষ সিপাহী সৈন্য ভারতের বাহিরে অবিরত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়া যশ অর্জ্জন করে। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং গোলাগুলি তোপ বারুদের কারখানায় লক্ষ লক্ষ লোক নিযুক্ত রাখিতে হওয়ায় এবং যুদ্ধে বহু লোক ক্ষয় হওয়ায়, কৃষিকার্য্যের জন্য লোকের একান্ত অভাব বোধ হইলে আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষ হইতে দলে দলে শ্রমজীবি প্রেরিত হইতে পারিয়াছিল।

উভয় পক্ষেই এই যুদ্ধে আকাশগামী পোত, জলমধ্যগামী জাহাজ, তার বিহীন

টেলিগ্রাফ, মোটরকার প্রভৃতির ব্যবহার করেন ; জড় বিজ্ঞানের সর্ব্ব প্রকার সাহায্য গ্রহণ হয়। উভয় পক্ষই সকল কার্য্য বিভাগে এক একজন সর্ব্বাধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়া অস্ত্র প্রস্তুত, খাদ্য বণ্টন প্রভৃতি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন পূর্ব্বক বৃহৎ বৃহৎ রাজ্যগুলি ঠিক এক একটী পরিবারের ন্যায় সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত করিয়া সুব্যবস্থার এবং কার্য্যকুশলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বদেশের জন্য আত্মবলির উজ্জল উদাহরণ ইউরোপ ঘরে ঘরে দেখাইয়াছে—জাতীয় সংযমের অভাবে এবং পক্ষান্তরে দুরাকাঙ্ক্ষায় যে কিরূপ নৈতিক অবনতি হয় তাহার চিত্রও অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। জর্ম্মণেরা গির্জ্জার উপর গোলা বৃষ্টি, বন্দীদিগকে বলপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে ও কৃষিক্ষেত্রে খাটান, হাসপাতাল-জাহাজ এবং সওদাগরি জাহাজ ডুবান, কূপে বিষ-প্রয়োগ, যুদ্ধ ক্ষেত্রে দূষিত বাষ্পের প্রয়োগ প্রভৃতি ঘৃণাকর অনার্য্য ব্যাপার সকলের অনুষ্ঠান করে এবং মিত্রপক্ষকেও দুষ্ট বাষ্পাদির ব্যবহারে রত করিয়া ফেলে। ফলতঃ মধ্যযুগে মুসলমান সংস্রবে (ক্রুসেডে এবং স্পেনে) ইউরোপ যে শিভালরি বা যোদ্ধৃ কুলীনদিগের 'সামরিক ভদ্রতা' শিক্ষা করিয়াছিল এবং আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী প্রণয়ন দ্বারা যাহা দৃঢ়ীকরণ চেষ্টা অত্যল্পকালপূর্ণ পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছিল, তাহার যেন একেবারেই লোপ পাইয়া যায়! জর্ম্মণেরা ইংলণ্ডে আহার্য্য প্রেরণে বাধা দিবার জন্য নিরপেক্ষ রাজ্যেরও বাণিজ্যপোত সকল ডুবাইয়া দিতে থাকায় মার্কিণে এবং জর্ম্মণে যুদ্ধারম্ভ হয়। মার্কিণেরা মিত্রপক্ষকে বহুকোটি টাকা ঋণ দানাদির সাহায্য করেন। (১৯১৭ মার্চ্চ) হইতে জর্ম্মন সৈন্য ফ্রান্সের দিকে অল্প অল্প হঠিতে থাকে। ঐ সময় পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে অন্যূন এক কোটি লোক হতাহত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইংলণ্ড নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অযথা বৃদ্ধি খর্ব্ব করার জন্য বিপুল উদ্যম এবং ক্ষতি স্বীকার করিয়া ইউরোপে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন ; বিংশ শতাব্দীর প্রথমে জর্ম্মণির দুরাকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক সৈন্য সমাবেশ এবং শতগুণাধিক ব্যয় বহন দ্বারা ইংলণ্ড বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত শক্তির এবং অপরিমিত উদ্যমের পরিচয় দিয়াছেন।

ইউরোপে এই মহাযুদ্ধের পর শান্তির এবং সংযমের বৃদ্ধি উহাঁদের মধ্যে হইবে বলিয়া কেহ কেহ আশা করিতেছেন।

ভূদেব গ্রন্থাবলী।

	পুস্তক	মূল্য
	পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
*	পারিবারিক প্রবন্ধ (৭ম সংস্করণ)	১৲
	ঐ উপহারজন্য (৮ম ঐ) মুর্শিদাবাদী গরদে সুন্দর বাঁধাই	১॥০
	ঐ (হিন্দীতে)	১৲
*	সামাজিক প্রবন্ধ (৪র্থ সংস্করণ)	১॥০
*	আচার প্রবন্ধ (২য় সংস্করণ)	১৲
	(ঐ হিন্দীতে)	১৲
*	বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ)	॥০
*	বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ [তন্ত্রের কথা প্রভৃতি]	॥০
*	স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস	॥০
*	বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ	॥০
	ঐতিহাসিক উপন্যাস [ষষ্ঠ সংস্করণ]	॥০
	পুরাবৃত্তসার (গ্রীস রোম প্রভৃতি) [পঞ্চদশ সংস্করণ] ...	৸০
	ইংলণ্ডের ইতিহাস [সপ্তম সংস্করণ]	১৲
	প্রাকৃতিক বিজ্ঞান [সপ্তম সংস্করণ]	১৲

উপরোক্ত পুস্তকগুলি এবং সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ডের মূল দলিলের নকল সহিত তিন খণ্ডে বাঁধান আমার নিকট লইলে ডাকমাশুল ও ভি পি খরচা সহিত মোট ১০৸০ পড়ি...।

বিশ্বনাথ (দাতব্য) ট্রষ্টফণ্ডের অপর পুস্তকাদি ঃ—

	পুস্তক	মূল্য
*	ভূদেব চরিতং মহাকাব্যম্ (৺ মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি প্রণীত) ...	১॥০
*	[সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীবনী	।৵০
	অনাথবন্ধু [উপন্যাস]	১।০
*	সদালাপ নং ১ (সচিত্র)	৸০
*	ঐ নং ২ (ঐ)	৸০
*	ঐ নং ৩ (ঐ)	৸০
*	নেপালি চিত্র (ঐ)	৸০
*	শ্রীরাম চরিত্রের আলোচনা	।০
	একাদশীতত্ত্বম্ (দেব নাগর অক্ষরে)	১৲
	এডুকেশন গেজেট—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	২৲

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি এডুকেশন (গেজেট) হইতে পুনর্মুদ্রিত

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়। বিশ্বনাথফণ্ডের কর্ম্মচারী,—চুঁচুড়া।